মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি

অনুবাদ
আবরার নায়িম

ইন্দোনেশিয়ায় একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। পুরুষ কিংবা মহিলা যে-ই হোক, কেউ বিয়ে করার আগে একটি কোর্স কমপ্লিট করতে হয়। এই কোর্সে বিয়ে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। এই কোর্স শেষ করলেই তারা বিয়ের করার পারমিশন পায়। আপাতত এমন কোর্স তো করানো সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এই বইটি সেরকম কোর্সের শূন্যস্থান পূরণ করবে আশা করছি। বইটি শুধু নববিবাহিতদের জন্য নয়, ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে নেয়া বিবাহিত ভেটেরানদের জন্যেও প্রচুর উপকারী হবে।

সহবাসের সঠিক উদ্দেশ্য কী হবে? অন্তরঙ্গতার সময় কোন কাজ বৈধ আর কোন কাজ অবৈধ? সহবাসের প্রস্তুতি কেমন হবে? সহবাসের সময়, এর আগে ও পরে কী কী আদবকায়দা ও বিধান আছে? বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি যাপনের সবচে উত্তম পদ্ধতি কী? ক্রস ড্রেসিং, বন্ডেজ, ওরাল সেক্স, সেক্স টয়ের ব্যবহার, পর্নোগ্রাফি দেখা ইত্যাদির মতো অনেক আধুনিক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ, প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের বইসহ প্রাচীন ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিদ্বানদের বই থেকে এখানে আলোচনা আছে।

স্বামী-স্ত্রীর

অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিধি

মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি

অনুবাদ

আবরার নায়িম

সম্পাদনা

মাসুদ শরীফ

ইলহাম

ভেতরের পাতায়

শুরুর কথা

পিএইচডি অর্জন করেও আমরা যে-কটি বিষয়ে অজমূর্খ থাকি, তার মধ্যে অন্যতম সংসার-জীবন। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে আমরা বইপত্র পড়ি না, বা ভিডিয়ো দেখি না। কিন্তু এই সংসার-জীবন নিয়ে পড়াশোনা তো পড়ে, এ-বিষয় নিয়েও যে পড়াশোনা করতে হবে, সেই ধারণাই তো নেই আমাদের। আমারই কি ছিল?

মা-বাবারা বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। বিয়ে নিয়ে পড়াশোনার ভারটা তারা ছেড়ে রাখেন ভাবী আর দুলাভাইদের হাতে। কনেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে বাসরঘরে ঢোকাবেন ভাবী। আর বরকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব দুলাভাইয়ের। তবে, আমরা তো এখন অনেক স্মার্ট। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে 'পাঠ' নিয়ে এরই মধ্যে যথেষ্ট 'জ্ঞান' অর্জন করে রাখি। সাথে আছে 'দুসময়ের বন্ধু' পর্ন। সংসার-জীবনে ঢোকা নিয়ে এই হলো আমাদের 'পড়াশোনা'।

বইটার অনুবাদ যখন চলছে, তখন ফেইসবুকে এক ভয়ংকর তথ্য জানলাম। কত ছেলে নাকি জানেই না বীর্যপাতের পর গোসল করে পবিত্র হওয়া ফরজ। গোসল না করেই দিনের পর দিন পার করে তারা। হয়তো উজু করে জুমুআর নামাজ পড়ে—গোসল করে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না হয়েই। অনেক দম্পতিরও অজানা বিষয়টা। কী ভয়ংকর!

মুদ্রার উলটোপিঠের চিত্রও সুন্দর না। সংসার-জীবন নিয়ে যারা বাজারি কিছু কথিত ইসলামি বইপত্র পড়েন, বা লুকিয়ে লুকিয়ে যুটিয়ুব ভিডিয়ো দেখে শেখেন, অন্তরঙ্গ হবার বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তারা খটকায় থাকেন। কাজটা কি ঠিক না বেঠিক? বেশিরভাগ সময়ে 'অতিরিক্ত ধার্মিকতা'র কারণে ঠিক কাজটাও

বেঠিক মনে হতে থাকে। আবার আজকাল নতুন কত বিষয় যোগ হয়েছে—সেক্সটয়, ওরাল সেক্স, ফোনসেক্স। এগুলোর বিধান কী?

পর্ন বা সিনেমায় যেমন দেখায়, নারীকে যেভাবে সেক্স সিম্বল করে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে, ইসলাম কখনোই মানুষকে এত নীচু চোখে দেখে না। স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পবিত্র একটি বিষয়—সওয়াবের কারণ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার অন্তিম পরিণয়। ইসলাম নারীকে 'যন্ত্র' বানায়নি যে সুইচ টিপলেই সে অন হবে। পুরুষকে 'জানোয়ার' হতে বলেনি যে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ো। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ-স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের যাবতীয় খুঁটিনাটি দিকে নজর দিয়েছে। এরপর অন্তরঙ্গ হবার উপায় বাতলেছে। এবং তারপর বলেছে সাফসুতরো হবার পাঠ। শুধু শরীর না, মনটা পরিশুদ্ধ রাখারও টনিক দিয়েছে।

আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসব বিষয় নিয়ে সরাসরি জানার সুযোগ প্রায় নেই। জানতে যে হবে সেই বোধও নেই। অথচ খোদ নবি ﷺ আমাদের এসব বিষয় জানিয়ে গেছেন। মানুষ সঠিক উৎস থেকে যখন কোনো জিনিস সম্বন্ধে জানে না, তখন জানে বেঠিক উৎস থেকে। বেঠিক উৎস থেকে সহি জিনিস জানলে তাতে বেজায় খাদ থাকে। কেমন একটা চোরা চোরা ভাব থাকে। এভাবে কি জ্ঞান অর্জন হয়?

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে যেটুকু না জানলেই নয়, সেটুকু জানা ফরজ। সেই হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিধান জানা প্রতিটা বিবাহিত দম্পতির জন্য আবশ্যিক। যারা শিগগিরই বিয়ে করবেন তাদেরও জানা জরুরি। তবে যারা এখনো বিয়ে করেননি, এ-ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় তাদের জন্য ভালো পরিমাণে অস্বস্তির কারণ। সম্পাদনার সময় চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব শালীন শব্দ ব্যবহার করতে। অবিবাহিত ভাইবোনদের যেন বিব্রত পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, কিংবা বইখানা পড়তে গিয়ে অশালীন চিন্তা পেয়ে না বসে, সেদিকে খেয়াল রেখে বাক্যবিন্যাস করার চেষ্টা করেছি। তারপরও বিষয়টির ধরনের কারণে কখনো কখনো কিছুটা খোলামেলা হতেই হয়েছে। অবিবাহিত ভাইবোনদের প্রতি তাই পরামর্শ থাকবে উজু করা অবস্থায় বইটা পড়বেন। আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চেয়ে পড়া শুরু করবেন। ইন শা আল্লাহ তিনি হিফাজাত করবেন।

আরও একজন নতুন সম্ভাবনাময় অনুবাদককে হাজির করতে যাচ্ছি এ-বইয়ের মাধ্যমে। আমার জন্য খুবই আনন্দের। ছেলেটা নতুন বিয়ে করেছে। নিজ আগ্রহে বিষয়টা নিয়ে জেনেছে। বইটা নিয়ে কাজ করেছে। আল্লাহ ওর বিবাহিত জীবন এবং আগত সন্তানকে কল্যাণের বারিধারায় সিক্ত করুন।

পাঠ ও পাঠকের সংযোগে এগিয়ে যাক ইলহাম।

মাসুদ শরীফ
সাফার ২৫, ১৪৪২ হিজরি
অক্টোবার ১৩, ২০২০

অনুবাদকের অভিজ্ঞতা

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

মাসুদ শরীফ ভাইয়ের সাথে এই বইটি নিয়ে কথা যখন হচ্ছিল তখন সবেমাত্র নিজে বিবাহ করেছি। বিয়ের খবর জেনে এক ভাই আমাকে এই বইটি পাঠালেন হাদিয়া হিসেবে। খুলে দেখি তা রত্নে ভরা! তার কিছুদিন পর মাসুদ ভাইকে বইটির কথা বলি। তিনিও পছন্দ করে ফেলেন এর সূচিপত্র দেখে।

আসলে আমাদের সমাজে, এমনকি পুরো মুসলিম সমাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে হালাল অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক তা নিয়ে জানাশোনা আসলেই নগন্য। টিভিতে অথবা কোন আলোচনা শেষে আলিমদের কাছে এই বিষয় নিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন আসে সেগুলো শুনলে হয় হাসি আসে অথবা লজ্জার কারণে নিজের কানই লাল হয়ে যায়।

মুসলিম সমাজে লজ্জার কারণে অনেকেই এসব প্রশ্ন করতে পারেন না। অথচ লজ্জা ইমানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও সত্য জানবার ক্ষেত্রে লজ্জা পাওয়া কিন্তু আমাদের ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। 'আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।'—সুরা আহজাবের একটি আয়াতের এই অংশটি পড়ে একজন মহিলা সাহাবা খোদ নবিজির কাছে একটি 'লজ্জাকর' প্রশ্ন করেছিলেন। আর নবি ﷺ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেটির উত্তর দিয়েছিলেন (ঘটনাটি বইতে বিস্তারিত আছে)।

সত্যিই তো! সত্য প্রকাশে, সঠিক তথ্য জানতে লজ্জা পেলে আমরা জানবো কীভাবে? শেখার ক্ষেত্রে লজ্জা পেলে কখনোই কিছু শেখা হয় না।

ইন্দোনেশিয়ায় একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। পুরুষ কিংবা মহিলা যে-ই হোক, কেউ বিয়ে করার আগে একটি কোর্স কমপ্লিট করতে হয়। এই কোর্সে বিয়ে ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। এই কোর্স শেষ করলেই তারা বিয়ের করার পারমিশন পায়। এতে সুবিধা হলো নবদম্পতিদের যখন তখন যার তার কাছে মাসআলা জানতে ছুটোছুটি করতে হয় না। এসব কারণে সে সমাজে দাম্পত্য কলহ ও ডিভোর্সের সংখ্যাও আনুপাতিক কম আমাদের তুলনায়।

আপাতত এমন কোর্স তো করানো সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এই বইটি সেরকম কোর্সের শূন্যস্থান পূরণ করবে আশা করছি। বইটি আমার মতো নববিবাহিতই শুধু নয়, বরং ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে নেয়া বিবাহিত ভেটেরানদের জন্যেও প্রচুর উপকারী হবে বলে মনে করি।

ছোটখাটো অনান্য অনুবাদের কাজ করে থাকলেও বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রথম অনুবাদকর্ম। একারণে প্রচুর ভুলক্রটি হয়েছে সেটা লিখে দেয়া যায়। আমি জানি তা ঠিক করতে মাসুদ শরীফ ভাইয়ের কষ্ট করে প্রচুর কাঁটাছেড়া করতে হয়েছে। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আবরার নায়িম

লেখকের কথা

সবচেয়ে দয়াময় সবচেয়ে করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সৃষ্টিকুলের প্রভু আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। শান্তি ও দয়ার বারিধারা বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় দাস ও নবি মুহাম্মাদের ওপর—সমস্ত বিশ্বের প্রতি দয়াস্বরূপ তিনি। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার, সাহাবি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণকারী ন্যায়নিষ্ঠদের প্রতি।

পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে লোকজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখেছি, মানুষ বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইসলামি বিধি জানতে ইচ্ছুক। ইমেলে অজ্ঞাতপরিচয়ে প্রশ্ন করার সুবিধার কারণে বিব্রত হওয়ার শঙ্কা থাকে না। অনেকে একারণে খোলাখুলিভাবে সেখানে প্রশ্ন করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নের ব্যাপকতার কারণে আমাকে জমিয়ে রাখতে হচ্ছিল সেগুলো।অচিরেই বুঝলাম, বহু মুসলিম যৌন সম্পর্কের ইসলামি বিধান সম্পর্কে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা চান তাদের দাম্পত্য জীবন ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করতে। কিন্তু লোকলজ্জার কারণে তারা আলিমদের প্রশ্ন করতে পারেন না। কুরআন-সুন্নার আলোকে জীবনযাপনের জন্য এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত কাজের বাস্তব প্রয়োজন অনুভব করলাম। তখন আমি হাতে নিলাম বিস্তারিত ও ব্যাপক এই কাজটি। আমার কাছে জমিয়ে রাখা প্রশ্নোত্তরের নোটগুলোর সাহায্য প্রায়ই নিতে হয়েছে আমাকে।

বইটিতে বিবাহিত দম্পতির যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবির শিক্ষাকে কোন ধরনের রাখঢাক ছাড়াই আলোচনা করা হয়েছে। এতে

বিবাহিত যুগল তাদের মধুর মিলন শুধু উপভোগই করবেন না; বরং এর বদলে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃতও হবেন।

সহবাসের সঠিক উদ্দেশ্য কী হবে? অন্তরঙ্গতার সময় কোন কাজ বৈধ আর কোন কাজ অবৈধ? সহবাসের প্রস্তুতি কেমন হবে? সহবাসের সময়, এর আগে ও পরে কী কী আদবকায়দা ও বিধান আছে? বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি যাপনের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কী? এগুলো এই বই থেকে নেয়া অল্পকিছু প্রশ্ন মাত্র। তাছাড়া ক্রস ড্রেসিং, বন্ডেজ, ওরাল সেক্স, সেক্স টয়ের ব্যবহার, পর্নোগ্রাফি দেখা ইত্যাদির মতো অনেক আধুনিক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ, প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের বইসহ প্রাচীন ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিদ্বানদের বই থেকে এখানে আলোচনা হবে।

বইটির সূচনা হবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয়ে জানার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এরপর বইটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। প্রত্যেক অধ্যায়ে সেই বিষয়ের বিস্তারিত খুঁটিনাটি আলোচিত হবে। সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি বক্তব্যের তথ্যসূত্র, হাদিস নম্বর ইত্যাদি অধ্যায় শেষে প্রান্তটীকায় দেয়া থাকবে। এছাড়া যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বোঝার সুবিধার জন্য সংজ্ঞা যুক্ত করে দেয়া হবে। সারসংক্ষেপ, উপসংহার ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জির নাম উল্লেখের মাধ্যমে বইটির ইতি টানা হবে।

এই বইটি লেখার শক্তি ও ক্ষমতা দেবার কারণে আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আমার বাবা-মা, শিক্ষক, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা ও দুআ ছাড়া একাজ করা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। আল্লাহ যেন তাদের উত্তমভাবে পুরস্কৃত করেন, আমিন।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডারবান সাউথ আফ্রিকার শাইখ মুফতি জুবাইর বায়াতের প্রতি। প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও পুরো বইটির পাণ্ডুলিপি পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন, তার সময়ে বারাকাহ বৃদ্ধি করুন। আর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে তাকে অনুগ্রহ করুন। তুরাথ পাবলিকেশনের ইয়াহইয়া ভাইয়ের প্রতি আমি ঋণী। তার অবিরাম উৎসাহ এবং সংকল্প আমাকে সর্বদা কর্মব্যস্ত রেখেছে। উঁচু মানের ইসলামি গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনায় মহান আল্লাহ তার প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমিন।

আরও যারা যারা আমাকে যেকোনভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাদের নাম লিখতে না পারা কোনভাবেই তাদের অবদানকে ছোট করে দেখা নয়। বরং তাদের পুরষ্কার তো আল্লাহর কাছেই। তাঁর দান তো আমার ধন্যবাদ জানানোরও উর্ধ্বে: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যা আছে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" *

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করেছি। যদি আমি কিছু ভালো করে থাকি তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল করে থাকি তবে তা আমার নিজের ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে। পাঠকদের কাছে আশা করছি তারা আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। তিনি যেন আমার ভুল উপেক্ষা করে কাজটি শুধু তাঁরই উদ্দেশে কবুল করে নেন, আমিন।

আমাদের সকল প্রার্থনা ও সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রভু আল্লাহর জন্য।

মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি

দারুল-ইফতা, লেস্টার, ইউকে
জানুয়ারি ১৩, ২০০৮ সাল
মুহাররম ৭, ১৪২৯ হিজরি

সূচনা

ইসলামের সর্বব্যাপিতা দেখা যায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বিধান ও পথনির্দেশের মাধ্যমে। পবিত্রতা থেকে ইবাদত, ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকে বিয়ে কিংবা উত্তরাধিকার আইন, সকল ক্ষেত্রেই এর বিচরণ। ইসলাম রাষ্ট্র ও ধর্মের মাঝে আলাদা করে না। ইসলাম দাবি করে বিশ্বাসের খুঁটিনাটি, ইবাদাত, লেনদেন, আদবকেতা ও নৈতিকতা—সর্বক্ষেত্রেই এর শিক্ষা পালনীয় হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

> "বিশ্বাসীরা, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। সে অবশ্যই তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।" *

ইসলাম শুধু কিছু উপাসনা-কেন্দ্রিক আচার-আচরণে সীমাবদ্ধ—এতে সমাজ, বিয়ে, বিচ্ছেদ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে কোন বিধান নেই—এরকম ধারণা বিরাট ভুল। শরিয়ত অধ্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাব, ইসলামিক বিধানের একটি বিশাল অংশজুড়ে এসবের আলোচনা করা হয়েছে। হাদিস ও ইসলামিক আইন-বিষয়ক গ্রন্থের বেশিরভাগ অধ্যায় এসব নিয়ে গঠিত। হানাফি ফিক্‌হের প্রধান বই ৪ খণ্ডের 'হিদায়া'র শুধু প্রথম খণ্ডে ইবাদত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর বাকি তিন খণ্ডে বাণিজ্য, বিবাহ, বিচ্ছেদ, দণ্ডবিধি, খাদ্য-সংক্রান্ত ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিধানসহ অন্য বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। হাদিসের গ্রন্থগুলোতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপাসনা-কেন্দ্রিক আচার-আচরণ ছাড়াও অন্য বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

---

* কুরআন ২:২০৮

তাই যেসব মুসলিম নিজের জীবনে শুধু ইবাদত-কেন্দ্রিক কর্মের মধ্যে ইসলামকে সীমিত করে ফেলেছে সে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য শিক্ষা থেকে একদম বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামিক শিক্ষার সকল ধারার জ্ঞান অর্জন করে জীবনে বাস্তবায়িত করা সকল মুসলিমেরই দায়িত্ব। এতে ইহকাল ও পরকালের সুখী, সফল ও শান্তিপূর্ণ জীবন অর্জিত হবে।

প্রিয় নবি ﷺ এমন এক আলো যা উভয় জীবনের কল্যাণের পথনির্দেশ করে। তিনি জাগতিক বাস্তবতার এক পরিপূর্ণ আদর্শ। একবার কিছু মুশরিক সালমান ফারসির কাছে এসে বলল, "তোমার নবি তো দেখি তোমাদের সবকিছুই শিক্ষা দেয়—এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার বিধানও!"

তিনি বললেন, "জি হ্যাঁ! তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন, পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে এবং গোবর ও হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে।" *

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো সবচেয়ে ব্যক্তিগত জীবনকেও অবহেলা করে না ইসলাম। সহবাসের বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচনা কুরআন, হাদিস ও অতীত ইমামদের বইতেও পাওয়া যায়। বিদ্বানরা তাদের বইয়ের বড় বড় অধ্যায়ে এই স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনা করতেন। ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালির 'ইহইয়া উলুমুদ্দিন', ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যার 'আত-তিব্বুন-নাওয়াউই', ইমাম ইবনু কুদামার 'মুগনি', ইমাম নাসায়ীর 'ইশরাতুন-নিসা', ইমাম ইবনুল-জাওযির 'সায়্যিদুল-খাতির', শাইখ আবদুল-কাদির জিলানীর 'গুনিয়াতুত-তালিবীন' ও অন্য বহু গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এমনকি চার মাজহাবের প্রধান গ্রন্থগুলোতেও বিবাহিত দম্পতির মিলনের বিধান নিয়ে প্রচুর কথা আছে।

একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য সুস্থ সহবাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্বানদের মতে বিবাহিত জীবনে সমস্যার প্রধান একটি কারণ ব্যর্থ যৌন সম্পর্ক। দাম্পত্য কলহের মূল কারণটি প্রায়শই যৌন অসন্তুষ্টি থেকেই শুরু হয়। তারপর এটা ধীরে ধীরে অশান্তি, নৈরাশ্য, এমনকি বিচ্ছেদও ঘটায়।

* সহিহ মুসলিম ২৬২, সুনানে আবু দাউদ ৭

বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা-পূরণ বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিবাহিত জীবনে জৈবিক অতৃপ্তি অন্য কোথাও সেটি খুঁজতে প্রলোভিত করে। কখনো কখনো যুগলের একজন কোন কাজ ভুলবশত অবৈধ মনে করে তা করতে অস্বীকার করে বসেন। এটা তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। যে-কারণে জৈবিক আচরণের ইসলামি বিধি-বিধান জানা দম্পতিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন পারিবারিক নানা কলহ ঠেকাতে এবং সুস্থ দাম্পত্য জীবন যাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফিক্‌হ শেখার দ্বিতীয় কারণ হলো, আধুনিক যুগে যৌনতার ছড়াছড়ি। বিষয়টি 'যৌন শিক্ষা' নাম দিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখানো হচ্ছে। কেউ কেউ সেটিকে লজ্জাজনক ও নীচ বলেও মনে করছেন। তাছাড়া যৌন সুড়সুড়িদায়ক চিত্রের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি মুসলমানদের মানসের উপরও প্রভাব ফেলছে। প্রচুর লোক এর কারণে যৌন তৃপ্তির জন্যে পর্নোগ্রাফি ও অন্য নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে।

এমতাবস্থায়, এসব বিষয়ে ইসলামিক অবস্থান জানা সবার জন্য অপরিহার্য। নতুবা অনৈসলামিক উৎস থেকে এসব বিষয় শিখে মুসলিমের চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা এবং স্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেউ কেউ আবার যৌনতা সম্পর্কিত যে কোনও আলোচনাকে আপত্তিকর, ধর্মীয় আদব ও শালীনতার পরিপন্থি মনে করেন। অথচ তারা জানেন না খোদ নবি ﷺ এ বিষয়ে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন হাদিসে আমরা দেখি নবি ﷺ নারী-পুরুষ উভয়কেই যৌনতা বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। এর অনেকগুলোই আমরা এই বইতে আলোচনা করব।

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম দু'জনেই তাদের সহিহ গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। সে-হাদিসে নবি ﷺ তাঁর সাহাবাদের ফরজ গোসল সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, "যখন কেউ তার স্ত্রীর চার-হাত পায়ের মাঝখানে বসবে এবং তার সাথে মিলবে তখন তার উপর গোসল ফরজ হবে।" *

* সহিহ বুখারি ২৮৭, সহিহ মুসলিম ৩৪৮

এই হাদিসে নবি ﷺ স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করছেন কীভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে গোসল বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। নবি ﷺ এই বিষয় নিয়ে যে খোলামেলা আলোচনা করেছেন তার আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

কোনো কোনো সাহাবা লজ্জার কারণে নবিজিকে অন্তরঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন করতে বিরত থাকতেন না। একবার উমার ؓ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে যোনিতে (পায়ুপথে নয়) সহবাস করার বৈধতার ব্যাপারে নবি ﷺ কে প্রশ্ন করেছিলেন। নবি ﷺ তাকে আপত্তিকর প্রশ্ন করার কারণে তিরস্কার করেননি, বরং আল্লাহর ওহি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ সেই প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত আয়াত নাজিল করলেন। *

এখানে উল্লেখযোগ্য হলো, নারী সাহাবাগণও ؓ নবিজিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে বিরত থাকতেন না। এবং নবি ﷺ নিজেও সেসবের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না, যদিও তিনি চরিত্রগতভাবে লাজুক স্বভাবের ছিলেন।

উম্মু সালামা বর্ণনা করেন, উম্মু সুলাইম ؓ একবার নবিজির কাছে এসে বললেন, "আল্লাহর রসূল! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে?"

নবি ﷺ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।"

তখন উম্মু সালামা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হবে না কেন! তা না হলে তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কীভাবে?" †এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবিজিকে স্বপ্নদোষের মতো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতেও একজন মহিলা কোন সংশয়বোধ করেননি। উম্মু সুলাইমের বক্তব্য 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না' প্রমাণ করে দ্বীনের জ্ঞানার্জনের জন্য কোন লজ্জা থাকতে নেই। নবি ﷺ নিজেও পায়ুগমন নিষিদ্ধ করার সময়ে এ বক্তব্যটি ব্যবহার করেছিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা নারীদের পায়ুপথে গমন করো না।" ‡

* সুনানে তিরমিজি ২৯৮০
† সহিহ বুখারি ১৩০
‡ সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২৪, মুসনাদ আহমাদ ও অন্য

তা হলে বোঝা যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত শালীনতা বজায় থাকবে, শেখার জন্য যৌনতা বিষয়ে আলোচনা করতে কোন সমস্যা নেই। বরং, মহান আল্লাহ ও তাঁর নবিজির বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সংশয় প্রকাশ করাই বরং মন্দ কাজ, তা যৌনতা বিষয়ক হলেও।

ইমাম বুখারি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, 'লাজুক এবং অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।'* তিনি আয়িশা ﷺ থেকেও বর্ণনা করেন, 'আনসারি মহিলারা কত ভালো। লজ্জা তাদেরকে ইসলামি জ্ঞান অন্বেষণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।'†

কোন সন্দেহ নেই যে বিনয় আমাদের ধর্মের মৌলিক শিক্ষার একটি। কিন্তু তাই বলে বিনয় যেন কোনভাবে জ্ঞানার্জন থেকে কাউকে দূরে না রাখে। আধুনিক পৃথিবীতে যৌনতা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা চলছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অশোভনভাবেই এসবের আলোচনা হয় । তবে এ নিয়ে ইসলামের শালীন ও সত্য জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে কেন আমরা লজ্জাবোধ করব?

যারা মনে করছেন এই বইয়ের বিষয়বস্তু একটু বেশিই অকপট ও স্পষ্ট, তাদের মহান আল্লাহ, তাঁর নবি ﷺ এবং সাহাবাদের ﷺ এই কথাটি মনে রাখা উচিত, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না।" ‡

বইটিতে যা বলা আছে সবকিছুই কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের বাণি, অতীত ইমামদের বই, চার সুন্নি মাজহাবের প্রধানতম গ্রন্থ ও সমকালীন বিদ্বানদের বিশুদ্ধ কাজ থেকে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় আরেকটি কারণ হলো অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম সহবাসের ইসলামি নিয়মনীতি সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানেন না। মাসিকের সময় যে সহবাস নিষিদ্ধ এটা সম্পর্কেও অনেকের ধারণাই নেই। প্রচুর মানুষ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে চান, কিন্তু লজ্জার কারণে কোন আলিমকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন না। তাদের জন্য বইটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে কাজে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

---

* সহিহ বুখারি ১:৬০

† প্রাগুক্ত

‡ কুরআন ৩৩:৫৩,সহিহ বুখারি ১৩০, সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২৪

পরিশেষে, কিছু মুসলিম আছেন যারা মনে করেন সহবাসের সময় কিছু কিছু কাজ মাকরুহ বা হারাম। তারপরেও মনের ভেতর সংশয় ও অপরাধবোধ নিয়ে তারা সেগুলো করে যাচ্ছেন। অথচ তারা জানেন না যে সে কাজগুলো ইসলামে একেবারেই জায়িজ। একবার আমি এক লোককে দেখলাম যিনি বিশ্বাস করতেন স্ত্রীর শরীরে চুম্বন করা নিষিদ্ধ, তবুও তিনি তা করতেন। যদিও তিনি কোন পাপ করেননি, কিন্তু একটি জায়িয কাজকে নাজায়িজ ভেবে অপরাধবোধ নিয়ে তা করা যে কারো আধ্যাত্মিকতার জন্য ক্ষতিকারক। যারা এমন অবস্থায় আছেন তাদেরকে এসব বিষয় বুঝিয়ে অযথা অপরাধবোধ থেকে বের করে আনা উচিত।

গুরুত্বের বিষয় হলো, নাজায়িজ ভেবে জায়িজ কাজ করার পরিণামে ইসলামি বিধান নিয়ে অন্তরে শিথিলতা তৈরি করবে। ধীরে ধীরে এটি অনিবার্যভাবে এমন সব কর্মের দিকে নিয়ে যাবে যা আসলেই নিষিদ্ধ। অতএব, মুসলমানদের জন্য কী কী অনুমোদিত তা অবহিত করার জন্য ও তাদের নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা আবশ্যক।

জৈবিক চাহিদা পূরণ যখন ইবাদাত

নিয়তই একমাত্র মৌলিক উপাদান যা দৈনিক সাধারণ কাজকেও অত্যন্ত পুণ্যের কাজে পরিণত করে মানুষকে পুরস্কৃত করে। সায়্যিদুনা উমার ﵁ নবি ﷺ কে বলতে শুনেছেন,

> *"কোন কাজের ফলাফল নির্ভর করে তার নিয়তের উপর। কেউ যা নিয়ত করেছে সে তাই পাবে..."**

ইমাম ইবনু নুজাইম ﵀ একটি মূলনীতি উল্লেখ করেন যেটি ফিক্‌হের মূলনীতি হিসেবে সুপরিচিত, 'নিয়ত ছাড়া পুরস্কার নেই।' †

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক ﵀ বলেছেন,

> *"কখনো অতি তুচ্ছ কাজ নিয়তের কারণে বিশাল হয়ে যায় আবার বিশাল কাজও নিয়তের কারণেই তুচ্ছ হয়ে যায়।"‡*

এজন্যই সঠিক নিয়ত করা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। নবিজির সুন্নাহের সাথে কর্ম সংগতিপূর্ণ থেকে হলে, আর তার মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করতে চাইলে নিয়তের বিকল্প নেই। নইলে ইবাদতও শুধু দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি যৌন সম্পর্কও এই নীতির বাইরে নয়। এজন্য এটাও সুন্দর সংকল্প মাথায় রেখে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন:

---

* সহিহ বুখারি ১

† আসবাহ ওয়াল-নাযাইর ১৯

‡ সিয়ার আলাম নুবালা

- ইসলামের খেদমতের জন্য নবিজির উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির নিয়তে সহবাস করা। মহান আল্লাহ বলেন,

"অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা অনুসন্ধান করো।" *

কুরআনের অন্যতম ভাষ্যকার ইমাম ইবনু কাসির বহু সাহাবিদের বরাত দিয়ে বলেছেন, এই আয়াতে 'অনুসন্ধান করো' বলতে সন্তান নেয়া বুঝানো হচ্ছে। †

উপমহাদেশের অন্যতম কুরআন-ভাষ্যকার এবং হাদিসবিদ শাইখ শাব্বির আহমাদ উসমানী আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

'শুধু বাসনা পুরণ করার জন্য না; সংরক্ষিত ফলকে আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব সন্তান লিখে রেখেছেন, সেগুলো পেতে সহবাস করো।'‡

নবি ﷺ বলেছেন,

"বিয়ে করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মুতাবেক কাজ করল না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যদের উম্মাতের সামনে গর্ব করব।"§

এ থেকেই বোঝা যায়, সন্তান জন্মদান ও ধার্মিক বংশধর পাওয়া, সহবাস করার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নবি ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকে বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ যা দেন তা চাইতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

- নিজেকে ব্যভিচার ও অন্য বিকৃত কাজকর্ম যেমন হস্তমৈথুন, অশ্লীল জিনিসপত্র দেখা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামুক দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। নবি ﷺ বলেছেন,

---

* কুরআন ২:১৮৭
† তাফসির কুরআন আযিম ১:৩০০
‡ তাফসিরে উসমানি ১:১৩০
§ সুনানে ইবনু মাজাহ ১৮৪৬

*“হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে। লজ্জাস্থান হিফাযত করবে। যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার বাসনাকে দমন করবে।”**

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

“তোমাদের কারো যদি কোন নারীকে দেখে মনের মধ্যে (খারাপ) কিছু উদয় হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। এবং তার সাথে মিলিত হয়। এতে তার মনে যা আছে তা দূর হবে।”†

নিজের জীবন সঙ্গীর সাথে সহবাস করার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে সতীত্ব রক্ষা। আর অবৈধ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা।

- ন্যায়সঙ্গত ভাবে নিজের সঙ্গীর অধিকার পূরণ করা। কারণ অপরের জৈবিক চাহিদা মেটানো দু'জনেরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পরে এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।
- শরীর থেকে তরল নির্গত করা। নতুবা তা বিভিন্ন শারীরিক ক্ষতির কারণ থেকে পারে। ‡*
- আল্লাহ প্রদত্ত এই উপহারটি উপভোগ করা। ন্যায়সঙ্গত ও হালালভাবে জৈবিক চাহিদা মেটানো আর তাতে আনন্দ পাওয়ার মধ্যে কোনই সমস্যা নেই। দৈহিক মিলন নিজ থেকে কোন খারাপ কাজ নয়। এ কারণেই প্রচুর নবি ও আল্লাহর পুণ্যবান বান্দারা এটি

---

* সহিহ বুখারি ৪৭৭৯

† সহিহ মুসলিম ১৪০৩

‡ ইবনুল কায়্যিম, আত তিব্বুন নাওয়াউই ১৭৮

* চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক কথাগুলো প্রাথমিক যুগের মুসলিম আলিমদের বই থেকে নেয়া। যাদের অনেকেই তাদের চিকিৎসা জ্ঞান আহরণ করেছিলেন গ্রিক সভ্যতার চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে। তাই তাদের থেকে বর্ণিত এই বিষয়ক অনেক অভিমত নববি চিকিৎসা থেকে নাও থেকে পারে। এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে নববি চিকিৎসা পদ্ধতি কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথাগুলো বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে দেখলে পুরোপুরি নাও মিলতে পারে।

চর্চা করে আসছেন। হালাল ভাবে এটি উপভোগ করা শালীনতা আর উত্তম চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

অনেক সময়ই এই দৈহিক মিলনকে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার মতো নোংরা আর শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই করা হয় এরকম মনে করা হয়। তাই এ ধরনের চিন্তাচেতনা লালনকারী অনেকেই অনেকটা জোর করেই নিজের সঙ্গীর সাথে সহবাস করে থাকেন যেন এটা অসম্মানজনক বা নীতিহীন কোন কাজ। এই পুরো চিন্তাটাই ভুল। বরং, হালালভাবে মিলন হলো ইবাদত। আর ইবাদত যত বেশি সম্ভব উপভোগ করা উচিত।

উপরে উল্লেখিত নিয়তের ব্যাপারে যত্নবান হলে সাধারণ জৈবিকক্রিয়া একটি অনন্য সাওয়াব কাজ ও সাদাকায় রূপান্তরিত থেকে পারে। নবি ﷺ বলেছেন,

> *“প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদাকা, প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) একটি সদাকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আল-হামদু লিল্লাহ) একটি সদাকা, প্রত্যেক ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা একটি সদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি সদাকা। এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে সদাকা রয়েছে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদাকা।”*

সাহাবাগণ বললেন, ‘নবি ﷺ! আমাদের কেউ বৈধ পথে জৈবিক প্রয়োজন মেটাবে, আর এতেও কি তার সাওয়াব হবে?’

তিনি বললেন,

> *“তোমরা বল দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটাত বা ব্যভিচার করতে তা হলে কি তার পাপ হত না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল বা বৈধ পথে সহবাস করতে তাতে তার সাওয়াব হবে।”**

হাদিসবিদ, আইনবিদ ইমাম নাওয়াউই এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

> *‘ঠিক নিয়ত সাধারণ অনুমোদিত কাজকেও ইবাদাত বানায়। জৈবিক কাজে যদি নিয়ত থাকে স্ত্রীর অধিকার আদায়, আল্লাহর আদেশ মোতাবেক তার সাথে সম্মানজনক আচরণ, তবে সেটাও ইবাদাত হবে। কিংবা নিয়তের মধ্যে আরও*

* সহিহ মুসলিম ১০০৬

> *থাকতে পারে পুণ্যবান সন্তান লাভ। নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকে পবিত্র রাখা। খারাপ বা অনুমতিহীন জিনিসের দিকে নজর দেয়া বা ওসবের চিন্তা থেকে বিরত থাকা। কিংবা অন্য যেকোনো প্রশংসনীয় নিয়ত থেকে পারে।'**

তার মানে আবেগঘন কাজেও আমরা আল্লাহকে ভুলি না। জীবনসঙ্গীর সাথে জৈবিক কাজটি যেন শুধু দৈহিক তৃপ্তির জন্য না হয়। আরও বড় বড় উদ্দেশ্যগুলো যেন মাথায় রাখি। তা হলে এমন সুন্দর, আনন্দদায়ী, তৃপ্তিকর কাজটি ইবাদাত এবং সাদাকার পর্যায়ে পৌঁছাবে।

ইমাম ইবনু জাওজি বলেছেন,

> *"জৈবিক চাহিদা পুরণ করে কখনো কখনো ইমাম শাফিয়ি বা ইমাম আহমাদ বিন হান্‌বালের মতো সন্তান পাওয়া যেতে পারে। এমন মিলন হাজার বছরের [নফল] ইবাদতের চেও ভালো!'†*

---

* মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ৭৭৮

† তালবিসে ইবলিস ৩৫৮

জৈবিক চাহিদায় স্বামী এবং স্ত্রীর অধিকার

ইসলামে স্বামী-স্ত্রী দুজনের জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার রেখেছে। বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য এটা। অনেকে মনে করে এটা বুঝি কেবল স্বামীর অধিকার—কথাটা ভুল। এটা স্ত্রীরও অধিকার। নামজাদা হানাফি আইনবিদ ইমাম ইবনু আবিদিন বলেন,

*'একজনের থেকে আরেকজনের জৈবিক তৃপ্তি পাওয়ার অনুমোদন তো বিয়ের অন্যতম ফল।'**

আরেক প্রখ্যাত হানাফি আলিম ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি বলেন,

'জৈবিক তৃপ্তি পাবার অধিকার দুজনের জন্যই। স্ত্রী যেমন স্বামীর জন্য বৈধ, স্বামীও তেমনি... স্বামীর যখন ইচ্ছে হবে স্ত্রীর কাছে সেটা চাইবার অধিকার আছে। তবে মাসিক, জন্মপরবর্তী রক্তক্ষরণ, জিহার†, ইহরাম বা এরকম অন্য কোনো বাধা থাকলে হবে না সেই অধিকার থাকবে না।

'স্ত্রীরও স্বামীর কাছে নিজের জৈবিক চাহিদা পুরণের অধিকার আছে। তার কাছ থেকে জৈবিক তৃপ্তি পাওয়া তার হক। ঠিক যেমন স্বামীর অধিকার আছে এই বিষয়ে। স্ত্রী মিলনের ইচ্ছে প্রকাশ করলে স্বামী রাজি থেকে বাধ্য। আদালত তাকে একবার বাধ্য করতে পারবে। এরপর সংসার করা আর দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নতির জন্য স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলনে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য।‡'

---

* রাদ্দ মুহতার আলাল দূর মুহতার ৩:৪

† স্ত্রীর সাথে মিলিত না হবার কসম।

‡ বাদা'ই সানা'ই ২:৩৩১

দম্পতি দুজনেই একজন আরেকজনের চাহিদা পূরণে বাধ্য। তবে শারয়িভাবে সেই অধিকারে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর কাছে চাহিদা পূরণের দাবি জানালে স্ত্রী যদি শারীরিক বা শারয়ি কোনো বাধা না থাকার পরও রাজি না হয়, আদালত বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী যদি অন্তত একবার স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করেন, এবং এরপর স্ত্রীর ডাকে আর সাড়া না দেন, তা হলে স্ত্রী আদালতের সাহায্যে স্বামীকে বাধ্য করতে পারবেন না।

বিভিন্ন ব্যাপার বিবেচনা করে এই পার্থক্য করা হয়েছে। যেমন, নরনারীর জৈবিক চাহিদার পার্থক্য, পরিবারে স্বামীর কর্তৃত্ব, সংসারিক সম্পর্কে এর প্রভাব ইত্যাদি। অন্য কথায়, এক্ষেত্রে স্বামীর মতো সহবাসের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবার সুস্পষ্ট আইনি অধিকার স্ত্রীর নেই। এই ভিন্নতা শুধু দুই লিঙ্গের-সহজাত প্রকৃতিগত, শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য থাকার কারণে।*

উপরের সবকিছু বিধানগত ব্যাপার। কিন্তু বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্কের প্রকৃত মর্ম কিন্তু অন্যরকম। ঝগড়া-বিবাদ, জোর-জবরদস্তি ইত্যাদি কখনোই সাংসারিক সমস্যার সমাধান আনে না। সাংসারিক অধিকার সবসময়ই নবিজির নির্দেশনার আলোকে বুঝতে হবে। আর সে আদর্শ হচ্ছে,

> *"যার স্বভাবচরিত্র সেরা, সে-ই পূর্ণ বিশ্বাসী। আর স্বভাবচরিত্রে সে-ই সেরা, যে তার স্ত্রীর কাছে সেরা।"†*

জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে স্বামীর অধিকার

স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা জাগলেই স্ত্রীকে সেটা পূরণ করতেই হবে। এটা স্ত্রীর ধর্মীয় দায়িত্ব। বৈধ কোনো কারণ ছাড়া না করলে সেটা বড় অপরাধ হবে। বেশ কিছু হাদিসে এটা পাওয়া যায়। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"যখন স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে না করে, স্বামী তার ওপর রাগ করে ঘুমায়, সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।"‡*

আরেক বর্ণনায় নবি ﷺ বলেছেন,

---

* রদ্দুল মুহতার ৩:৪

† সুনানে তিরমিজি, ১১৬২

‡ সহিহ মুসলিম ১৪৩৬,সহিহ বুখারি ৩০৬৫

> *"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম। স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, আর সে না করে, আল্লাহ তখন তার ওপর রাগ করেন। যতক্ষণ-না স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট হয় ততক্ষণ।"**

এই আদেশটিকে অনেক জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী ডাকলে স্ত্রীকে সব কাজ ফেলে চলে আসতে হবে। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"স্বামী যদি তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য স্ত্রীকে ডাকে, তাকে আসতেই হবে। রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও।"†*

এসব হাদিস থেকে বোঝা যায় বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ। বৈধ কোনো অজুহাত ছাড়া স্ত্রী না করলে বড় পাপ হবে। তার অস্বীকৃতির কারণে স্বামী যদি কোনো অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে তা হলে সেই পাপের ভয়াবহতা আরও বেশি হবে।

ইমাম নাওয়াউই হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> *"...বৈধ কারণ ছাড়া স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণে স্ত্রীর না করা হারাম। মাসিক অবস্থাও কোনো বৈধ কারণ না। কারণ, সেই অবস্থাতেও কাপড় পরা অবস্থায় স্ত্রীর কাছ থেকে আনন্দ পাবার অধিকার আছে।"‡*

এই সূত্রেই নবি ﷺ নফল সিয়াম রাখার আগে স্বামীর অনুমতি নিতে নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এরকম সময়ে স্বামীর প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছে হতে পারে। তিনি বলেছেন,

> *"স্বামী সাথে থাকা অবস্থায় অনুমতি ছাড়া যেন কোন নারী (নফল) সিয়াম না রাখে।"§*

দুটো জরুরি বিষয়

প্রথমত, স্বামীর এই অধিকারের মানে এই নয় যে ইচ্ছে হলেই সে জোরজবরদস্তি করবে। হাদিসগুলোতে স্বামীর রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট অবস্থায়

---

* সহিহ মুসলিম ১৪৩৬
† সুনানে তিরমিজি ১১৬০
‡ মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ১০৮৪
§ সহিহ বুখারি ৪৮৯৬

ঘুমানোর যে কথা আছে, তা থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর উপর জোরজবরদস্তি করা থেকে স্বামীর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নতুবা এটার অনুমতি থাকলে নবি ﷺ নিজেই তার অনুমোদন দিতেন।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীকে সব সময় স্বামীর জন্য প্রস্তুত থাকা মানে যখন কোনো ধর্মীয় বাধা থাকে না। বা কোনো বৈধ অজুহাত নেই। নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকলে স্বামীকে মানতে স্ত্রী বাধ্য। জৈবিক চাহিদা পূরণকে যেসব স্ত্রীরা স্বামীদের অন্যায় চাপ দিতে ব্যবহার করে, অনেক হাদিসে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

স্ত্রীর মাসিক চললে, কিংবা প্রসব-পরবর্তী রক্তপাত চললে, বা সে অসুস্থ বা শারীরিকভাবে অক্ষম, ক্লান্ত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বা জৈবিক কাজকর্ম তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে স্বামীকে না করার তার অধিকার আছে। স্বামীকে এসব বিষয়ে দরদি থেকে হবে। স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতি বুঝতে হবে। তবে শুধু 'ইচ্ছে করছে না'—এটা স্ত্রীদের জন্য কোনো বৈধ কারণ না। কারণ, সুমহান আল্লাহ বলেছেন,

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।"*

স্ত্রী অসুস্থ বা শারীরিকভাবে অক্ষম থাকার পরও অনেক পুরুষ জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য জোরাজুরি করেন। কেউ কেউ হাদিসের দোহাই দিয়ে তালাকের হুমকি পর্যন্ত দেন। স্ত্রীর যদি আসলেই কোন বৈধ অথবা ইসলামিক ওজর থাকে তা হলে জবরদস্তি করলে স্বামী মহাপাপী হবেন। তাদের বুঝতে হবে, তাদের স্ত্রীরা কোন যন্ত্র নয় যে যখন ইচ্ছে চালু করবে আর যখন ইচ্ছে বন্ধ করবে। তারাও তাদের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ!

সত্যি বলতে কি, পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা, নমনীয়তা, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের আগে রাখলে পারিবারিক বিবাদ নেভানো সম্ভব। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করো, সেটা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা কেউ পূর্ণ বিশ্বাসী থেকে পারবে না।"†*

দাম্পত্য জীবনে তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখা আরও বেশি দরকার।

---

* কুরআন ২:২৮৬

† সহিহ মুসলিম ৪৫

জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে স্ত্রীর অধিকার

পুরুষের মতো নারীরও জৈবিক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু নারীদের-সহজাত শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য থাকার কারণে এই চাহিদার উপর পুরুষদের চে তাদের নিয়ন্ত্রণ বেশি। একজন স্ত্রী সাধারণত সরাসরি তার স্বামীর কাছে তার চাহিদা পূরণের দাবি করে বসে না। বরং সে তার স্বামীকে সুন্দর কথা, সাজ-সজ্জা, এক পলকে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, পিরিয়ড শেষ হবার পরপরই নারীর জৈবিক চাহিদা সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকে। তাই প্রত্যেক সচেতন স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর এই ইশারাগুলো লক্ষ করে তাতে যথোপযুক্ত সাড়া দেয়া।

স্ত্রীর জৈবিকচাহিদা পূরণ করা প্রত্যেক স্বামীর ধর্মীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কোন বৈধ কারণ ছাড়া তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সে পাপী হবে। তাই অনেক ইসলামি আইনজ্ঞদের মতে, স্ত্রীর সাথে নিয়মিত সহবাস করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।*

আবদুল্লাহ ইবনু আম্‌র ﷺ বলেন, 'বাবা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলার সাথে বিয়ে দেন। প্রায় সময়ে তিনি আমার ব্যাপারে আমার স্ত্রীর কাছে জানতে চান। আমার স্ত্রী বলত, "বড় ভালো মানুষ। বিয়ের পর সে কখনো বিছানায় আমার সাথে ঘুমোয়নি। সহবাস করেনি।"

'বেশ কদিন এমন চলল। বাবা আমার এই কথা নবিজিকে জানালেন। নবিজি বাবাকে বললেন, "ওকে আমার সাথে দেখা করান।"

'আমি নবিজির সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "তুমি কীভাবে সিয়াম পালন করো?"

'"প্রতিদিন।"

'"এভাবে পুরো কুরআন পড়ে শেষ করতে কতদিন লাগে?"

'"প্রত্যেক রাতে একবার করে শেষ করি।"

'"প্রত্যেক মাসে ৩ দিন সিয়াম পালন করবে। আর মাসে একবার কুরআন পড়ে শেষ করবে।"

'"আমি এরচে বেশি করার সামর্থ্য রাখি।"

---

* বাদা'ই সানা'ই ২:৩৩১

'"তা হলে সপ্তায় ৩ দিন সিয়াম পালন করবে।"

'"আমি এরচে বেশি করার সামর্থ্য রাখি।"

'"তা হলে সবচেয়ে সেরা উপায়ে সিয়াম পালন করো। দাউদ নবির সিয়াম। তিনি একদিন পর পর সিয়াম পালন করতেন। আর ৭ দিনে একবার কুরআন পড়ে শেষ করবে।"' *

এই হাদিসটিই অন্য এক বর্ণনায় আছে এভাবে:

আবদুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেছেন, 'নবি ﷺ আমাকে বললেন, "শুনলাম সারা দিন রোজা রাখো। আর সারা রাত নামাজ পড়ো?"

'"জি, নবি।"

'"এরকম করবে না। রোজা রাখো, আবার বিরতি দাও। নামাজ পড়ো, আবার ঘুমাও। তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার মেহমানদের হক আছে। প্রত্যেক মাসে ৩ দিন রোজা রাখাই যথেষ্ট। প্রত্যেক ভালো কাজ ১০ গুণ করে বাড়ানো হয়। এটাই মাসভর রোজা রাখার সমান।"

'কিন্তু আমি তখন নিজের ওপর বেশ কঠিন ছিলাম। নিজের জন্য সব কিছু কঠিন করে ফেলেছিলাম। আমি বললাম, "নবি, আমি দুর্বল হই না।"

'তিনি বললেন, "নবি দাউদের রোজার মতো রোজা রাখো।"

'"দাউদ নবির রোজা কী রকম?"

'"এক দিন পর পর।"'

বয়সকালে আবদুল্লাহ বলতেন, "নবি যে-সহজ পথ দেখিয়েছিলেন সেটা যদি মানতাম।" †

এই হাদিসে নবি ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে তার ইবাদতে মধ্যমপন্থি থেকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই সাহাবা যে তার স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাননি এটা জেনে নবিজি ﷺ তাকে বলেছেন, "তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে"। এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ প্রত্যেক স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। ‡

* সহি বুখারি

† সহিহ বুখারি ১৮৭৪

‡ এই হাদিসটি নবিজির নারী সাহাবাদের সতীত্ব, বিনয় ও লজ্জাশীলতার একটি চিত্রও

আবু জুহাইফা ﵁ বলেন, 'নবি ﷺ দুই সাহাবা সালমান আর আবু দারদার মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। একদিন সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করতে তার বাসায় গেলেন। তিনি উম্মু দারদাকে (আবু দারদার স্ত্রী) তালি দেয়া কাপড়ে দেখলেন। তাকে বললেন, "আপনার কী হয়েছে?"

'"তোমার ভাই আবু দারদার দুনিয়াতে কিছু দরকার নেই।"

'ততক্ষণে আবু দারদা চলে এসেছেন। তার জন্য খাবার বানাতে বলে বললেন, "আপনি খেয়ে নিন। আমি রোজা রেখেছি।"

'সালমান বললেন, "আপনি না খেলে আমিও খাব না।"

'তখন তিনিও খেতে বসলেন। রাতে আবু দারদা সালাতে দাঁড়ালেন। সালমান বললেন, "আপনি ঘুমান এখন।" তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠলেন সালাতের জন্য। সালমান বললেন, "ঘুমান।" এরপর রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে তখন সালমান বললেন, "উঠুন।" তারা দুজনে মিলে তখন তাহাজ্জুদ পড়লেন। তারপর সালমান বললেন, "আপনার ওপর আপনার প্রভুর হক আছে। আপনার হক আছে। আপনার স্ত্রীরও হক আছে। সবার হক আদায় করবেন।"

'আবু দারদা নবিজিকে এগুলো জানালেন। নবি ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।"'*

অঙ্কন করে। আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। কীভাবে তারা তাদের স্বামীদের কদাচিত উদাসীনতা সত্ত্বেও-সহনশীল থেকেছেন তা এখানে আমরা দেখতে পারি। তার সাথে স্বামীর ব্যবহার সম্পর্কে শ্বশুরের প্রশ্নে আবদুল্লাহ ইবনু আমরের স্ত্রী যেই ভদ্রভাবে উত্তর দিয়েছিলেন তা তার শালীনতা ও-সহিষ্ণুতার এক অসাধারণ উদাহারণ।

* সহিহ বুখারি ১৮৬৭

সহবাস কতবার?

স্বামী কতবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

১. ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালির মত হচ্ছে স্বামী প্রতি চার রাতে একবার করে সহবাস করবে। এই মত তিনি দিয়েছেন নিচের ঘটনাটি থেকে।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'এক মহিলা উমারের কাছে এসে বললেন, "আমার স্বামী সারা রাত সালাত পড়েন। আর সারা দিন সিয়াম পালন করেন।"

'উমার ❁ বললেন, "আপনি তো আপনার স্বামীর অত্যন্ত সুন্দর তারিফ করেছেন।"

'এতে কাব ইবনু সাওয়ার উমারকে বললেন, "তিনি আসলে তার স্বামীর নামে নালিশ করছেন।"

'"কীভাবে?"

'"মহিলা বোঝাতে চাচ্ছেন, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহিত জীবনের কোনো অংশই তিনি পাচ্ছেন না।"

'"আপনি বুঝেছেন—তা হলে আপনি একটা ফায়সালা করে দিন।"

'"আমিরুল-মুমিনিন, আল্লাহ পুরুষের জন্য চারজন স্ত্রী রাখা বৈধ করেছেন। তার মানে একজন স্ত্রী প্রতি চার দিনে এক দিন পাবেন, প্রতি চার রাতে এক রাত।"'*

---

* সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা ১৬১

এই ঘটনার নিরিখে ইমাম গাজ্জালির বক্তব্য হলো, স্বামীকে প্রতি চারদিনে অন্তত একদিন স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। যেহেতু সে চারজন স্ত্রী থাকলে বাকি তিন দিন অন্য স্ত্রীদের দিত। এটি হানাফি মাজহাবে ইমাম তাহাবিরও মত।*

- ইমাম ইবনু হাজ্‌ম মনে করেন, প্রতি মাসে অন্তত একবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বাধ্যতামূলক। তিনি বলেন,

  'প্রত্যেক স্বামীর জন্য সক্ষমতা থাকলে দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে অন্তত একবার তার স্ত্রীর সাথে সহবাস বাধ্যতামূলক। নতুবা সে পাপী হবে। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর আয়াত,

  "তারা পবিত্র হলে তাদের কাছে আসো—যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।"†

  'তাদের কাছে আসো'—আল্লাহর এই কথার ভিত্তিতে ইমাম ইবনু হাজ্‌ম এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি একে শাব্দিক অর্থে আদেশ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানরা একে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য অনুমতি হিসেবেই অর্থ করেছেন। যেহেতু মাসিকের সময় সহবাস নিষিদ্ধ, তাই তা শেষ হলে নিষিদ্ধতা তুলে নেয়া হয়। ইবনু হাজ্‌ম আয়াতের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে বুঝেছেন যে মাসিকের পর সহবাস করা বাধ্যতামূলক।

- কোনো কোনো আলিমদের মতে, প্রতি চার মাসে একবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক, নতুবা সে পাপী হবে। তারা নিচের বর্ণনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেন।

  ইবনু জারির বলেন, "বিশ্বস্ত একজন আমাকে বলেছেন, উমার ﷺ এক রাতের টহলে শুনলেন, এক নারী কবিতা আবৃত্তি করছেন, 'কী শ্বাপদ লম্বা এই রজনী/মিলনের লাগি পাশে নেই কেউ/নেই চোখে

---

* রাদ্দ মুহতার ৩:২০৩ ও জাদিদ ফিক্‌হি মাসাইল ২:১৭২
† মুহাল্লা ১৬৭২

ঘুম/যদি-না থাকত আল্লাহর ভয়/যার মতো কেউ নেই/এই শয্যা তবে আজ হতো আন্দোলিত।'

"উমার ﷺ মহিলাটির খবর নিলেন। তিনি জানালেন, 'আপনি আমার স্বামীকে কয়েক মাস আগে লড়াইতে পাঠিয়েছেন। আমার তার কথা মনে পড়ছে।'

"উমার ﷺ বললেন, 'আপনি কি পাপ করতে চান?' "'আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এসব থেকে!'

"'তা হলে কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। তাকে খবর দিলেই চলে আসবে।'

"উমার ﷺ মহিলাটির স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে তাকে ফিরে আসতে বললেন। তারপর তিনি নিজের কন্যা হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাকে একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে চাই। একজন স্ত্রী স্বামীকে ছাড়া কত দিন সংযম করতে পারে?'

"হাফসা ﷺ লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললেন। উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহ কখনোই সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না।'

"তখন তিনি তার আঙুল দিয়ে চার মাস আর সম্ভব না হলে তিন মাসের ইশারা করলেন। খলিফা উমার ﷺ ফরমান জারি করলেন, সৈন্যরা চার মাসের বেশি সময় ধরে দায়িত্বে থাকবে না।"*

এখানে লক্ষণীয়, উমার ﷺ নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না করে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মতে এর কারণ, উমার ﷺ নিজের কন্যার কাছে নিরপেক্ষ উত্তর চাচ্ছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, নিজের স্ত্রীকে এই প্রশ্ন করলে হয়তো তিনি পক্ষপাতী হয়ে উত্তর দিতেন, যেহেতু তার স্বামী জিজ্ঞেস করছে।†

প্রখ্যাত হানবালি আইনবিদ ইমাম মুয়াফফাকুদ- দিন ইবনু কুদামা তাঁর বই 'আল-মুগনি'-তে এই মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তার

---

* তারিখুল খুলাফা ১৬১-১৬২

† ইফাদ্দাত ইয়াওমিয়া মিন ইফাদ্দাত কাওমিয়া ২:৩০০

মতে, অসুস্থতার মতো কোনো ইসলামিক বৈধ কারণে যদি স্বামী স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে না পারে, তা হলে সহবাস করার কোন স্থিরীকৃত সময়সীমা নেই। কিন্তু যদি কোন বৈধ কারণ না থাকে তা হলে চার মাসের মধ্যে তাকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে হবে। যদি না করে তা হলে তার ওপর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আদেশ জারি হবে।*

৩. হানাফি আইনবিদসহ অধিকাংশ আইনবিদগণের মতে, কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়া স্ত্রীর সাথে মাঝে মধ্যেই সহবাস করা স্বামীর কর্তব্য। প্রখ্যাত হানাফি আইনবিদ ইমাম হাসকাফি বলেন, ইসলামিকভাবে প্রত্যেক স্বামীর জন্য মাঝে মধ্যেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বাধ্যতামূলক। আর স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সেটা চার মাসে যেন না গড়ায়...।

ইমাম ইবনু আবিদীন বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, স্ত্রীর সাথে মাঝে মধ্যেই সহবাস করা স্বামীর জন্য ইসলামিকভাবে বাধ্যতামূলক, যদি না তার কোন অসুখ অথবা বৈধ অজুহাত থাকে। তিনি তারপর হানাফি মাজহাব থেকে ইমাম তাহাউইর মত উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি প্রত্যেক চার দিনে একদিন সহবাস করার মত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আরো বলেন, হানাফি মাজহাবের প্রতিষ্ঠিত মত হচ্ছে, এখানে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়া নেই। বরং স্বামী মাঝে মধ্যেই স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে।†

আমার মতে, শেষ মতটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশি যুক্তিযুক্ত। স্বামীকে অবশ্যই মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে হবে যেন সে নিজের পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ সে যেন কোন পাপে উদ্বুদ্ধ না হয়ে পড়ে। যদি সেই স্বামী লাগাতার স্ত্রীকে উপেক্ষা করে তা হলে সে পাপী হবে।

তবে, স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করার বাধ্যবাধকতা তার শারীরিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ, স্বামী যদি অক্ষম হয় অথবা এমন অসুস্থ

---

* মুগনি ৮:৫৫১-৫৫২

† রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ৩:২০২-২০৩, বাবুল কাসাম

হয় যে সহবাসের ফলে অসহনীয় দুর্বলতার সৃষ্টি হবে তা হলে তার সহবাস করার প্রয়োজন নেই। তখন সে পাপীও হবে না।

আমরা সহবাসের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো ছিল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আর ন্যূনতম অধিকারের আলাপ। আমরা এবার দেখব, এর বাইরে নিজেদের মধ্যে সম্মতিক্রমে কতবার সহবাস করা উচিত।

স্বামী-স্ত্রী কতবার সহবাস করবে তা নিয়ে শরিয়া কোন বাঁধাধরা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। কারণ প্রত্যেকেরই শারীরিক অবস্থা, জৈবিক চাহিদা, মেজাজ ইত্যাদি ভিন্ন। তাই দম্পতির উচিত নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া।

ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। তাই সকল মুসলিমেরও উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। কোন দিকেই বাড়াবাড়ি দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে যায় না। জীবনের অন্য সকল দিকের সাথে সাথে সহবাসের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন উত্তম।

পুরোপুরি সন্ন্যাসী জীবনযাপন অথবা নিজের জৈবিক চাহিদাকে একেবারে স্তিমিত করে ফেলা শারীরিকভাবে ক্ষতির কারণ থেকে পারে। তাই যেখানে সুমহান আল্লাহ তাদের এটা হালালভাবে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন সেখানে দম্পতির নিজেদের মধ্যে সহবাস ত্যাগ করা একেবারেই উচিত নয়।

অতিরিক্ত সম্ভোগও অসুস্থতা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ইসলামের চতুর্থ ন্যায়পর খলিফা আলি ﷺ বলেছেন, ‘কেউ যদি লম্বা জীবন চায়, সে যেন সকালে ও সন্ধ্যায় আহার করে, ধার নেয়া এড়িয়ে চলে, খালি পায়ে হাটাচলা না করে আর অতিরিক্ত সহবাস না করে।’ *

খেয়াল করুন, এটি কিন্তু কোন ইসলামি বিধান নয়; সাধারণ উপদেশমাত্র। আপনার শারীরিক ভালোমন্দের ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

* কানুনে মুবাশারাত ১৬

কোন কোন আলিম সপ্তাহে একবার সহবাসের কথা বলেন। তারা এটাকে মধ্যপন্থার নিকটবর্তী বলে মনে করেছেন। তাদের এই মতের পেছনে আছে নবিজির একটি হাদিস:

> *"যে জুমুআর দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, আগে আগে যাবে, বাহনে না চড়ে পায়ে হেঁটে, ইমামের কাছে বসবে, মন দিয়ে শুনবে, কোনো আজেবাজে কথা বলবে না, প্রতি পদক্ষেপের জন্য সে এক বছর সিয়াম পালন, এবং প্রতি রাতে সালাত আদায়ের পুরস্কার পাবে।"**

এই হাদিসে নবিজি 'মান গাসসালা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ 'যে অন্যকে গোসল করায়'। ইমাম সুয়ুতি তার সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই কথার ব্যাখ্যা করেন,

> *'...এখানে 'গাসসালা' অর্থ সে তার স্ত্রীর সাথে জুমুআর সালাতে বের হবার আগে সহবাস করেছে, কারণ তা তার দৃষ্টিকে অবনত রাখতে সাহায্য করবে... ।'†*

ইমাম ইবনু কুদামা বলেন,

> *'নবিজির বক্তব্য 'মান গাসসালা ওয়া ইগতাসালা' অর্থ সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে গোসল করেছে।'‡*

তা হলে হাদিসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যে স্ত্রীর সাথে শুক্রবার সহবাস করবে, নিজে ফরজ গোসল করবে, স্ত্রীর ফরজ গোসলের কারণ হবে, তারপর হাদিসে বলা অন্য কাজগুলো করবে, তা হলে তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব পাবে।

এখন শুক্রবার সপ্তায় একবারই আসে। এজন্য কোনো কোনো আলিম সপ্তায় একবার সহবাসের পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে, এটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেতনার সাথে মেলে।

মোটকথা, মধ্যপন্থা অবলম্বন মূল কথা। অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগ ক্লান্তির উদ্রেক করে আর শরীরের জন্যও খারাপ। আবার তা পুরোপুরি ত্যাগ করা বা একেবারে কম করাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দম্পতির উচিত নিজেদের মধ্যে

---

* সুনানে আবু দাউদ ৩৪৯, সুনানে নাসাই ১৩৮১

† সুনানে নাসাই বি শারহ সুয়ুতি ৩:৯৫

‡ মুগনি ২:২০১

পরামর্শ করে এমন কোনো সম্মতিতে আসা যা দুজনের জন্যেই সন্তোষজনক। দুজন দুজনার প্রতি সম্মান বজায় রেখে খোলামেলা আলাপ করে এ-ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। এতে সহবাস আরো বেশি তৃপ্তিদায়ক হবে ইন শা আল্লাহ।

সহবাসের সময়

সাধারণত ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন করা না করার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়নি। যদি অন্য কোন বাঁধা না থাকে—যেমন নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ এখনো পড়া হয়নি কিংবা স্ত্রীর মাসিক চলছে—তবে দম্পতি চাইলে দিন বা রাতের যেকোন সময় বেঁছে নিতে পারে নিজেদের জন্য। বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত, নবি ﷺ দিনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। যখন দম্পতি একজন আরেকজনের প্রতি টান অনুভব করে তখনই সহবাস সম্ভব। তাছাড়া যেহেতু তাদের কাজের সময়, ঘুম, সহবাসের ইচ্ছে এসবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে তাই কোন সময় বেঁধে দেয়া বেমানান।

তবে বিদ্বানগণ কিছু কিছু সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এরকম মত সাহাবি এবং প্রাথমিক যুগের আলিমদের থেকেও বর্ণিত আছে। তারা শরীরবৃত্তীয় কারন, অভিজ্ঞতা বা নিজস্ব বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু সময় পছন্দ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলো ইসলামি আইনের নির্দেশনা নয়, তাই মানা না মানার উপর কোন পাপ বর্তানোর বিষয় নেই। তাছাড়া সাহাবা ও বিদ্বানদের থেকে বর্ণিত এসব বক্তব্য বিশুদ্ধ সনদে নেই।

নিচে যেসব পরামর্শ দেয়া হবে সেগুলো নিজের উপর ধার্য করতে হবে এমন কথা নেই। এগুলোকে প্রয়োজনের চে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবাও ঠিক নয়। একই সাথে যেসব বইতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকে সেগুলোকে একেবারে ভিত্তিহীন ভাবারও অবকাশ নেই। যেহেতু সেগুলো অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব

বিবেচনার আলোকে লেখা। এগুলো মনে রেখে সামনের অংশে 'পছন্দনীয়' এবং 'অপছন্দনীয়' শব্দ দুটি বুঝতে হবে।

পছন্দনীয় সময়

সম্ভোগের সবচেয়ে অনুকূল সময় যখন শরীর-মন শান্ত, মেজাজমর্জি ভালো। যেকোন ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক চাপ, উদ্বেগ, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রোধ, অসুস্থতা ইত্যাদি মিলনের আবেগকে নীরস করে দেয়। এমনকি এমন সময়ে সহবাস শরীরের জন্য ক্ষতিকারকও বটে। কারও কারও জন্য অনুকূল সময় রাতের বেলা। স্বামী তখন দিনের নানা কাজের চাপ থেকে মুক্ত। কারও কারও জন্য আবার সকাল বেলা। ঘুম থেকে উঠে তখন চনমনে থাকে।

অনেক আলিম বলেন, শেষরাতের দিকে সহবাস করা ভালো। কারণ তখন পেট খালি থাকে, আর ঘুমুতে যাবার আগে পেট থাকে ভরা। ভরা পেটে সহবাস করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাই খাবার পুরোপুরিভাবে হজম হয়ে যাওয়ার পরেই মিলন অধিকতর উপযোগী। এটা নবিজিরও অভ্যাস ছিল। যদিও অন্য সময়ে মিলন করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।

আবু ইসহাক বলেছেন, "নবিজির রাতের সালাতের ব্যাপারে আয়িশা ﵂ কী জানিয়েছেন সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম আসওয়াদ বিন য়াজিদকে। তিনি বলেছেন, আয়িশা বলেছেন,

> *"তিনি রাতের প্রথম দিকে ঘুমোতেন। পরের ভাগে জেগে উঠতেন (সালাত পড়তে)। এরপর তিনি স্ত্রীর সাথে জৈবিক চাহিদা পুরণ করতে চাইলে করতেন। তারপর ঘুমোতেন। প্রথম আজান শোনামাত্র তড়াক করে উঠে যেতেন। (আল্লাহর কসম, তিনি বলেননি, তিনি উঠে দাঁড়াতেন।) এরপর গায়ে পানি ঢালতেন। (আল্লাহর কসম, আয়িশা বলেননি যে তিনি গোসল করতেন। কিন্তু তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বুঝে নিয়েছিলাম।) বড় শারীরিক অপবিত্রতায় না থাকলে তিনি শুধু উজু করতেন—সালাতের উজু। এরপর দু রাকআত পড়তেন।"***

---

* সহিহ মুসলিম, ৭৩৯

যাদের জন্য রাতের শেষভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা কঠিন মনে হয় চেষ্টা করুন সন্ধ্যারাতেই হাল্কা আহার করে ফেলতে। তা হলে রাতের শুরুতে সহবাসের সময় পেট বেশি ভরা থাকবে না।

কেউ শুক্রবার দিনে ও তার আগের রাতে সহবাস করতে পরামর্শ দিতেন। এমনকি তারা একে পুণ্যের কাজও মনে করতেন। ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালি তার বিখ্যাত 'ইহ্ইয়া উলুমুদ-দিন' বইতে বলেন, কোনো কোনো আলিমদের মতে শুক্রবার দিনে ও তার আগের রাতে সহবাস করা পছন্দনীয়। ওপরে একটি হাদিস উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে নবিজি শুক্রবারে গোসল করা এবং করানোর কথা বলেছিলেন। সেই হাদিসের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম শুক্রবারে সহবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন।*

অপছন্দনীয় সময়

প্রস্রাব-পায়খানার চাপ আটকে রেখে সহবাস একই সাথে অপছন্দনীয় আর শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বলা হয়, নবি ﷺ বলেছেন, "মলত্যাগের চাপ নিয়ে তোমরা কখনো সঙ্গম কোরো না, কারণ এতে অর্শ্বরোগ হয়। মূত্রত্যাগের চাপ নিয়ে তোমরা কখনো সঙ্গম কোরো না, কারণ এতে গেঁজ রোগ হয়।" †

ইমাম গাজ্জালি 'ইহ্ইয়া উলুমুদ্-দিন' বইতে উল্লেখ করেন, মাসের প্রথম, মধ্য (১৪তম রাত) আর শেষ—এই তিনরাতে সহবাস অপছন্দনীয়। কথিত আছে, এই রাতগুলোতে সহবাসকারী দম্পতির মাঝে শয়তান চলে আসে। আলি, মুয়াউইয়া ও আবু হুরায়রা ﷺ এসব রাতে সহবাস করা অপছন্দ করতেন। ‡

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যপানকালীন সময়ে

গর্ভাবস্থায় সহবাস করার অনুমতি আছে। আলিমেরা এ-বিষয়ে একমত। স্তন্যপান করানোর সময়েও সহবাস করতে কোন নিষেধ নেই।

একবার এক লোক নবিজিকে বললেন, "আমি স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় বাইরে বীর্য ফেলি।"

---

* ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইয়ইয়া উলুমিদ্দিন, ৬:১৭৫

† কানযুল উম্মাল ৪৪৯০২ (সনদ বিশুদ্ধ নয়)

‡ ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইয়ইয়া উলুমিদ্দিন, ৬:১৭৫

নবি ﷺ বললেন, "কেন করো একাজ?"

"তার সন্তানের যেন ক্ষতি না হয়।"

"ক্ষতি হলে তো পারস্য ও রোমবাসীদেরও ক্ষতি হতো।" *

হাদিসবিদ ও হানাফি আইনবিদ মোল্লা আলি কারি হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, লোকটি তার স্ত্রীর পেটে থাকা সন্তানের ব্যাপারে ভয় করেছিলেন। হয়তো বীর্য ভেতরে ফেললে পেটে আবার সন্তান আসবে। জমজ সন্তান হবে। তখন দুটো ভ্রূণই বুঝি দুর্বল হবে। আরেক কারণ থেকে পারে—লোকটি স্তন্যপানকারী সন্তানের ব্যাপারে ভয় করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সহবাস করলে মায়ের বুকের দুধে সমস্যা হয় কি না। কিন্তু নবি ﷺ দুটি ধারণাই বাতিল করে দিলেন। বললেন, সহবাস যদি গর্ভবতী বা দুধ পান করানোর সময়ে ক্ষতিকর হতো তা হলে পারস্য আর রোমান নারীদেরও ক্ষতি করত। †

আরেক বর্ণনায় নবি ﷺ বলেছেন, "স্তন্যপানের সময়টাতে আমি সহবাস নিষিদ্ধ করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু স্মরণ হলো, বায়জেন্তীয় আর পারসিকরা এটা করে। এতে তাদের সন্তানদের ক্ষতি হয় না...।" ‡

এছাড়া নবি ﷺ অন্য কোনো পুরুষের কারণে গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। § এটা থেকে আলিমগণ সিদ্ধান্তে আসেন, নিজের কারণে গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে।

তবে এরপরও এই সময় দুটোতে সহবাস করা যাবে কি না, সে-ব্যাপারে আলিমেরা নির্ভরযোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলেন। ডাক্তার যদি বলেন, এই সময়ে সহবাসে মা, শিশু বা ভ্রূণের ক্ষতি হবার শঙ্কা আছে, তা হলে সহবাস বাদ দিতে হবে। ¶ নবিজির হাদিসটি সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে।

এই সময়ে সহবাস করলেও স্ত্রীর ভালো রকম খেয়াল রাখতে হবে। এটা স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রীর অসুবিধা হয় এমন কোনো আসন নেয়া যাবে না। গর্ভাবস্থার

---

* সহিহ মুসলিম, ১৪৪৩

† মিরকাত মাফাতিহ, ৬:২৩৮

‡ সহিহ মুসলিম, ১৪৪২

§ সুনানে তিরমিজি, ১১৩১

¶ আদাব মুবাশারাত, ৩৪-৩৫

শেষের দিকে স্ত্রী খুবই নাজুক অবস্থায় থাকে। সেই সময়টায় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।*

মাসিক ও প্রসব-পরবর্তী রক্তপাতের সময়

কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও অগণিত হাদিসের মাধ্যমে মাসিকের (মাসিক) সময় সহবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে। এ নিয়ে আলিমেরা একমত। আল্লাহ বলেন,

> আর তারা তোমাকে মাসিক সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা মাসিককালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।†

আনাস ﵁ বলেছেন, "নারীদের মাসিক হলে ইহুদিরা তাদের সঙ্গে একসাথে খেত না। তাদের সঙ্গে এক ঘরে থাকতও না। সাহাবারা নবিজির কাছে এ-ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, 'আর তারা তোমাকে মাসিক সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা মাসিককালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না...।'—আয়াতটির শেষ পর্যন্ত। নবি ﷺ বললেন, 'সহবাস ছাড়া অন্য সব করো।'" ‡

এ-সময়ে সহবাসকে নবি ﷺ কুফরের সঙ্গে তুলনা করেছেন,

> *"যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে অথবা জ্যোতিষীর কাছে যায়, মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সে সেটা অবিশ্বাস করে।"*§

হাদিসটিতে 'কুফর' শব্দ দিয়ে এই কাজগুলোতে পাপের তীব্রতা বোঝানো হচ্ছে। যেন মাসিকের সময় সহবাস, কিংবা পায়ুগমন বা জ্যোতিষীর কথা শুনলে

* আহমাদ কানান, উসুলুল মুয়াশারাল জাওয়াউইয়া, ৭৯

† সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২২

‡ সহিহ মুসলিম, ৩০২

§ সুনানে তিরমিজি, ১৩৫

কুফরের আশঙ্কা আছে। অন্য আলিমেরা বলেন, কেউ এগুলো হালাল মনে করে করলে সে সন্দেহাতীতভাবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।*

ইমাম নাওয়াউই বলেন,

> *"স্ত্রীর সাথে মাসিকের সময় সহবাস করা হারাম। কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট ভাষ্যের কারণে এতে উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের আলিমরা বলেন, কোন মুসলিম যদি ঋতুবতী নারীর যোনিপথে সঙ্গম করাকে হালাল মনে করে তা হলে সে কাফির ও মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি একে হারাম জেনে কখনো ভুলে করে ফেলে, অথবা যদি সে স্ত্রীর মাসিকের ব্যাপারে না জেনে থাকে অথবা এর হারাম হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে কিংবা তাকে বাধ্য করা হয় তা হলে তার উপর কোন পাপ বর্তাবে না। আর তাকে কোন ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। কিন্তু সে যদি এটা হারাম জেনেও জোর করে স্বেচ্ছায় করে তা হলে বড় পাপে লিপ্ত হবে। ইমাম শাফিয়ি জোর দিয়ে বলেন যে এটা বড় পাপ। এর জন্য আন্তরিক অনুশোচনা জরুরি।"†*

স্ত্রীর মাসিকের সময় সহবাস স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক থেকেও ক্ষতিকর। গবেষণায় দেখা গেছে, মাসিকের রক্তের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান যা পুরুষের শরীরে প্রবেশ করলে অথবা সম্পূর্ণরূপে নারীর শরীর থেকে বের না হলে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। রক্তস্রাবের সময় সহবাস করলেই এরকম হয়। তাই পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই মাসিকের সময় সহবাসের দরুন মারাত্মক রক্তবাহিত রোগ দেখা গেছে।‡

অতএব মাসিকের সময় সকল দম্পতিদের সহবাস পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু যদি কখনো হয়েই যায় তবে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিছু দান করতে হবে।

স্ত্রীর সাথে মাসিকের সময়ে সহবাস করার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নবি ﷺ বলেছেন,

> *"সে অর্ধ দিনার সাদাকা করবে।"§*

---

* তুহফাত আহওয়াযি বি শারহ জামি আত-তিরমিজি, ১:৪৪০
† মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম, ৩৬৬
‡ African Journal of Reproductive Health Vol. 8, No. 2, Aug. 2004 pp. 55-58
§ সুনানে তিরমিজি১৩৬

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি-সহ অধিকাংশ ইমামদের মতে এই সাদাকা বাধ্যতামূলক নয়। তাওবা কবুলের শর্তও নয়। আল্লাহর কাছে এক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট। অন্যদিকে ইমাম আহমাদ ইবনু হান্‌বাল-সহ অন্য ইমামরা মনে করেন, এখানে আন্তরিক তাওবার সাথে সাথে সাদাকা করাও জরুরি।*

মাসিকের সময় স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করে জৈবিক আনন্দ উপভোগের অনুমতি আছে। এ-ব্যাপারে সব সুন্নি মাজহাব একমত। নাভি থেকে হাঁটু বাদে শরীরের বাকি অংশে চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা যাবে। স্বামী তার হাত বা লজ্জাস্থান বা শরীরের অন্যান্য অংশ স্ত্রীর শরীরের বাকি অংশে রাখতে পারবে। এসময়ে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে হস্তমৈথুন করে দেয়াও বৈধ। শাইখ আবু হামিদ ইসফিরায়িনি-সহ আরো বহু সংখ্যক আলিম এ-বিষয়ে আলিমদের ঐকমত্য আছে বলে উল্লেখ করেছেন।†

মা আয়িশা ﵂ বলেছেন,

> *"আমাদের কারও মাসিক হলে, নবি ﷺ তাকে পাজামা পরতে বলতেন। তারপর কাছে আসতেন।"‡*

সাহাবা হারাম ইবনু হাকিমের চাচা নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'মাসিক অবস্থায় আমার স্ত্রী আমার জন্য কতটুকু বৈধ?'

তিনি বলেন, "ইজারের [নাভি থেকে হাঁটু ঢেকে রাখা পাজামা] উপর যা আছে তা।" §

হানাফি ফিক্‌হের মৌলিক গ্রন্থ *ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে* আছে,

> *"ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে ঋতুবতী স্ত্রীকে চুম্বন, তার সাথে ঘুমানো এবং নাভি থেকে হাঁটু বাদে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে আনন্দ নেয়া বৈধ।¶***

---

* মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম, ৩৬৬-৩৬৭
† মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম, ৩৬৭
‡ সহিহ মুসলিম, ২৯৩
§ সুনানে আবু দাউদ ২১৪
¶ ফাতাওয়া হিন্দিয়্যা ১:৩৯
** রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ১:২৯২

ইমাম ইবনু আবিদিন *'রদ্দুল মুহতার'*-এ বলেন,

> *"নাভি ও তার উপর যা আছে এবং হাঁটু ও তার নিচে যা আছে, তা উপভোগ করা স্বামীর জন্য বৈধ—এমনকি সবকিছুই উপভোগ করা স্বামীর জন্য অনুমোদিত, এমনকি কোন কাপড় ছাড়াও।"**

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি-সহ বেশিরভাগ আলিমদের মতে, জৈবিক উত্তেজনা থাক না-থাক, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর নাভি থেকে হাঁটু সরাসরি স্পর্শ করা যাবে না। কাপড়ের মতো কোনো অন্তরালের বাইরে থেকে স্পর্শ করতে হবে। কাপড়ের অন্তরাল থেকে উভয়ের লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে পারবে। ওপরে ইজারের যে-হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই মতটি দেয়া হয়েছে।

হানাফি আলিম ইবনু আবিদিন বলেছেন,

> *"অন্তরাল থেকে সহবাস ছাড়াও উপভোগ বৈধ। রক্ত আশপাশে ছড়ালেও সমস্যা নেই।"*†

তবে ইমাম আহমাদ ইবনু হান্‌বাল, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাসান, ইমাম নাওয়াউই-সহ অন্য আলিমদের মতে, অন্তরাল ছাড়াও নাভি এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান উপভোগ করা যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই সামনের এবং পেছনের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা যাবে না। নবিজি বলেছিলেন, "সহবাস ছাড়া সব করতে পারো।"—একথার ভিত্তিতে তারা এই মত দিয়েছেন।‡

মাসিক অবস্থায় সহবাস-সংক্রান্ত এসব বিধিনিষেধ মাসিক শেষে স্ত্রী গোসল করে পবিত্র না-হওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে। পানির অভাবে তায়াম্মুম করে পবিত্র না হলেও এই বিধিনিষেধ থাকবে। এটা ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ-সহ বেশিরভাগ প্রাথমিক এবং পরবর্তী প্রজন্মের আলিমদের মত।§

---

* রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ১:২৯২

† রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ১:২৯২

‡ ইমামগণের বিভিন্ন মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন ফাতহুল বারী ১:৫২৫ ও মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম ৩৬৭

§ মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ৩৬৭

তবে, এই বিষয়ে হানাফি মাজহাবে কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। যদি মাসিক দশ দিন চলার পর শেষ হয় তবে গোসল ছাড়াই বিধিনিষেধ উঠে যাবে। তবে গোসল করা অবশ্যই পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব।

মাসিক যদি ১০ দিনের আগে শেষ হয়, এবং সেটা যদি সাধারণত স্ত্রীর মাসিক যতদিন পর শেষ হয় তার পরে হয়—অর্থাৎ ১০ দিনে আগে কিন্তু স্ত্রীর মাসিক শেষ হবার স্বাভাবিক সময়ের পরে—তা হলে কেবল গোসলের পর বা তখন যে-সালাতের সময়, সেই সালাতের পুরো ওয়াক্ত শেষ হবার পর সহবাস করা যাবে।

কিন্তু যদি তার মাসিক সাধারণত যে কদিন পর শেষ হয়, তার আগে শেষ হয়, তা হলে গোসলের পরও সহবাস বৈধ না। সাধারণত যে কদিনে তার মাসিক শেষ হয়, সে কদিন ফুরিয়ে তারপর সহবাস করতে হবে।*

মাসিকের সময়ে সহবাসের বিধিবিধান প্রসব-পরবর্তী রক্তপাতের বেলাতেও খাটবে। তবে জরায়ুর অস্বাভাবিক রক্তপাতের ক্ষেত্রে এসব বিধিনিষেধ আরোপিত হবে না। দম্পতি চাইলে এ অবস্থায়ও সহবাস করতে পারবে, এমনকি রক্ত ছড়ালেও। কিন্তু সহবাসের আগে স্ত্রীকে নিজেকে ধুয়ে নিতে হবে যেন রক্তের চিহ্ন না থাকে।†

* রদ্দুল মুহতার ১:২৯৪, ইমদাদ ফাত্তাহ শারহ নুর ইদাহ, ১৪১-১৪২

† রদ্দুল মুহতার ১:২৯৪

সহবাসের প্রস্তুতি

সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। সহবাসের প্রস্তুতি সহবাসের মতোই দরকারি। মিলনের আনন্দ পুরোপুরি পেতে প্রস্তুতিতে অবহেলা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

নিজের কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করার সময় মুখ ও দাঁত মিসওয়াক করে পরিষ্কার করা নবিজির অভ্যাস ছিল। শুরাইহ ইবনু হানি বলেন, "আমি আয়িশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবি ﷺ ঘরে ঢুকে প্রথম কোন কাজটি করতেন?"

তিনি বললেন, "সবার আগে মিসওয়াক করতেন।" *

লম্বা সফর থেকে ফিরে আসার পর নবি ﷺ ও তাঁর সাহাবারা হুট করেই ঘরে ঢুকে পড়তেন না। বরং তার আগে তাঁরা ঘরে খবর পাঠাতেন যেন স্ত্রীরা নিজ নিজ স্বামীর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারেন। জাবির ﷺ বলেন,

"একবার আমরা এক অভিযানে নবিজির সঙ্গে ছিলাম। আমরা মাদিনায় ঢুকে যে যার বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। নবি ﷺ বললেন,

> *'একটু দাঁড়াও। আমরা রাতে বা সন্ধ্যার পরে বাড়িতে যাব। তাতে (স্ত্রীরা তাদের) এলো চুল আঁচড়ে নেবে। লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করতে পারবে।'"†*

অন্য এক প্রসঙ্গে নবি ﷺ বলেছেন,

---

* সহিহ মুসলিম ২৫৩

† সহিহ বুখারি ৪৯৪৯ ওসহিহ মুসলিম ১৯২৮, মুসলিমের শব্দে

> *"[সফর থেকে] তোমাদের কেউ রাতে ফিরলে সে যেন হুট করে বাড়িতে উপস্থিত না হয়। স্ত্রী যেন লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করা এবং এলো চুল আঁচড়ানোর সময় পায়।"**

'সাইদুল-খাতির' বইতে ইমাম ইবনুল-জাওজি পরামর্শ দিয়েছেন, প্রত্যেক দম্পতির উচিত সহবাসের জন্য দিন বা রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা। তা হলে সে সময়ে দুজনেই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারবে। এটা তাদের তৃপ্তি বাড়াবে। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুজনের কারও অপ্রস্তুত থাকার সম্ভাবনা দূর করবে।†

স্ত্রীর প্রস্তুতি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে। মুসলিমের প্রধান ইবাদাত সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। পবিত্রতাই আল্লাহর সন্তুষ্টি আনে। আল্লাহ বলেন,

> "আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।" ‡

নবি ﷺ বলেছেন,

> *"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক... ।"§*

তাই প্রত্যেক মুসলিমেরই, বিশেষ করে বিবাহিত অবস্থায়, পবিত্র থাকা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, অনেক নারী ঘরে নিজেদের স্বামীর সামনে পরিষ্কার হয়ে থাকেন না। কিন্তু তারাই বাইরের কোন অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজগোজ করে যান। আবার অনেকেই বিয়ের আগে

---

* সহিহ বুখারি ৪৯৪৮,সহিহ মুসলিম ১৯২৮, মুসলিমের শব্দে
† সায়্যিদুল খাতির, ২৮০
‡ কুরআন ২:২২২
§ সহিহ মুসলিম ২২৩

নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেন। কিন্তু একবার বিয়ে হয়ে গেলে এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটিই যেন ভুলে যান।

আসলে এটা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সামনে সবসময় নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। এর প্রতিদানে আল্লাহর কাছ থেকে প্রচুর সাওয়াব আছে। পরপুরুষের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে দেখানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কবিরা গুনা—বড় পাপ। তাই তার চেষ্টা থাকবে সে যেন স্বামীর সামনেই পরিষ্কার অবস্থায় থাকে। ঘরের কাজের জন্য যদি সাময়িকভাবে ময়লা থেকেও হয় তবে কাজ শেষ হবার পর যত দ্রুত সম্ভব আবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে হবে।

সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য যা কিছু অরুচিকর তা থেকে দূরে থাকতে হবে। স্ত্রীর খেয়াল রাখতে হবে যেন তার মুখে বা শরীরে কোন দুর্গন্ধ না থাকে যা স্বামীর বিরক্তির কারণ হয়। এমনকি নবি ﷺ মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে কাউকে মসজিদে প্রবেশ করতেও নিষেধ করেছেন।[*] এগুলোতে ফেরেশতারাও কষ্ট পান।[†] মুখের দুর্গন্ধ মানুষ ও ফেরেশতা সবাইকেই বিরক্ত করে। তো, সেক্ষেত্রে নিজের স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা থেকে বিরত থাকা তা হলে আরো বেশি গুরুত্ব রাখে।

স্ত্রীকে খেয়াল রাখতে হবে সে যেন ময়লা ও দুর্গন্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। নিজেকে পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত গোসল করা ও মুখ পরিষ্কার রাখা জরুরি। তা হলে চুম্বনের সময় অন্যের মুখে জীবাণু ঢুকবে না।

তবে যদি দুর্গন্ধজনিত শারীরিক সমস্যা থেকে থাকে তা হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সাধারণত এসবের সহজ সমাধান এমনিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা করেও যদি দুর্গন্ধ দূর না হয় তা হলে ডাক্তারের কাছে না যাওয়া ছড়া উপায় নেই।

সাজ-সজ্জা

সহবাসের প্রস্তুতির প্রধান একটা অংশ হলো স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাজগোজ। মানুষ স্বভাবতই সুন্দর জিনিস দেখতে ও অনুভব করতে খুব পছন্দ করে। এমনকি ইসলাম আমাদের এও শিক্ষা দেয় যেন আমরা সার্বজনীন উৎসব বা অনুষ্ঠান

---

* সহিহ বুখারি ৮১৭

† সহিহ মুসলিম ৫৬৪

যেমন জুমুআ বা ঈদ ইত্যাদিতে সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরে বের হই। যদি সাধারণ মুসলিমদের সামনে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা জরুরি হয় তবে জীবন সঙ্গীর জন্য তো তা আরো বেশি দরকার। বিষয়টা বলা বাহুল্য।
মহান আল্লাহ কুরআনে জান্নাতের নারীদের 'হুরুল-আইন' বা 'ডাগরচোখা কুমারি' বলে উপাধি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"তারা যেন হীরা ও প্রবাল।" *

এটাই প্রমাণ করে সাজ-সজ্জা গ্রহণ নিজের জীবন সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার একটি উপায়। আনন্দদায়ক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং সুখি দাম্পত্য জীবন চাইলে প্রত্যেক নারীরই নিজের স্বামীর জন্য সাজগোজ গ্রহণ করা উচিত। এতে অন্য মহিলাদের দিকে নজর দেয়া থেকে স্বামী নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবে।

দুর্ভাগ্যবশত অনেক মুসলিমের ধারণা, যেসব স্ত্রী পর্দাবতী ধার্মিক, স্বামীর সামনে তাদের আকর্ষণীয় রূপে আসা অশোভন। কিন্তু এমন ধারণা একেবারেই ভুল। স্বামীর সামনে সুন্দর করে সাজগোজ অবশ্যই বৈধ। এবং এটা সাওয়াবেরও কারণ। ধার্মিক থাকার মানে সতীত্ব রক্ষা করে চলা। আর যা কিছু এই সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক তা করতে ইসলাম উৎসাহ দেয়।

নবি ﷺ নিজে স্ত্রীদের উৎসাহ দিয়েছেন স্বামীদের জন্য সাজগোজ করতে। আয়িশা ؓ বলেছেন, "এক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে [হাত বাড়িয়ে] ইশারা করল, তার কাছে একটা চিঠি। নবি ﷺ তাঁর হাত না বাড়িয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না এটা কোন পুরুষের হাত নাকি নারীর?'

"সে বলল, 'নারীর হাত।'

"'আপনি মহিলা হলে তো আপনার নখগুলো[র রং] অবশ্যই বদলাতেন।' মানে মেন্দি দিয়ে।" †

মাক্কা বিজয়ের পর উতবার কন্যা হিন্দ ؓ নবিজির কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে এলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, "নবি, আমার শপথ নিন।"

নবি ﷺ বললেন, "তোমার হাতের তালু না-বদলানো পর্যন্ত তোমার থেকে শপথ নেব না। ও দুটো যেন শিকারি প্রাণীর থাবার মতো!" ‡

* কুরআন ৫৫:৫৮

† সুনানে আবু দাউদ ৪১৬৩

‡ সুনানে আবু দাউদ ৪১৬২

আয়িশা ﷺ বলেছেন, "একবার নবিজির কাছে নাজাশির তরফ থেকে কিছু রত্ন উপহার এল। তাতে আবিসিনীয় পাথর খচিত একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। পাথরটা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নবি ﷺ একটা কাঠির সাহায্যে অথবা তাঁর কোন আঙুল দিয়ে ওটা নিয়ে আবুল 'আস ও জাইনাবের মেয়ে উমামাকে ডেকে বললেন, 'নাতবুড়ি! এটা তুমি পরো।'*

মোটকথা, সুন্দর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা দরকারি বিষয়। সহবাসের প্রতি সহজাতভাবে উদ্বুদ্ধ থেকে এটা বিরাট ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে কিছু জরুরি বিষয়ের কথা বলি এখন।

স্বামীর পছন্দের প্রতি খেয়াল রেখে শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করার প্রতি স্ত্রীর লক্ষ রাখা উচিত। একটু আগে আমরা হাদিসে দেখেছি, নবি ﷺ লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করাকে স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ও প্রস্তুতির অংশ বলেছেন। স্ত্রীর শরীরের লোম ছাঁটা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। আর স্বামীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে করলে তো সেটা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। সাওয়াবেরও বিষয়।

স্ত্রী চাইলে নিজের হাত, পা ও শরীরের যেকোন অংশের লোম পরিষ্কার করতে পারে। বিশেষ করে লজ্জাস্থানের লোম, বগল ও মুখের অবাঞ্ছিত লোমের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু চোখের ভ্রু ব্যতিক্রম, কারণ হাদিস অনুসারে তা উপড়ানো বা কেটে ফেলার অনুমতি নেই।

কোনো কোনো মহিলাদের গালে, মুখের অন্য স্থানেও প্রচুর লোম গজাতে পারে। তাই সেগুলোও পরিষ্কার করা উচিত, নইলে তাদের দেখতে পুরুষদের মতো লাগবে। মেয়েদের মুখের লোম সাফ করার যে হাদিসে নবি ﷺ নিষেধ করেছিলেন, সেটার ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াউই বলেন,

> *'মহিলাদের মুখের লোম পরিষ্কার করার অনুমোদন নেই। কিন্তু দাড়ি কিংবা মোচ গজালে তা নিষিদ্ধ হবে না। বরং এমন সময় এটা মুস্তাহাব হবে...হাদিসের নিষিদ্ধতা বরং ভ্রু কামিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।'†*

শরীরের এসব অবাঞ্ছিত লোম ও চুল ওয়াক্সিং (waxing), ক্রিম বা পাউডার অথবা রেজর ইত্যাদি যেকোনো উপায়ে সরানো যেতে পারে। চাইলে তা ব্লিচ

* সুনানে আবু দাউদ ৪২৩২

† মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ১৬০২

করে ফেললেও ক্ষতি নেই। যেহেতু স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অবাঞ্ছিত লোম সরানোই লক্ষ্য তাই ইসলামি আইনে এসব লোম স্থায়ীভাবে সরিয়ে ফেলাতেও কোনো বাধা নেই।

কিন্তু শর্ত হচ্ছে এসব করতে গিয়ে যেন অন্য নারীর সামনে নিজের লজ্জাস্থান না বের হয়। একজন মুসলিম নারীর লজ্জাস্থান অন্য মুসলিম নারীর সামনে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর অমুসলিম নারীর সামনে তার লজ্জাস্থান হলো চেহারা আর হাত ছাড়া পুরো শরীর। তাই অমুসলিম নারীর সামনে সে নিজের শরীরের অন্য অঙ্গ দেখাতে পারবে না।*

পোশাক-আশাক

মিলনের জন্য আবেদনময়ী কিংবা ছোট ছোট পোশাক বা অন্তর্বাস পড়ে স্বামীর সামনে আসা যাবে। এগুলো ধার্মিকতা বা শালীনতার পরিপন্থি নয়। কার্যত নিজেকে আর নিজের স্বামীকে পূত-পবিত্র করার বিশুদ্ধ নিয়তে এমন করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাবারও প্রচুর সম্ভাবনা আছে ইন শা আল্লাহ। কিন্তু শর্ত হলো, অবশ্যই তা হবে শুধু স্বামীর জন্য। এবং অন্য কোন তৃতীয় পক্ষ সেখানে একদমই উপস্থিত থাকতে পারবে না।

অন্যদিকে হানাফি মাজহাবের শক্তিশালী এবং সতর্কতামূলক মত হলো স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে, এমনকি একা থাকলেও নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজনের সময় ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন গোসল কিংবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া বা কাপড় পালটানো এবং সহবাসের সময়।†

বাসায় একা থাকা অবস্থায়ও স্ত্রীর খেয়াল রাখতে হবে, সে যেন নিজের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশটুকু ঢেকে রাখে। আর ওপরে বলা পোশাকগুলো শুধু স্বামীর সামনেই পরা যাবে। আর সেটাও শুধু শোবার ঘরে।

---

* হিদায়া ৪:১৬১, রদ্দুল মুহতার ৬:৩৭১

† রদ্দুল মুহতার ১:৪০৪

সুগন্ধি

সুঘ্রাণ মানুষের উপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে মনকে আন্দোলিত করে। সুন্দর ঘ্রাণ পেলে ভালো লাগে। এটা মানুষের স্বভাব। গায়ে সুগন্ধি লাগানো সব নবিদের অভ্যাস ছিল। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"চারটি জিনিস নবিদের চিরাচরিত সুন্নাত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক আর বিয়ে।"**

প্রিয়নবি ﷺ সুগন্ধি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অন্যকে উৎসাহ দিতেন সুগন্ধি ব্যবহার করতে। কেউ তাকে সুগন্ধি লাগানোর কথা বললে তিনি কখনো না করতেন না।† তিনি বলতেন,

> *"কারও কাছে রায়হান (তুলসী-জাতীয় সুগন্ধি) আনলে সে যেন ফিরিয়ে না দেয়। ওটা ওজনে হালকা। ঘ্রাণটাও সুন্দর।"‡*

বহু বিশুদ্ধ হাদিস মতে, লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাতের সময়—বিশেষ করে জুমুআ ও ইদের সালাতে—গায়ে সুগন্ধি দেয়া উত্তম। এতে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলার সময়, সালাতে পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায় সুগন্ধ পাবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সুগন্ধি মাখা সাদাকা বলে গণ্য হয়।

স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বেলাতেও সুগন্ধির আবেদন অনেক। স্নিগ্ধ সৌরভ আকর্ষণ বাড়ায়। আনন্দ বাড়ায়। জৈবিক মিলনের সময় স্ত্রীর সাজপোশাকের অংশ হিসেবে সুগন্ধি মাখা কর্তব্য। যেসব পারফিউমের ঘ্রাণ স্বামীর ভালো লাগে, সে-ধরনের পারিফিউম ব্যবহার করা উচিত। তা ছাড়া সারাদিনের কাজকর্মের পরে শরীরে বা কাপড়ে দুর্গন্ধ থাকলে, সুগন্ধি লাগানোয় তা দূর হবে।

পারফিউমের ব্যাপারে দুটো কথা।

সাধারণ সেন্ট, ডিউডোরেন্ট এবং ক্রিমে যে-অ্যালকোহল থাকে, সেটা থাকলেও এ-ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে। কারণ, এই অ্যালকোহল আঙুর, খেজুর বা বার্লি থেকে প্রস্তুত হয় না। বেশিরভাগ প্রসাধনীতে সিনথেটিক

---

* সুনানে তিরমিজি ১০৮০
† সহিহ বুখারি ৫৫৮৫
‡ সহিহ মুসলিম ২২৫৩

অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়। এটা তৈরি হয় রাসায়নিক উপাদান থেকে। হানাফি মাজহাবের ফাতওয়া অনুযায়ী এটা অপবিত্র নয়। তারপরেও সতর্কতামূলকভাবে ফ্যাশন আর কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিকে পরিহার করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের সুগন্ধি থেকে দূরে থাকা ভালো। আর যারা সিনথেটিক অ্যালকোহল অপবিত্র মনে করেন তাদের সাথে বিষয়টা নিয়ে তর্ক করা যাবে না।*

আবার কিছু কিছু সুগন্ধিতে আঙুর বা খেজুর থেকে উৎসরিত অ্যালকোহল থাকে, যেমন ইথাইল অ্যালকোহল। এসব সুগন্ধি ব্যবহার অবৈধ। ইথাইল অ্যালকোহলের অন্য নাম হলো: ইথানল এবং মিথাইলেটেড স্পিরিট। তাই যেসব প্রসাধনীতে এ ধরনের অ্যালকোহল থাকবে তা ব্যবহার নাজায়িজ।

দ্বিতীয়ত, সুগন্ধি মেখে নারীদের বাইরে বেরুবার অনুমতি ইসলামে নেই। কারণ, অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদিসে নবি ﷺ তা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।। আবু মুসা ؓ থেকে বর্ণিত আছে যে নবি ﷺ বলেছেন, "নারীরা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে সমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ।" বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।†

তাই নারী যেন শুধু ঘরে থাকা অবস্থায়ই সুগন্ধি ব্যবহার করে। আর ঘর থেকে বের হবার আগে তা পরিষ্কার করেই যেন বের হয়।

অলংকার

স্ত্রীর এই সাজ-সজ্জার মধ্যে গহনাগাটিসহ অন্য বিষয়ও প্রযোজ্য। সে চাইলে মেকআপ লিপস্টিক ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো হাতে-পায়ে মেহেদি আর চোখে কাজল দেয়া। কারণ তা সুন্নাহ থেকে বর্ণিত। নিজের চুল আঁচড়িয়ে গুছিয়েও যত্ন নেয়া উচিত। চুলে রঙ বৈধ যদি তাতে হালাল উপাদান ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধির ব্যখ্যাগুলোও এখানে প্রাসঙ্গিক।

স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাজ-সজ্জায় ইসলাম খুব একটা বাধা-নিষেধ আরোপ করেনি। কারণ এসব কিছু তো দু'জনের পবিত্র থাকারই জন্য সহায়ক।

তারপরেও মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি বিকৃত করে ফেলার মতো কিছু সাজ নিষিদ্ধ—এমনকি সেটা স্বামীর জন্যে হলেও। যেমন সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য

* তাকমিলা ফাতহুল-মুসলিম বি শারহি সাহিহি মুসলিম, ৩:৩৪২-৩৪৩

† সুনানে আবু দাউদ ৪১৭০

কসমেটিক সার্জারি, ভ্রূ প্লাক, শরীরে ট্যাটু বা উল্কি আঁকা, নাক ও কানের লতি ছাড়া অন্য কোথাও ছিদ্র করা, পরচুলা পরা। এগুলো এড়াতে হবে।

ফিট থাকা

স্ত্রীর সৌন্দর্যের আরেকটি দিক হলো নিজের শরীরকে ফিটফাট, সুস্থ রাখা। নিজেকে শারীরিকভাবে ফিট রাখা অত্যন্ত জরুরি। এতে স্বামীর অনুরাগ পাবার পাশাপাশি নিজের সুস্থতাও রক্ষা হবে।

নারীসুলভ আচরণ

সহবাসের জন্য মানসিক প্রস্তুতির আগে স্ত্রীকে বুঝতে হবে তার নম্রতা ও লজ্জাশীলতা অর্থাৎ সামগ্রিক নারীসুলভ আচরণই স্বামীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। রুক্ষতা আর পুরুষালী আচরণ স্বামীকে উল্টো দূরে ঠেলে দেয়।*

মহান আল্লাহ নারীর গলার স্বরে পুরুষের জন্য স্বাভাবিক আকর্ষণও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন। এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এমনকি বেশিরভাগ মনোবিশেষজ্ঞেরও মত, গলার স্বর আবেগ জন্মাতে বড় ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ সকল নারীদের—এবং বিশেষ করে নবিজির স্ত্রীদের পরপুরুষদের সাথে নরম ও মিষ্টি গলায় কথা বলতে নিষেধ করেছেন:

> নবি-পত্নিরা, তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি ধার্মিক হও, (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বোলো না। নয়তো যার অন্তরে অসুখ আছে সে প্রলুব্ধ হবে। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।†

কথার ধরন ও বিষয়বস্তু দুটিই এমন হতে হবে যেন তাতে কোন ধরনের উদ্দীপক কিছু না থাকে। কারণ, বিপরীত লিঙ্গের সাথে বেশি কথাবার্তা নিষিদ্ধ কাজের দিকে নিয়ে যায়। তাই ওই নিষিদ্ধ কর্মের পথও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই

* প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ও হানাফি আইনবিদ ইমাম বদর উদ্দিন আইনি নবি ﷺ-এর হাদিস যেখানে তিনি পুরুষের বেশধারী নারীকে আর নারীর বেশধারী পুরুষকে অভিশাপ করেছেন, তার ব্যাখায় বলেন, বিপরীত লিঙ্গের আচরণ কখনো ইচ্ছাকৃত আবার কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়। এখানে অভিশাপ ইচ্ছাকৃতভাবে করার উপর পড়বে। (উমদাত কারী শারহুসহিহ বুখারি ১৫:৮৫)

† কুরআন ৩৩:৩২

কোমল কণ্ঠে পরপুরুষের সাথে না; নিজের স্বামীর সাথে কথা বলুন। আপনার এমন আচরণে আপনার স্বামী আরও বেশি আকৃষ্ট হবে আপনার ওপর।

ওপরের নির্দেশনাগুলো সবসময়ের জন্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু সহবাসের আগে এগুলো বেশি দরকার। রোমান্টিক আবহ তৈরি করতে স্ত্রীর মিষ্টি কথাবার্তা, আবেদনময়ী আচরণের বিকল্প নেই। এতে স্বামীর মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। তবে তার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তা হলেই একটি প্রগাঢ় ও অত্যন্ত আনন্দময় মিলন সহজ হবে, ইন শা আল্লাহ।

স্বামীর প্রস্তুতি

এতক্ষণ স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রায় সব স্বামীর জন্যেও প্রযোজ্য। যেগুলো শুধু নারীর জন্য আলাদা সেগুলো ছাড়া। এছাড়া সহবাসের সাধারণ প্রস্তুতি নিয়ে যা বলা হয়েছে সেগুলোও খেয়াল রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

> আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।*

তবে কিছু ব্যাপার আছে আলাদা করে বলা দরকার।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

যখন তখন বা শরীরে ময়লা দুর্গন্ধ থাকলে স্ত্রী আপনার প্রতি শারীরিক টান অনুভব করবে—ভুলে যান। নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনুভূতি আর আবেগে বেশি সংবেদনশীল। কখনো কখনো লজ্জাশীলতার কারণে তারা এসব সমস্যার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। তাই স্বামীর নিজ থেকেই এসবের প্রতি লক্ষ রেখে নিজেকে পরিষ্কার রাখা উচিত।

নবি মুহাম্মদ ﷺ সবচেয়ে খাঁটি আর পবিত্র মানুষ ছিলেন। তিনি স্বামীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকার কুফল সম্পর্কে সাবধান করে বলেছেন,

* কুরআন ২:২২৮

> *“নিজেদের কাপড় ধোও, চুলের যত্ন নাও, মিসওয়াক করো, নিজেদের সুশোভিত করো আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো। ইসরায়িলের পুরুষরা এসব না করার কারণেই তাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারী হয়েছিল।”**

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, “আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজগোজ করবে, আমি এটা ভালোবাসি। তেমনি নিজেকেও তার জন্য সুন্দর রাখতে ভালোবাসি।” †

নবি ﷺ দশটি স্বভাবকে মানুষের খাঁটি ও আদি স্বভাব বলেছেন। সব নবির স্বভাব ছিল এগুলো। বিশেষ করে নবি ইবরাহিমের। এই দশটি স্বভাব হচ্ছে:

- গোঁফ ছাঁটা
- দাড়ি ছেড়ে দেয়া
- মিসওয়াক
- পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার
- নখ কাটা
- গিঁট পরিষ্কার
- বগলের পশম তোলা
- লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার
- পানি দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার
- কুলি (এটার ব্যাপারে বর্ণনাকারী নিশ্চিত ছিলেন না।) ‡

নিজেকে সাফসুতরো রাখতে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন:

---

* কানযুল উম্মাল ফি সুনানুল আকওয়াল ১৭১৭৫

† সায়্যিদুল খাতির ১৪২

‡ সহিহ মুসলিম ২৬১, সুনানে আবু দাউদ ৫৩, সুনানে তিরমিজি ২৭৫৭, সুনানে নাসায়ি ৯২৮৬, সুনানে ইবনু মাজাহ ২৯৩

লজ্জাস্থানের পরিচ্ছন্নতা

ধুলোময়লা আর দুর্গন্ধ থেকে বেঁচে থেকে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার পর নিজের লজ্জাস্থান পুরোটা ভালোভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মা আয়িশা ﷺ নারীদের বলেছেন,

> *"তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানি দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করার নির্দেশ দাও। পুরুষদের এ-কথা বলতে আমি লজ্জা পাই। নবি ﷺ এমনটি করতেন।"**

লজ্জাস্থান পরিষ্কার করার পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে যেন কোন ধরনের ময়লা না থাকে। পেশাবের পর এর শেষ ফোঁটাও যেন পেশাবের পথে না জমে থাকে সেটা খেয়াল রাখা আবশ্যক।

সুগন্ধি

স্বামীকে লক্ষ রাখতে হবে যেন সে এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকে যা স্ত্রীর মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে বা তার কামনা তাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে মুখে বা শরীরে যেন দুর্গন্ধ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শরীর থেকে দুর্গন্ধ দূর করতে নিয়মিত গোসল করতে হবে। বিশেষ করে সহবাসের আগে। গায়ে সুগন্ধি মাখার ব্যাপারে অবহেলা করা যাবে না। এটা নবিজির সুন্নাহ। মেশক, আউদ, আম্বরের মতো বহু প্রাকৃতিক সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"কস্তুরির গন্ধ সবচেয়ে সুন্দর।"†*

ইচ্ছে করলে হালাল সাধারণ সেন্টও লাগানো যায়।

মুখের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে হলে নিয়মিত প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করতে হবে। কুলি কিন্তু মানুষের স্বভাবধর্মের দশটির একটি। মুখের মধ্যে খাবারের কোন কণা যেন না থাকে সেজন্য ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাউথওয়াশে কোনো হারাম উপাদান না থাকলে তাও ব্যবহার করা যায়। মিসওয়াক ব্যবহার করাও

---

* সুনানে তিরমিজি ১৯

† সহিহ মুসলিম ২২৫২

কিন্তু ফিতরাত বা সহজাত স্বভাবের একটি। নবি ﷺ রাতে সালাত আদায় করতে ঘুম থেকে উঠেই খুব ভালোভাবে মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।*

ইমাম নাওয়াউই তার সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, সকল অবস্থায়ই মিসওয়াক ব্যবহার করা মুস্তাহাব, বিশেষ করে যখন মুখে দুর্গন্ধ থাকে। তিনি বলেন, মুখে দুর্গন্ধ অনেক কারণেই থেকে পারে, যেমন খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকা, দুর্গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খাওয়া, অনেক্ষন চুপ করে থাকা কিংবা বেশি কথা বলা ইত্যাদি।†

সহবাসের আগে মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করা কোন স্বামীর জন্যেই উচিত নয়। ধুমপানকারী-সহ যাদের নিয়মিত অরুচিকর দ্রব্যের স্বভাব আছে তাদের এসবের ক্ষেত্রে আলাদা সতর্কতা প্রয়োজন। নাহলে স্ত্রীর সকল কামনা বাসনাই উবে যেতে পারে।

পোশাক-আশাক

নিজের পোশাক পরিচ্ছদের দিকেও নজর দেয়া উচিত প্রত্যেক স্বামীর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইস্ত্রিকৃত পোশাকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ যেমন নিজে সুন্দর তেমনি তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। স্বামীর উচিত নিয়মিত নিজের পোশাক পরিবর্তন করা। ময়লা কাপড়ে চলাফেরা করা মোটেও ঠিক নয়। কিছু কিছু স্বামী তো আবার অফিসের কাপড়েই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেন অথচ তা স্ত্রীদের খুবই অপছন্দনীয়। এমনকি এটা তার স্বার্থপরতারও বহিঃপ্রকাশ। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, নবি ﷺ এক লোককে নোংরা কাপড়ে দেখে বলেছিলেন, 'সে কি তার কাপড় ধোবার জন্য কিছুই পেল না?'‡

সুন্দর পোশাক পরে পরিপাটি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন,

* সহিহ মুসলিম ২৫৫

† মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ৩৩৪

‡ সুনানে আবু দাউদ ৪০৫৯

> *"তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাচ্ছো। তোমাদের বাহনগুলো ঠিকঠাক করে নাও। পোশাক পরিপাটি করো। যেন সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে আলাদা করে চেনা যায়। আল্লাহ নোংরা ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না।"**

একবার নবি ﷺ সাহাবিদের বলেছিলেন, "যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে ঢুকতে পারবে না।"

এক লোক বললেন, "মানুষ তো চায় তার জামাকাপড় সুন্দর থাকুক। তার জুতোজোড়া সুন্দর হোক।"

নবিজি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকার মানে সত্যকে অস্বীকার। মানুষকে ঘৃণা করা।" †

নিজেকে পরিষ্কার রাখা ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা সুন্নারে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও সুন্দর পোশাক পরে দেখা করতে হবে। তা হলে তাকে দেখতে সবারই ভালো লাগবে। তার সাথে থাকতেও সবাই পছন্দ করবে। এরকমভাবে না চললে কেউ তাকে পাত্তাই দিবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ।

ইমাম ইবনুল-জাওজি 'সায়্যিদুল খাতির' গ্রন্থে বলেন, স্বামীর অপরিষ্কার থাকা স্ত্রীর অপছন্দের কারণ হতে পারে। স্বামীর সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করতে সে বিব্রত বোধ করতে পারে। কিন্তু এমন থেকে থাকলে এক সময় স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলবে। অন্যদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। নারী তো পুরুষদেরই অর্ধাঙ্গিনী। যেমনিভাবে স্ত্রীর কোনকিছুতে স্বামীর অপছন্দ থাকতে পারে, তেমনি স্বামীরও কোনকিছু স্ত্রীর অপছন্দনীয় থাকতে পারে। ‡

চুল-দাড়ি

মাথার চুল ও দাড়িও পরিষ্কার পরিপাটি করে রাখা উচিত। স্বামীর উচিত নিজের চুলে তেল দেয়া। নিয়মিত আঁচড়ানো। মাথার চুলের যত্ন নিতে না পারলে তা ছোট

---

* সুনানে আবু দাউদ ৪০৮৬, মুসনাদে আহমাদ ৪:১৮০

† সহিহ মুসলিম ৯১

‡ সায়্যিদুল খাতির ১৪১, ১৪২

করে ফেলা অথবা পুরোই ফেলে দেয়া যেতে পারে। দাড়িকে আঁচড়িয়ে আর পারলে তেল দিয়ে পরিপাটি করে রাখতে হবে। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"যার চুল আছে সে যেন তার যত্ন নেয়।"**

একবার উসকোখুশকো চুলের এক লোককে দেখে নবি ﷺ বললেন,

> *"লোকটি কি তার চুলগুলো আঁচড়ানোর জন্য কিছু পেল না?"†*

নবিজির চুলদাড়ি যত্নের ব্যাপারে আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেছেন,

> *"আল্লাহ রসুল প্রায় সময়ে তাঁর মাথায় তেল দিতেন। দাড়ি আঁচড়াতেন। নিয়মিত কিনা ব্যবহার করতেন (তেল শুষে নেবার জন্য মাথার ওপর রাখা এক কাপড়)। সেই কাপড়টা তেলবিক্রেতার কাপড়ের মতো চটচটে হতো।"‡*

মাথার চুল আর দাড়ি রঙ করাও অনুমোদিত যদি সেগুলোর. উপাদান হালাল হয়। চুল-দাড়ি রঙ করার জন্য সবচেয়ে ভালো বস্তু হলো মেহেদি। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"সাদা চুল বদলানোর সেরা রং মেন্দি আর কাত্‌ম (এক ধরনের লাল রঙের গুল্ম)।"§*

কিন্তু পাকা চুলে একদম কালো রঙ করা অনুমোদিত নয় । বা কম করে হলেও মাকরুহ (অপছন্দনীয়)—স্ত্রীর জন্য করলেও। এটা বেশিরভাগ হানাফি ও শাফিয়ি আইনবিদদের মত।¶ নবি ﷺ বলেছেন,

> *"...চুলে কালো রং দেয়া থেকে বিরত থাকবে।"***

---

* সুনানে আবু দাউদ ৪১৬০
† সুনানে আবু দাউদ ৪০৫৯
‡ শামায়েলে তিরমিজি ৩৩
§ সুনানে তিরমিজি ১৭৫৩
¶ রদ্দুল মুহতার এবং মাজমু
** সহিহ মুসলিম ২১০২

গালের ওপরে, গলায় বা কণ্ঠনালিতে যে-চুল গজায় তা দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয়। চেয়ালের হাড়ের অংশে যে-চুল গজায় সেটাই দাড়ি। কেউ যদি চোয়াল বাদে অন্য অংশে গজানো চুল ছাঁটে বা ছোট করে তবে সেটা অনুমোদিত।*

গোঁফ হয়ে চেছে ফেলতে হবে, অথবা ছেঁটে রাখতে হবে। ওপরে যে-হাদিসে মানুষের স্বভাবধর্মের ১০টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে সেখানে গোঁফ ছাঁটার কথাও বলা হয়েছে। গোঁফ ছোট রাখা সুন্নাত। উপরের ঠোঁট ঢেকে যায় এমন বড় করে গোঁফ রাখা নিন্দনীয়। এটা অস্বাস্থ্যকরও বটে কারণ খাবার সময় গোঁফে তা লেগে থাকতে পারে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুম্বনের সময় বিষয়টি অত্যন্ত অস্বস্তিকরও।

আলিমেরা গোঁফ ছোট রাখার ব্যাপারে একমত। কিন্তু কতটুকু ছোট রাখবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ পুরোপুরি ছেঁটে ফেলার পক্ষে আবার কেউ বলেন ততটুকু ছোট করলেই হবে যেন ঠোঁটের উপরিভাগ ঢেকে না যায়। এই মতভেদ নবিজির হাদিসের ভিত্তিতেই। এক হাদিসে মোচ ছোট করতে বলা হয়েছে। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে ফেলে দিতে।

হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু জাফর তাহাউই 'শার্‌হু মাআনিল-আসার' বইতে লিখেছেন, গোঁফ ছোট করার চে একেবারে ছেঁটে ফেলাই বরং মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। তিনি বলেছেন, এটা ইমাম আবু হানিফা ও তার প্রধান দুই ছাত্রের মত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে তিনি এটাও দেখান, সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আবু হুরায়রা, আবু সায়িদ খুদরি, আবু উসাইদ সাঈদি, রাফি ইবনু খাদিজ, জাবির বিন আবদুল্লাহ, আনাস বিন মালিক-সহ আরো অনেক সাহাবা এমনটি করতেন।†

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ মোচ এত ছোট করতেন যে তার চামড়ার সাদা অংশ দেখা যেত। ‡

* রদ্দুল মুহতার ৬:৪০৭, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫:৩৫৮
† শারহ মা'আনিল আসার ৪:২৩০-২৩১
‡ সহিহ বুখারি ৫:২২০৮

আবার ইমাম মালিকের মতে মোচ একেবারে ছেঁটে ফেলা নিন্দনীয়। বরং ঠোঁটের ওপরের অংশে এসে পড়বে না এমন ছোট করে রাখা সুন্না।* শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম নাওয়াউইর মতও এটা।†

হান্‌বালি মাজহাব বলে, গোঁফ একেবারে কামানো অথবা ছোট করা—দুটোই সুন্নাহ। কেউ চাইলে দুটোর যেকোনটাই করতে পারেন।‡

মোচ রাখা না রাখা নিয়ে এরকম ছোটখাটো মতভেদ আছে। কিন্তু মোচ যে ঠোঁটের ওপরে এসে পড়তে পারবে না, সে নিয়ে সব আইনবিদ একমত। কারণ, নবি ﷺ বলেছেন,

> *"যে তার গোঁফ ছাঁটে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"*§

যাদের লম্বা গোঁফ রাখার অভ্যাস আছে তারা সতর্ক হোন। গোঁফ ঠোঁটের ওপর আসার ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি আছে। মোচ ছোট রাখা নবিদের আদর্শ। দেখতেও ভালো লাগে।

আর গোঁফের সম্প্রসারিত অংশ অর্থাৎ দাড়ি আর গোঁফের সংযোগস্থলের চুলগুলো গোঁফেরই অংশ বলে বিবেচিত। তাই সেগুলো ফেলে দিতে ক্ষতি নেই।¶

বগলের লোম, নখ

নিজের বগল আর লজ্জাস্থানের লোম নিয়মিত পরিষ্কার করায় স্বামীকে মনোযোগী হতে হবে। এসব জায়গায় লোমের কারণে ঘাম আর ময়লা জমে শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এই দুই জায়গার লোম পরিষ্কার করা মানুষের স্বভাবধর্মের ১০টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলো বড় হয়ে যাওয়া মাকরুহ বা অপছন্দনীয়।

সপ্তাহে একদিন বিশেষত শুক্রবার বগল আর লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করা ভালো। অথবা দুতিন সপ্তাহ দেরি করলেও সমস্যা নেই। কিন্তু এর বেশি

---

* মুয়াত্তা মালিক ২:৫০৭
† মাজমু' শারহ মুহাযযাব ১:১৫৯
‡ ইবনুল কায়্যিম, যাদ মাআদ ১:১৭৩
§ সুনানে তিরমিজি ২৭৬১ ও মুসনাদে আহমাদ। ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।
¶ ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৫৮

সময় ধরে পরিষ্কার না করলে তা নিন্দনীয়। আর চল্লিশ দিন পার করলে পাপ হবে।*

হাত-পায়ের নখও বেশি বড় রাখা উচিত নয়। এর ভেতরে সহজেই ময়লা জমে। নখ কাটাও মানুষের স্বভাবধর্মের মধ্যে পড়ে। আর তাই দুসপ্তাহের বেশি নখ না কাটা নিন্দনীয়। আর চল্লিশ দিন পার করলে পাপী হবে।†

আনাস ইবনু মালিক বলেন,

> *"গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা আর নাভির নিচের লোম ছেঁচে ফেলার জন্য আমাদের সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছিল যেন চল্লিশ দিনের বেশি দেরি না করি।"‡*

সুন্দর ব্যবহার, অনুরাগ

মিলনের আগে স্বামীর মানসিক প্রস্তুতির মধ্যে আছে নম্র ব্যবহার, প্রেমময় কথা, আদর-সোহাগ ইত্যাদি। ইসলাম সব সময় স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করতে নির্দেশ দেয়, তা হলে সহবাসের আগে কেন নয়? মহান আল্লাহ বলেছেন,

> ওদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। হতেই তো পারে তোমরা তাদের
> যে-দিকটা অপছন্দ করছ, তাতেই আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।§

নবি ﷺ স্বয়ং তাঁর কথা আর কাজের মাধ্যমে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের গুরুত্ব দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> *"তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।"¶*

স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার কেমন হবে তার জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন নবিজি। তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত অমায়িক ভদ্র ব্যবহার করতেন। ছিলেন বন্ধুর মতো।

* ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৫৭-৩৫৮
† প্রাগুক্ত
‡ সহিহ মুসলিম ২৫৮
§ কুরআন ৪:১৯
¶ সুনানে তিরমিজি ১১৬২

তাদের ভালোবাসতেন। কখনো হাসিঠাট্টা করতেন। তাদের ভালোমন্দ বিবেচনা করতেন। বহু হাদিসে স্ত্রীদের সাথে তাঁর ব্যবহারের আদর্শ আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন,

> *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।"**

স্ত্রীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার ইসলামের সাধারণ নীতি। সহবাসের আগে তো সেটা আরও বেশি দরকার। শয়নকক্ষের বাইরের আচরণ স্বাভাবিকভাবে ভেতরের আচরণে প্রভাব ফেলবে। স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করতে স্বামীকে কোমল হতে হবে। কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে অন্তরের ভালোবাসা। নারীরা কিন্তু কথাতেই পটে। তাই আপনার কথা তার মনে কী ছাপ ফেলছে সেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ছোটখাটো প্রতিটি কাজ অতি জরুরি। সুন্দর অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোর জন্য এগুলো খুব দরকার। কুরআনেও এর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

> তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসলি জমিনের মতো। (সম্মতি নিয়ে) যেভাবে তোমাদের ইচ্ছে তাদের সঙ্গে মেলো। নিজেদের জন্য (ভালো কিছু) সামনে পাঠিয়ে রাখো। আল্লাহর (বিধি-বারণ) সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হও। †

কুরআনের কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারদের মতে এখানে "নিজেদের জন্য (ভালো কিছু) সামনে পাঠিয়ে রাখো" বলতে বোঝায়, সহবাসের আগে করা কিছু কাজকে। যেমন সঠিক উদ্দেশ্য, দুআ পাঠ, আগ্রহ বাড়াতে এবং বিষয়টিকে আরও সহজ করতে কিছু প্রণয়। ‡

যেসব স্বামী স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে আবার সহবাস করার ধৃষ্টতা দেখায়, নবি ﷺ তাদের এমন আচরণকে চরম অসম্মানজনক বলেছেন:

> *"...তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে বউকে ক্রীতদাসীর মতো পেটাও। তারপর রাতে আবার সহবাস করে!"§*

---

* সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯৭৭

† কুরআন ২:২২৩

‡ তাফসির আবি সাউদ ১:১২৩, তাফসিরে কাশশাফ ১:২৯৪

§ সহিহ বুখারি ৪৬৫৮,সহিহ মুসলিম ২৮৫৫, বুখারির শব্দে

স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথেই আবার সহবাস করার ধৃষ্টতা দেখে নবিজি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন,

> *"মদ্দা ঘোড়ার মতো স্ত্রীকে পিটিয়ে কেউ আবার কীভাবে তার সাথে অন্তরঙ্গ হয়?"**

অর্থাৎ, স্ত্রীর সাথে কর্কশ আর মারমুখো ব্যবহারের পর কোনো স্বামী কীভাবে তার সাথে সহবাসের আশা করতে পারে?

মুসলিম স্বামীদের অবশ্যই এদিকে সাবধান থাকতে হবে। কিছু কিছু স্বামী তো শোবার ঘরের বাইরে তাদের স্ত্রীদের সাথে কোনো ভালো আচরণ করতেই পারে না। কিন্তু যখনই মিলনের সময় আসে তখন উলটে যায়, যেন ভালোবাসা গলে গলে পড়ে। এটা শুধু তার স্বার্থপরতাই নয় বরং স্বামীর কাছে তার স্ত্রীর সত্যিকারের মূল্যও দেখিয়ে দেয়।

জৈবিক সম্পর্কের আগে যথেষ্ট কোমল থাকা, প্রণয় প্রকাশ সুন্নাহ। কী কথায় কী কাজে স্ত্রী উদ্বুদ্ধ হবে, স্বামীকে সেগুলো খুঁজে ব্যবহার করতে হবে। অন্তরঙ্গে সম্পর্কের বেলায় স্ত্রী তখন নিজে থেকে আগ্রহী হবে।

---

* সহিহ বুখারি ৫৬৯৫

প্রণয়

সহবাসের শারীরিক মানসিক প্রস্তুতির পর প্রণয় দিয়ে মিলন শুরু করা উচিত। মিলনের আগে যাবতীয় যৌন কাজ প্রণয়ের অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে সেটা ভালোবাসার কথা। কিংবা একে অপরকে কাছে চাওয়ার ইশারা। তবে এই অধ্যায়ে আমরা শুধু প্রণয়ের শারীরিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলব।

প্রণয়ের গুরুত্ব

সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য প্রণয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি কখনো অবহেলা করা যাবে না। আনন্দদায়ক মিলনের জন্য একজন আরেকজনকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা উচিত।

প্রণয় উভয়ের জন্যই দরকার। তবে স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করতে স্বামীর জন্য এটা করা বেশি প্রয়োজন। নারীরা পুরুষদের মতো মুহূর্তেই উত্তেজিত হয় না। তাদের অনেক বেশি সময় লাগে। তাই স্ত্রীকে অপ্রস্তুত করে সহবাস করলে সে নিজের চাহিদা মেটাতে পারলেও, তার চাহিদা পূরণ হবে না। সব সময় এরকম হলে স্ত্রী হতাশ হবে। দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরবে।

স্ত্রীকে উত্তেজিত করতে স্বামীর একটু ধৈর্য ধরে সময় নেয়া উচিত। যখন সে দেখবে স্ত্রী তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত শুধু তখনই সে মিলিত হবে। স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট রেখে শুধু নিজের চাহিদা পূরণ করা স্বামীর অহংকার প্রকাশ করে। এরকম স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের আসলে ভালোবাসে না। তারা কেবল নিজের আনন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট।

আল্লাহর রসুল ﷺ দম্পতির মধ্যে প্রণয় উৎসাহিত করেছেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি এক যুদ্ধে নবিজির সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'বিয়ে করেছ?'

"আমি উত্তর দিলাম, 'জি, করেছি।'

"'কুমারী না অকুমারী?'

"'অকুমারী।'

"'কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তুমি তার সাথে আনন্দ করতে পারতে। সেও তোমার সাথে আনন্দ করতে পারত।'" *†

এক বর্ণনায় নবি ﷺ বলেছেন,

> *"তির ছোড়া, নিজের ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, স্ত্রীর সাথে খেলাধুলো ছাড়া মুসলিমদের সব খেলাধুলো অনর্থক। ওগুলো প্রশংসনীয় কাজ।"*‡

ইমাম গাজ্জালি 'ইহ্ইয়া উলুমুদ্দিন', ইমাম দায়লামি 'মুসনাদ আল-ফিরদাউস' বইতে উল্লেখ করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন,

> *"তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রী কাছে 'বার্তাবাহক' ছাড়া পশুর মতো না আসে।" জিজ্ঞেস করা হলো, বার্তাবাহক কী? তিনি বললেন, 'চুম্বন ও [প্রণয়ঘটিত] কথা।'*§

* সহিহ বুখারি ১৯৯১

† এই হাদিসটি কোনভাবেই অকুমারী বিয়ে অনুৎসাহিত করে না। বরং নবি ﷺ নিজেই বহু অকুমারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রিয়তম প্রথম স্ত্রী খাদিজা কেবল অকুমারী ছিলেন না বরং তাঁর চেও বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তাই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অকুমারী কিংবা বিধবা বিয়ে করাতে কোনোই সমস্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে নবি ﷺ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথাটি বলেছিলেন। তাই সহিহ মুসলিম (৭২৫)-এর বর্ণনায় জাবির ﷺ নবিজিকে পরে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার কয়েকটি (অবিবাহিতা) বোন রয়েছে। তাই আমার আশংকা হল যে, বধূ (কুমারী হলে সে) আমার ও বোনদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা। নবি ﷺ বললেনঃ তবে তা-ই-ঠিক। মহিলাকে বিয়ে করা হয় তার দ্বীনদারীর কারণে, তার সম্পদের কারণে ও তার রূপ-লাবণ্যের কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও, (যদি এটা না কর তবে) তোমার দু'হাত ধূলিমাখা হোক।

‡ সুনানে তিরমিজি ১৬৩৭, সুনানে ইবনু মাজাহ ২৮১১, মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৩৩

§ ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৫, দুর্বল সনদে

ইমাম ইবনুল-কাইয়্যিম জাওযিয়্যা লিখেছেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ বলেছেন, "নবি ﷺ প্রণয় ছাড়া সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন।" *

প্রখ্যাত হান্‌বালি আইনবিদ ইবনু কুদামা 'আল-মুগনি'তে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটিতে নবি ﷺ বলেছেন,

> *"তুমি যেমন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছ, তোমার স্ত্রীও সেরকম অনুভব করার আগে মিলন শুরু কোরো না। পাছে এমন না হয় যে তুমি তার আগেই ইচ্ছে পূরণ করে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে।"†*

উপরের বর্ণনাগুলোতে দম্পতির মধ্যকার প্রণয়ের গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। নবি ﷺ যে শুধু এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন তা নয়, তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীদের সাথে প্রণয় করেছেন। সামনের কিছু আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম বলেন, প্রণয় সহবাসের আগে হওয়া উচিত। আর প্রণয় হয় চুম্বন ও জিহ্বা চুষে। নবি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে প্রণয় করতেন। তাদের চুম্বন করতেন। ‡

ইমাম মুনাউই বলেন, সহবাসের আগের প্রণয় ও আবেগ-মাখা চুম্বন জোরাল সুন্নাহ বা সুন্নাহ মুআক্কাদা। এমনটি না করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। §

কেউ কেউ এই প্রণয়কে অনুচিত আর ধার্মিকতার প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে। তাদের কাছে, পরহেজগারিতা হলো এসব থেকে দূরে থাকা। অথচ তা মোটেও ঠিক নয়। নবিজির চে পরহেজগার আর কে আছে? তিনি শুধু প্রণয় উৎসাহিতই করেননি বরং নিজেও স্ত্রীদের সাথে করেছেন। ইসলামে সন্নাসবাদের স্থান নেই। অতএব এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা ধার্মিকতার পরিচায়ক হতে পারে না। ইসলাম হলো কার্যকর ও বাস্তববাদী জীবনব্যবস্থা যা বৈধ ও অনুমোদিত পদ্ধতিতে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে অনুমোদন দেয়।

ফোরপ্লে বা প্রণয় বিভিন্ন ধরনের রূপ নিতে পারে। প্রতিটি দম্পতি পৃথক ও অনন্য হওয়ায় তাদের কিসে উত্তেজিত করে সেটা নিজেদেরই খুঁজে নেয়া ভালো।

* আত তিব্ব আন নাওয়াউই ১৮১, দুর্বল সনদে

† মুগনি ৮:১৩৬

‡ আত তিব্ব আন নাওয়াউই ১৮০

§ ফয়যুল কাদীর শারহ জামেয়ুস সগীর ৫:১১৫

কিন্তু অবশ্যই নিষিদ্ধ কাজগুলো ব্যতিরেকে। এরপরেও কিছু সাধারণ নির্দেশিকা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে:

চুম্বন

সঙ্গীকে চুমু দেয়া প্রণয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নবিজির সুন্নাহ। আয়িশা ﷺ বলেছেন,

> *"নবি ﷺ তাঁর এক স্ত্রীকে চুম্বন করে [বাড়িতে] অজু না করেই মাসজিদে চলে গেলেন।"*

বর্ণনাকারী উরওয়া মা আয়িশাকে জিজ্ঞেস করেন, সেটা নিশ্চয় আপনি? কথাটি শুনে আয়িশা ﷺ মুচকি হাসেন।*

হাদিসটি স্ত্রীকে চুমু দেবার প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি ঘরে ঢোকার ও বের হবার সময়ে তাকে চুমু দেবার গুরুত্বের প্রতিও নির্দেশ করে। প্রিয় নবিজির সুন্নাহও ছিল এটি। অতএব বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে স্নেহভরে চুমুর মাধ্যমে অভিবাদন করা উচিত। ঘরে ঢুকেই খাবার প্রস্তুত কিনা বা কেউ ডেকেছিল কিনা এমন প্রশ্ন করা বেমানান।

আবেগমাখা চুম্বন নবিজির সুন্নাহ। আয়িশা ﷺ বলেছেন

> *"নবি ﷺ রোজা থাকা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন। তার জিহ্বা চুষতেন।"†‡*

---

* সুনানে তিরমিজি ৮৬, সুনানে আবু দাউদ ১৮১, সুনানে নাসায়ী ১৭০

† সুনানে আবু দাউদ ২৩৭৮

‡ হানাফি-সহ বেশিরভাগ আইনবিদদের মত হলো, রোজা অবস্থায় যদি এমন চুম্বন করা হয় যাতে লালা আদান-প্রদান হয়ে যায় তা হলে রোজা ভেঙে যাবে। সেই রোজার কাজা ও কাফফারা আদায় করতে হবে। (মারাকি ফালাহ ৬৬৭)।

আর রোজা অবস্থায় নবিজির স্ত্রীকে প্রগাঢ় চুম্বনের ক্ষেত্রে আলিমেরা ব্যাখ্যা করেন, প্রথমত, নবি ﷺ কখনো এমন সময়ে লালা গিলে ফেলতেন না। জিহ্বা চোষার এরকম অবস্থা অত্যন্ত সংযত ছিল যেন লালা আদান-প্রদান বা গিলে ফেলা না হয়। দ্বিতীয়ত, এটা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, জিহ্বা চোষা এখানে রোজার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং হাদিসটির অর্থ এমন করা যায় যে, নবি ﷺ রোজা রেখেও আয়িশাকে চুমু দিতেন। আর সাধারণত যখনই চুমু দিতেন তখন তা অত্যন্ত অনুভূতিসহ হতো। সাথে তিনি তার জিহ্বাও চুষতেন (কিন্তু রোজা অবস্থায়ই যে চুষতেন তা আবশ্যক নয়)। (ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি ৪:১৯৫, খলিল আহমাদ সাহারানপুরি, বাজলুল-মাজহুদ ফি হালি আবি দাউদ ১১:২০২-২০৩)

ঠিক এভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের উচিত প্রণয়ের সময় আবেগসহ একজন আরেকজনকে চুমু দেয়া। আর এতে লালা আদান-প্রদান হলেও সমস্যা নেই। এমন অবস্থায় একজন আরেকজনের জিহ্বা চোষা শুধু অনুমোদিতই নয়, নবিজির সুন্নাহ। চাইলে ঠোঁটের উপর বা নিচের অংশও চোষা যেতে পারে। এমনকি অন্যজন ব্যাথা না পেলে হালকা কামড়ও দেয়া যেতে পারে।

চুম্বন শুধু ঠোঁট আর মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চাইলে গাল, কপাল, নাক, কানের পেছনে বা কানের লতি চোষা, চোখের পাতা, ঘাড়ের পেছনে, হাতের তালু, কব্জি, আঙুল, বাহু, পেট, নাভি, বুক, স্তন, পিঠ, হাঁটুর পেছনের অংশ, উরু ও পা-সহ শরীরের অন্য অঙ্গেও চুমু দেয়া যায়। অর্থাৎ, সঙ্গীর পুরো শরীরে চুমু দেয়া যাবে। চুমুর পাশাপাশি চোষাও অনুমোদিত।

লজ্জাস্থানের আশপাশে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অপবিত্র কিছু মুখে না লাগে। কারণ, অপবিত্র বস্তু গিলে ফেলা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। তাই লজ্জাস্থানের বেশি কাছে মুখ নিয়ে না যাওয়াই উত্তম। এটি 'ওরাল সেক্স' অধ্যায়ে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

সঙ্গীর গায়ে হালকা কামড় দিলে বা চুষলে অনেক সময় দাগ বসে যায়। এগুলো চামড়ার নিচে রক্তনালি ফেটে যাবার কারণে হয়। মানুষভেদে দাগগুলো ৪ থেকে ৫ দিনের মতো থাকে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রকাশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শনের অনুমতি নেই। তেমনি সহবাসের প্রকাশ্য ইঙ্গিত দেয় এমন কোন কাজও পছন্দের নয়। ইসলাম সর্বদা বিনয় আর মর্যাদার উপর জোর দেয়। যেসব কাজ অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে সেগুলোতে বাধা দেয়।

একবার নবি ﷺ একজন আনসারি সাহাবার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার ভাইকে লজ্জা নিয়ে বকছিলেন। নবি ﷺ তাকে বললেন,

> *"তাকে ছেড়ে দাও। লজ্জা তো ইমানের অঙ্গ।"**

নবি ﷺ বলেছেন,

---

* সহিহ বুখারি ২৪

> *"কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে জঘন্য হবে সেই লোক যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, স্ত্রীও তার সাথে সহবাস করে, তারপর সে তার গোপন কথাটি প্রকাশ করে দেয়।"**

এর ভিত্তিতে বলা যায়, যদি শরীরে এমন কোন জায়গায় লাভ বাইট বা প্রণয়-চিহ্ন থাকে যা সাধারণত ঢেকে থাকে—যেমন পেট অথবা পিঠ—তা হলে সমস্যা নেই। কিন্তু যদি সেই দাগ শরীরের খোলা জায়গায় পড়ে যা দেখে লোকজন তাদের মধ্যকার কাজকারবারের ব্যাপারে ধারণা করতে পারে তা হলে সেটার অনুমতি নেই। যদি প্রণয়-চিহ্ন ঘাড়ে থাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন অন্যদের সামনে প্রকাশ না পায়। ঢেকে ঢেকে রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রণয়-চিহ্ন দেখিয়ে বেড়ানো ইসলামের রীতিবিরুদ্ধ। তাই এরকম আচরণের অনুমতি নেই।

স্তনে চুমু, চোষা বা প্রেমভরে স্পর্শ অন্যতম অনুমোদিত কাজ। স্ত্রীকে তৃপ্তি দিয়ে উত্তেজিত করার উত্তম উপায়। স্বামী যেন এটাকে ছোট করে না দেখে।

কোনো কোনো মাজহাবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর দুধ পানে বাধা দেয় না। তবে হানাফি মাজহাবে স্ত্রীর দুধ পান করা স্বামীর জন্যে অনুমোদিত নয়। আর ইচ্ছে করে তা করলে পাপ হবে। ইমাম হাসকাফি বলেছেন,

> *"এটি (দুধ) মানুষেরই একটি অংশ। সত্যিকারের প্রয়োজন ছাড়া এটি ব্যবহার করা বৈধ নয়।"†*

এটা প্রমাণ করে, প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া মানব শরীরের কোন অংশ থেকে উপকার নেয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু বাচ্চার জন্য মায়ের দুধপান অবশ্যই ব্যাতিক্রম, যেহেতু এর প্রয়োজন আছে। যদি স্ত্রীর স্তনে দুধ থাকে, আর সেটা স্বামীর মুখে চলে যাবার আশংকা থাকে,তা হলে তা চোষা উচিত নয়। আর যদি মুখে ঢুকেই যায় তা হলে সাথে সাথেই ফেলে দিতে হবে।

জেনে রাখা ভালো, ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর দুধপান স্বামীর জন্য অননুমোদিত। কিন্তু এতে বিয়ের কোনো ক্ষতি হয় না। অনেকেরই ভুল ধারণা, স্ত্রীর দুধপান করলে বিয়ে ভেঙে যায়। দুধপানের যেই নিয়মে একজন মহিলা দুধমা হন সেটা

---

* সহিহ মুসলিম ১৪৩৭

† রদ্দুল মুহতার ৩:২১১

শুধু সেসব শিশুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের বুকের দুধ খাবার বয়স আছে। অতএব, এরপর খেলে এই নিয়ম বর্তাবে না।

আয়িশা ﷺ বলেন, "একবার নবি ﷺ আমার বাসায় এলেন। তখন আমার ঘরে জনৈক জনৈক ব্যক্তি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটা কে, আয়িশা?'

"আমি বললাম, 'আমার দুধ-ভাই।'

"'আয়িশা, কে তোমার সত্যিকার দুধ-ভাই তা যাচাই করে নিয়ো। দুধপানের বয়স ছাড়া অন্য সময়ে দুধপানের কারণে সম্পর্ক বৈধ হয় না।'" *

এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মাজহাব বলে, প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে স্তন্যপান করানোর কোনো শারয়ি তাৎপর্য নেই। †

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। স্ত্রীও চাইলে স্বামীর বুকে ও স্তনবৃন্তে চুমু খেতে পারে। চুষতে পারে। এতে কোন ইসলামি বাধানিষেধ নেই।

অনেকে প্রশ্ন করেন সঙ্গীর শরীরে খাবার রেখে তা চেটে খাওয়া যাবে কি না। এটি ইসলামি শিষ্টাচার, নৈতিকতা-পরিপন্থি কাজ। খাবার হাতের ব্যবহার ছাড়া সরাসরি মুখ দিয়ে তুলে খেতে হয় না। এছাড়াও খাবারের অনেক আদব ও সুন্নাহ আছে যা এমন করলে আমল করা যায় না। খাদ্য সুমহান আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই শারিআ খাদ্য গ্রহণের কিছু আদব আমাদের শেখায়। যেমন খাবার আগে আল্লাহর নাম নেয়া, খাবার শেষে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন, ডান হাতে খাওয়া, নিজের কাছের বা সামনের থেকে খাবার নেয়া, কোথাও ভর না দিয়ে বসে খাওয়া ইত্যাদি।

অতএব খাদ্যকে কোনভাবে অসম্মান, যেমন শরীরের উপর—বিশেষ করে লজ্জাস্থানের কাছে—খাবার রাখা ইসলামের সাথে যায় না। তাই সবাইকে এরকম কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা ছাড়াও বহু অনুমোদিত উপায় আছে যা দিয়ে প্রণয় করা যায়।

---

* সহিহ বুখারি ২৫০৪,সহিহ মুসলিম ১৪৫৫

† মুগনি ৯:২০১-২০২

প্রণয়-স্পর্শ

প্রণয়ের অংশ হিসেবে একজন আরেকজনকে আলতো করে স্পর্শ কিংবা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে পারে। এটা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উত্তম মাধ্যম। চাইলে খুব সুন্দর করে ভালোবাসার সাথে সংবেদনশীলভাবে সঙ্গীর হাত, ঘাড়, পিঠ, পেট, উরু, পা-সহ সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়েও উত্তেজিত করা যায়। এর জন্য তেল বা পাউডারও ব্যবহার করা যায়।

শাইখ আলি মুত্তাকি হিন্দি, 'কানজুল-উম্মাল' বইতে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। নবিজির বরাত দিয়ে হাদিসটিতে বলা হয়েছে,

> *"স্বামী যখন স্ত্রীর দিকে [ভালোবাসার] চোখে তাকায়, স্ত্রীও তাকায়, সুমহান আল্লাহ তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন। স্বামী যখন তার হাত ধরে, তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাদের পাপ ঝরে পড়ে।"**

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরস্পরের শরীরের কামোত্তেজক স্থানগুলো সম্পর্কে জানা দরকার। ব্যক্তিভেদে এই কামোত্তেজক অঙ্গের পার্থক্য থাকতে পারে। তবে সাধারণত মানুষের লজ্জাস্থান তার সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ। এছাড়া আছে কান, ঘাড়, স্তন, স্তনবৃন্ত, ঊরুর ভেতরের অংশ, হাঁটুর পেছনে, নিতম্ব, পায়ের গোড়ালি, পায়ের আঙুল। শরীরের এসব অঞ্চল ছুঁয়ে সঙ্গীকে উত্তেজিত করা উচিত। মনে রাখতে হবে, সঙ্গীকে খুশি ও আনন্দ দেয়াও কিন্তু ভালো কাজ। এর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ।

সঙ্গীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বা তা ধরে আলতোভাবে আদর করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। বরং তা প্রণয় বা ফোরপ্লে হিসেবেই ধরা হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের লজ্জাস্থানে হাত বুলিয়ে উত্তেজিত করতে পারে। বিশেষ করে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উপর ক্লিটোরিস (Clitoris) বা ভগাঙ্কুর নামক ছোট আর অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থানটি স্পর্শ করলে খুব উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের সৃষ্টি হয়।

হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ বই 'ফাতওয়া হিন্দিয়া'তে আছে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন,

* কানযুল উম্মাল ফি সুনানে আকওয়াল ওয়াল আফ ৪৪৪৩৭, দুর্বল সনদে

*"উত্তেজিত করতে যিনি স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করেন, আর স্ত্রী স্বামীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করেন, আমি তাদের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম, এতে কোনো সমস্যা আছে কি না। তিনি বলেছেন, 'বরং আমি মনে করি, এতে তারা উভয়েই পুরস্কারের ভাগীদার হবে।'"**

স্ত্রীর পুলকের জন্য স্বামী হাত ও আঙুল ব্যবহার করে স্ত্রীর লজ্জাস্থান মৈথুন করতে পারে। স্ত্রীও স্বামীর লজ্জাস্থান ধরে মৈথুন করে দিতে পারে। দুটোই শারয়িভাবে অনুমোদিত। স্বামীর জন্য বরং এটা করা বেশি দরকার যেহেতু স্ত্রীদের পুলকে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগে।

খ্যাতনামা হানাফি আইনবিদ ইমাম ইবনু আবিদিন 'রাদ্দুল-মুহতার' বইতে বলেছেন, পরস্পর পরস্পরকে হস্তমৈথুন করে দেবার অনুমোদন আছে। 'মিরাজ আল-দিরায়া'র উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীর হাত দিয়ে মৈথুন পাওয়া বৈধ।'†

ইমাম ইবনু আবিদিন নিজে হস্তমৈথুন করা আর সঙ্গীকে দিয়ে হস্তমৈথুন করার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের হাতে হস্তমৈথুন করা ইসলামে একেবারেই নিষেধ। অন্যদিকে স্ত্রীর হাত দিয়ে করার মানে হলো তার শরীরের কোনো একটি অংশ থেকে যৌন আনন্দ উপভোগ করা যেটা বৈধ। তার মতে নিজের হাত দিয়ে হস্তমৈথুন করার মতোই নিজের উরু, কোলবালিশ বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে মৈথুন করাও নিষেধ।‡

শরিয়তি শাস্তির (কিতাবুল হুদুদ) অধ্যায়ে আদ্দুররুল মুহতার বইয়ের মূল লেখক বলেন, কোনো লোক যদি পছন্দ করে যে স্ত্রী তার লিঙ্গ স্পর্শ করে বীর্যক্ষরণ করে দিবে, তা হলে তা অপছন্দনীয় হলেও তার উপর কিছু নেই। এর ব্যাখ্যা করে ইমাম ইবনু আবিদিন বলেন যে এখানে "অপছন্দনীয়" মানে হলো সামান্য অপছন্দ (মাকরুহ তানযিহী)। অর্থাৎ এতে কোনো পাপ নেই। এরপর তিনি সিয়াম বা রোজার অধ্যায়ে নিজের আলোচনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে স্ত্রীর হাতে হস্তমৈথুন পাওয়া শরিয়তে অনুমোদিত।§

* ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩২৮, একই কথা শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম খতিব শিরবিনি থেকে তার মুগনি মুহতাজ ৩:১৮১ গ্রন্থে বর্ণিত আছে

† রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ২:৩৯৯

‡ প্রাগুক্ত

§ রদ্দুল মুহতার ৪:২৭

এসব যুক্তি আর আগে বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, যেভাবে স্ত্রীর স্বামীকে হস্তমৈথুন করে দেয়া বৈধ ঠিক তেমনি এর উল্টোটাও বৈধ হবে। অর্থাৎ, স্বামীও তার স্ত্রীকে মৈথুন করে দিতে পারবে।

শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম গাযযালিও স্ত্রীর হাতে স্বামীকে হস্তমৈথুন করাকে বৈধতা দিয়েছেন।*

একজন আরেকজনের লজ্জাস্থান দেখার ক্ষেত্রে সকল মাজহাবেই তার বৈধতা দেয়া আছে। তবে না দেখা উত্তম। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই একজন আরেকজনের শরীরের সকল অংশ দেখার অনুমতি পেয়ে যায়।

মুআউইয়া বিন হাইদা বলেছেন, "আমি বললাম, আল্লাহর রসুল, আমাদের শরীরের কতটুক খোলা রাখা যাবে? কোন অংশের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে?"

আল্লাহর রসুল ﷺ বললেন,

> *"তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের দৃষ্টি থেকে তোমাদের নগ্নতা ঢেকে রাখবে...।"*†

উসমান বিন মাজউন ﷺ নবিজিকে "আল্লহার রসুল, আমার স্ত্রী আমার লজ্জাস্থানের দিকে তাকালে আমার লজ্জা লাগে।"

নবি ﷺ বললেন,

> *"এমন কেন হবে! আল্লাহ তোমাকে তার পোশাক বানিয়েছেন আর তাকে তোমার পোশাক...।"*‡

হানাফি মাজহাবের ইমাম বুরহান উদ্দিন মারগিনানি 'হিদায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, স্বামী স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে পারবে। কারণ, তার সারা শরীর দেখা স্বামীর জন্য অনুমোদিত। সেটা কামনার দৃষ্টিতে হতে পারে, আবার না-ও পারে। তিনি বলেন, "তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের দৃষ্টি থেকে তোমার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে।"—নবিজির এই হাদিসের ভিত্তিতে এই কথা বলা হয়েছে। স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা আর সহবাস দুটোই করা যায় যেহেতু দেখা

---

* ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৯

† সুনানে তিরমিজি ২৭৬৯, সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২০

‡ মুসান্নাফ ৬:৮৫, মুজামুল কাবির ৯:৩৭

তো আরো বেশি অনুমতি পাবার যোগ্য। তবে তিনি বলেন, একজন আরেকজনের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকানো ভালো।*

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ বলতেন, "সহবাসের সময় পূর্ণ পরিতৃপ্তির পাবার জন্য স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো ভালো।† তবে ইমাম আইনি বলেছেন, এই বক্তব্যটি ইবনু উমার থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত নয়।‡

শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম খতিব শিরবানি সঙ্গীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর অনুমতির কথা বলেছেন। কিন্তু সাথে এও যোগ করেছেন, প্রয়োজন ছাড়া তাকানো উচিত নয়। তারপর তিনি মা আয়িশার বরাতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন, "আমি কখনো আল্লাহর রসুলের লজ্জাস্থান দেখিনি। তিনি আমারটা দেখেননি।"§ তিনি আরো যোগ করেছেন, "লজ্জাস্থানের দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যায়" মর্মে যে-কথাটি হাদিস নামে পরিচিত, ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম ইবনুল-জাওজি প্রমুখ আলিমদের মতে বর্ণনাটি দুর্বল অথবা বানোয়াট।¶

সঙ্গীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর বৈধতার ব্যাপারে মালিকি এবং হান্‌বালি মাজহাব হানাফি ও শাফিয়ি মাজহাবের মতের সাথে একমত।**

সঙ্গীদের একজন আরেকজনের সামনে বিবস্ত্র থাকা অনুমোদিত। সমসাময়িক আলিম শাইখ মুহাম্মদ কানআন 'আল-মুআশারা আল-জাওজিয়া'তে লেখেন,

> *"কাপড় পরা অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা ঠিক নয়। বরং, সহবাসের আগে দুজনেরই পুরোপুরিভাবে বিবস্ত্র হওয়া উচিত। এটিই তাদের জন্য উত্তম।"*††

---

* হিদায়া ৪:৪৬১

† ফাতওয়া হিন্দিয়াতে ৫:৩২৮

‡ রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ৬:৩৬৭

§ সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২২, মুসনাদ আহমাদ ও অন্য

¶ মুগনি মুহতাজ ৩:১৮১

** মুগনি ৭:৪৫৮ (হান্‌বালি), হাশিয়া দাসুকি আলাল শারহুল কবির ২:৩৪১ (মালিকি)

†† মু'আশারা যাওজিয়া, পৃষ্ঠা ৬৪

হানাফি আলিমদের বরাত দিয়ে 'ফাতওয়া হিন্দিয়া'তে উল্লেখ আছে, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য পুরোপুরি বিবস্ত্র থাকা অনুমোদিত, যদি তারা তাদের ঘরে থাকে। অর্থাৎ যদি আর কেউ তাদের না দেখতে পায়।*

কোনো কোনো আলিম সহবাসের সময় বিবস্ত্র হলে চাদরে ঢেকে নেয়ার কথা বলেন। ইমাম গাজ্জালি বলেছেন, "স্বামীর উচিত নিজের আর স্ত্রীর উপরে একটি চাদর নিয়ে ঢেকে দেয়া।"† 'সুনানে ইবনু মাজা'য় বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে তারা এ-কথা বলেন। হাদিসটিতে বলা হয়, নবি ﷺ বলেছেন,

> *"তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, সে যেন নিজেকে ঢেকে নেয়। কেউ যেন গাধার মতো নগ্ন না হয়।"‡*

বিখ্যাত হাদিসবিদ জাইনুদ্দিন অবশ্য বলেছেন, হাদিসটির বর্ণনাসূত্র দুর্বল।§

হাদিসবিদ ইমাম মুনাউই বলেন,

> *"চাদর দিয়ে নিজেদের ঢেকে নেয়ার হাদিসটি মুস্তাহাব বর্ণনা করছে। কারণ, নিজেদের ঢেকে নেবার মাধ্যমে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সম্মান দেখানো হচ্ছে। তাই যদি কেউ এ অবস্থায় বিবস্ত্র হয় তা হলে তা নিষেধ না বরং অপছন্দনীয় (মাকরুহ তানজিহি)।¶*

মোটকথা, দম্পতির জন্য নিজেদের না ঢেকেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হওয়া হালকা অপছন্দনীয় হলেও অনুমোদিত। কিন্তু যদি বিবস্ত্র অবস্থায় নিজেদের চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় তা হলে কোনো সমস্যা নেই।

ছোঁয়া

প্রণয় মানে সঙ্গীর একে অপরকে জড়িয়ে ধরা। বাহু আলিঙ্গন। দুজন দুজনার সাথে একাকার হয়ে যাওয়া। বিবস্ত্র অবস্থায় হোক বা কাপড় পরে, একাজগুলো অন্তরঙ্গ মুহূর্তের জন্য জরুরি।

---

* ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩২৮

† ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৪

‡ সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২১

§ ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৫

¶ ফায়যুল কাদির শারহ জামিউস সাগির ১:৩০৮

মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন আসে। স্বামী কি স্ত্রীর লজ্জাস্থান বাদে শরীরের অন্য কোথাও নিজের লজ্জাস্থান ঘষে বীর্যপাত করতে পারবে কি না। স্ত্রীরাও পারবে কি না সেই প্রশ্নও আসে।

পারস্পরিক হস্তমৈথুন নিয়ে আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, এই কাজটি অনুমোদিত। ইমাম ইবনু আবিদিন 'রাদ্দুল-মুহতার'-এ ব্যাখ্যা করেছেন, স্ত্রীর উরু পেটে লজ্জাস্থান ঘষে বীর্যপাত করার অনুমোদন আছে। তবে কাজটা কিছুটা অপছন্দনীয়। এতে বীর্য নষ্ট হয়।*

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আইনবিদ শাইখ মুফতি মুহাম্মাদ শাফি উসমানি বলেছেন,

> *"কেউ প্রয়োজনে স্ত্রীর হাত বা অন্য অঙ্গের সাথে লজ্জাস্থান ঘষে বীর্যপাত করলে তা অপছন্দনীয় না; অনুমোদিত। এখানে প্রয়োজন মানে স্ত্রীর ঋতুস্রাব বা প্রসবোত্তর রক্তপাতের সময়ে স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা। এ-ধরনের প্রয়োজন ছাড়া হলে [অনুমোদিত; কিন্তু] কিছুটা অপছন্দনীয়।"†*

মূলনীতি হচ্ছে, বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছ থেকে অনুমোদিত উপায়ে আনন্দ নিতে পারবে। যেজন্য, পুলকে পৌঁছাতে একে অপরের শরীরে লজ্জাস্থান ছোঁয়ানোয় অনুমতি আছে। তবে কোনো প্রয়োজন না থাকলে এটি এড়ানোই ভালো। আর কাজটি যেন নিজের শরীরের সাথে না হয়। তা হলে কিন্তু সেটা হারাম হস্তমৈথুন হবে।

প্রণয়ের অন্যান্য উপায়

আমরা প্রণয় সম্পর্কিত সাধারণ ইসলামিক নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে, এসবের কিছু নতুন পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাও বর্তমানে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সেক্সটয়

সেক্সটয় হলো এমন এক জিনিস যা যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব জিনিস দম্পতি হস্তমৈথুন বা অন্য যৌন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করতে

---

* রদ্দুল মুহতার ২:৩৯৯ ও ৪:২৭

† ইমদাদ মুফতিন ২:৫৮৫

পারেন। এসবের মধ্যে আছে ডিলডো, ভাইব্রেটর, ক্লিটোরাল স্টিমুলেটর, এক্সটেনশান কনডম, ভ্যাগাইনাল বল এবং বিভিন্ন ক্রিম ও লোশন। মুসলিম দম্পতিদের মধ্যে সেক্সটয়ের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তবে এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামিকভাবে কিছু বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

শারিআ মানুষকে নিজের ক্ষতি করার অনুমোদন দেয় না। তাই এসব সেক্সটয় যদি দম্পতির কারো শরীরের কোনো ক্ষতি করে তা হলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

কিছু কিছু খেলনা প্রাণির আকারে থাকে। এসবও ব্যবহার করা যাবে না যেহেতু ছবি ও মূর্তি বানানো হারাম।

ক্রিম, পিচ্ছিলকারক পদার্থ (লুব্রিক্যান্ট), জেল, লোশন ইত্যাদি অপছন্দ ব্যতিরেকেই অনুমোদিত, যদি তা ক্ষতিকারক না হয়।

লজ্জাস্থান বাদে শরীরের কোনও অংশকে উদ্দীপিত করার জন্য অথবা স্ত্রীর লজ্জাস্থানের বাইরের অংশকে (clitoris) উত্তেজিত করার জন্য ভাইব্রেটর ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। এখানে শর্ত হলো, এটি অবশ্যই নিজের সঙ্গীকে দিয়ে ব্যবহার করা হবে। নিজে ব্যবহার করবে না।

নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের উপায় হিসাবে একা একা এসব সেক্সটয় ব্যবহার করা পাপ। এটা হস্তমৈথুন হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই যদি এমন আশঙ্কা থাকে, সঙ্গীর সাথে এসব জিনিস ব্যবহার করার পরে নিজে নিজে ব্যবহারের দিকে নিয়ে যাবে তা হলে তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

স্বামী করে দিলেও ভাইব্রেটর অথবা ডিলডো স্ত্রীর লজ্জাস্থানের ভেতর প্রবেশ করিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা যাবে না। এভাবে স্বামীর জন্যেও মাস্টারবেটর অথবা নারীর লজ্জাস্থানের মতো দেখতে সেক্সটয় ব্যবহার করে বীর্যপাত করা অনুমোদিত নয়, যদিও তা স্ত্রী করে দেয়। শারিআ স্বামী-স্ত্রীকে শুধু একজন আরেকজনের শরীর থেকেই তৃপ্তি পাবার অনুমোদন দেয়; কিন্তু অন্য কোনো বস্তু ব্যবহার করে অন্যজনের সামনে বীর্যপাত করার অনুমোদন দেয় না। স্বামীর বীর্যপাতের জন্য স্ত্রী অন্য কোনো বস্তু ধরে আছে, এরকম সাদৃশ্য থাকার কারণে এগুলোর অনুমতি নেই।

তাছাড়া এসব সেক্সটয় ব্যবহার বৈবাহিক সম্পর্কের উপর ক্ষতিকর প্রভাবও ফেলে। এসবের ফলে স্বামীর মধ্যে অলসতা চলে আসতে পারে। স্বাভাবিক

নিয়মে সহবাসের ফলে দম্পতির মধ্যে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তাতেও ফাটল ধরতে পারে। এমনকি এর ফলে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধও চলে যেতে পারে এই ধারণায় যে স্বামী তাকে স্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম। অতএব, সম্পর্কে নতুনত্ব আনা হোক কিংবা একেবারে নিরুপায় হয়েই হোক না কেন এসব জিনিস একেবারেই এড়িয়ে চলা উচিত।

বেঁধে রাখা, আঘাত করা

তৃপ্তির বিকৃত স্বাদ পেতে সঙ্গীকে বেঁধে রেখে সহবাস করা হয়। এখানে একজন থাকে সক্রিয়, আরেকজন নিষ্ক্রিয়। বেঁধে রাখার জন্য প্যান্টের বেল্ট, হাতকড়া, চেইন, দড়ি ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়। আর চাবুক, চড় বা সাধারণভাবে অন্যকে ব্যথা দিয়েও এক ধরনের বিকৃত কাজ করে সহবাস করা হয়।

ইসলামিকভাবে, এ সবকিছু থেকেই দূরে থাকতে হবে যেহেতু এসব মানুষের সহজাত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল হওয়ার নির্দেশ দেয়, ব্যথা দেয়া তো দূরে থাক। দয়ার নবি ﷺ স্ত্রীদের প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে, তাদের কোনভাবে ব্যাথা দিতে নিষেধ করে বলেছেন,

> *“তোমাদের কেউ তো নিজের স্ত্রীকে দাসী পেটানোর মতো পেটাও। তারপর আবার রাতে তারই সাথে শয়ন করো।”**

বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি, পরস্পর সুন্দরভাবে থাকা। এই সম্পর্কে জৈবিক চাহিদা পূরণ-সহ সব প্রয়োজন শারিআর সীমার মধ্যে পূরণ করতে হবে।

একসাথে গোসল

অন্তরঙ্গতা আর প্রণয়ের অংশ হিসেবে স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করতে পারবে। বা একজন আরেকজনকে গোসল করিয়ে দিতে পারবে। নবি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে একসাথে গোসল করেছেন। মা আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন,

> *“আমি আর আল্লাহর রসুল একই বালতি থেকে গোসল করতাম। পালা করে আমাদের এক একজনের হাত বালতিতে যেত।”†*

---

* সহিহ মুসলিম ২৮৫৫, সহিহ বুখারি ৪৬৬৮

† সহিহ বুখারি ২৫৮

নবি ﷺ মায়মুনা আর উম্মু সালামার সাথেও গোসল করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম তাহাউই (হানাফি), ইমাম কুরতুবি (মালিকি), ইমাম নাওয়াউই (শাফিয়ি) তিনজনই একটি পাত্র থেকে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসলের অনুমোদনের ক্ষেত্রে আলিমগণের ঐকমত্যের কথা বলেছেন।*

আবেদনময় নাচ

সাধারণ অবস্থায় বাদ্যযন্ত্রসহ গানের সাথে নৃত্য অবৈধ, তা যৌন আবেদনের সাথে হোক বা না হোক। মূলধারার সংগীত শোনা চারটি মাজহাবের প্রতিটিতেই পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনেক ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়।

কেবল বিনোদন এবং নাচের জন্য তৈরি করা বাদ্যযন্ত্রগুলোর ব্যবহার ও শোনা নিষিদ্ধ। এগুলোর মধ্যে পড়ে ড্রাম, বেহালা, গিটার, ফিটল, বাঁশি, বীণা, ম্যান্ডোলিন, হারমোনিয়াম এবং পিয়ানো প্রভৃতি। মানব কণ্ঠস্বর সাথে না যুক্ত থাকলেও এসব শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে দফ। এটা কোনপ্রকার ঝনঝন শব্দ ছাড়া এক প্রকার খঞ্জনি। সম্মানিত সাহাবগণ, তাদের অনুসারী, ইসলামি আইনবিদ ও আলিমদের যুগ থেকে এটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত।†

বাদ্যযন্ত্রের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম ইবনু হাজার হায়সামি এ সম্পর্কে প্রায় চল্লিশটি হাদিস সংগ্রহ করেছেন তার কাফ আল'রা'আ মুহাররামাত লাহু ওয়াস সামা' বইটিতে। এতে তিনি বলেন যে এ সবগুলোই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে হারাম।‡ নবি ﷺ বলেছেন,

> *"আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে...।"*§

---

* তা'লিক মুমাজ্জাদ 'আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১:১৪২-২৪৪
† বাদা'ই সানা'ই ৬:২৬৯, মুগনি মুহতাজ ৪:৪২৯, মুগনি ১২:৩৯
‡ কাফ আল'রা'আ মুহাররামাত লাহু ওয়াস সামা' ২:২৭০
§ সহিহ বুখারি ৫২৬৮

অতএব, নিজের বিবাহিত সঙ্গীর সামনেও সংগীতের সাথে নাচা পাপ, যেহেতু সংগীত শোনা নিষিদ্ধ। এমনকি নিজেদের ঘরের কক্ষের ভেতর স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য করলেও তা হারামই হবে।

নির্জনে সঙ্গীর সামনে সংগীত ছাড়া নাচা যাবে। সেটা আবেদনময় বা উত্তেজনাময় হলেও সমস্যা নেই। তবে শালীনতার একটা মাত্রা বজায় রাখতে হবে। ল্যাপ-ড্যান্স, পোল-ড্যান্স, বেলি-ড্যান্সের মতো যেসব কাজ লজ্জাহীন নীতিহীন সমাজের কাজ, সেগুলো অনুসরণ করা যাবে না। কোনো বিশ্বাসী এ-ধরনের কাজ করতে পারে না।*

স্বামী ও স্ত্রী একসাথে নাচের ক্ষেত্রেও নিয়ম একই। অর্থাৎ, এর মধ্যে যদি সংগীত থাকে তবে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু সংগীত ছাড়া শুধু গান থাকলে এর অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো যে সেসব গান বা নাচ অশ্লীল ও অনৈতিক কাজকর্মের অনুসারীদের মতো হতে পারবে না।

পর্ন দেখা

দম্পতিদের জন্য নিজেদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা তৈরির জন্য পর্ন দেখা কোনভাবেই বৈধ না। পর্ন—তা যে কোনো ধারার হোক না কেন, যেমন মুভির, গল্প, অভিনয়, ছবি ইত্যাদি—সকল অবস্থায় অননুমোদিত, অশ্লীল আর অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ইসলাম পরিষ্কারভাবে অন্য কাউকে বিবস্ত্র বা সহবাস অবস্থায় দেখা নিষেধ করে। আল্লাহ বলেন,

> "মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।..."†

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কে তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে আর দৃষ্টি সংযত রাখতে আদেশ দিয়েছেন যেন তারা অন্যের আবরণহীনতা এড়িয়ে চলতে পারে। এমনকি যদি কারো দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের দিকে পড়ে এমন অবস্থায় তা হলে সাথে সাথে চোখ সরিয়ে ফেলতে

* মুগনি মুহতাজ ৪:৫৭৩, রদ্দুল মুহতার ৪:২৫৯-২৬০, ফাতওয়া হিন্দিয়া ২৯৮

† কুরআন ২৪:৩০-৩১

হবে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি নবিজিকে (বিপরীত লিঙ্গের কারও দিকে) হঠাৎ দৃষ্টি পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন।" *

ইমাম নাওয়াউই উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

> *"'হঠাৎ দৃষ্টি পড়া' অর্থ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষের পরনারীর উপর দৃষ্টি পড়া। প্রথম দৃষ্টিতে কোনো পাপ হবে না কিন্তু তাকে সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু সে যদি দেখতেই থাকে তা হলে এই হাদিস অনুযায়ী তার পাপ হবে যেহেতু নবি ﷺ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। আর মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'"†*

পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে পারবে না। নারীও অন্য কোনো নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে পারবে না। নবি ﷺ বলেছেন,

> *"এক পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে এবং এক নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না..."‡*

জারহাদ আসলামি ﷺ বলছেন,

> *"নবি ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন তার উরু খোলা অবস্থায় ছিল। নবি ﷺ তাকে বললেন, 'তোমরা উরু ঢেকে রাখ, কেননা এটাও আবরণীয় অঙ্গ।'"§*

পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্রগুলো কখনো দম্পতির যৌনজীবনে-সহায়তা করে না, বরং তা ধ্বংস করে দেয়। পর্ন অত্যন্ত আসক্তিকর ব্যাধি যা পরে আবশ্যকভাবে নিজের সাথে ভুল কাজ এবং হস্তমৈথুনের দিকে নিয়ে যায়। এসব দেখা পুরুষ এবং মহিলাকে একে অপরের থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্দীপ্ত হওয়া থেকে অক্ষম করে ফেলে। ফলে তারা পর্ন দেখে উত্তেজিত হয় কিন্তু নিজের সঙ্গীর প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। তাই পর্নোগ্রাফি হলো বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মানসিকভাবে

---

* সহিহ মুসলিম ২১৫৯, সুনানে তিরমিজি ২৭৭৬

† মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ১৬৮১

‡ সুনানে তিরমিজি২৭৯৩

§ সুনানে তিরমিজি ২৭৯৮

যৌন অক্ষমতা সৃষ্টির সবচেয়ে প্রধান কারণ। যেসব মুসলিম দম্পতি পর্ন দেখায় অভ্যস্ত তাদের এটা বুঝতে হবে, এসবের পরিণতিতে তাদের যৌন জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করবেই। সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য তাদের এরকম বিকৃত রুচির অশ্লীল কাজ এখনই বন্ধ করতে হবে।

বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা

ক্রসড্রেসিং মানে বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক, অন্তর্বাস পড়া বা সাজগোজ করা। এই কাজ যদি যৌন কারণে হয় তা হলে একে ট্রান্সভেস্টিজম বলে। যে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে যৌন তৃপ্তি পায় তাদের ট্রান্সভেস্টাইট বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রান্সভেস্টিজমের পেছনে অনুপ্রেরণা হলো বিপরীত লিঙ্গের পোশাক এবং সাজসজ্জার প্রতি একধরনের যৌন আকর্ষণ বোধ করা। তবে বিপরীত লিঙ্গের আচার-আচরণের প্রতি আকর্ষণও এর কারণ হতে পারে। যে স্বামী তার স্ত্রীর পোশাক বা অন্তর্বাস পরেন বা যে স্ত্রী তার স্বামীর পোশাক বা অন্তর্বাস পরেন, তারা ট্রান্সভেস্টাইট হিসেবে পরিচিত।

ইসলামের ক্রস ড্রেসিঙের কোনো স্থান নেই। বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা, তাদের মতো সাজ-সজ্জা আর আচরণ করা ইত্যাদিকে অত্যন্ত ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখা হয়। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন,

> *“যেসব পুরুষ নারীদের নকল করে, আর যেসব নারী পুরুষদের নকল করে, আল্লাহর রসুল তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।”**

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ আরো বলেন,

> *নবি ﷺ মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ আর পুরুষালি স্বভাবের মেয়েদের অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “ওদের ঘর থেকে বের করে দাও।” নবি ﷺ অমুককে বের করেছেন এবং ‘উমার ﷺ অমুককে বের করে দিয়েছেন।†*

আবু হুরায়রা ﷺ বলেছেন,

---

* সহিহ বুখারি ৫৫৪৬
† সহিহ বুখারি ৫৫৪৭

*"যেসব পুরুষ নারীদের পোশাক পরে, আর যেসব নারী পুরুষদের পোশাক পরে, আল্লাহর রসুল তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।"**

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক, সাজসজ্জা, কথার ধরন এবং শারীরিক আচরণ করা নিষিদ্ধ। নারীদের ক্ষেত্রেও এক নিয়ম। পোশাকের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, এটা সে এলাকার প্রথার উপর নির্ভর করবে। কোনো কোনো দেশে পুরুষ ও নারীদের পোশাকে তেমন পার্থক্য নেই হিজাব কিংবা বাইরের বড় পোশাক ছাড়া। আর কথার ধরন এবং শারীরিক চালচলন যদি বিপরীত লিঙ্গের মতো হয়, তবে এই ব্যাপারে নীতি হচ্ছে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করে তা হলে সে দোষী হবে। কিন্তু কেউ যদি জন্ম থেকে এমন হয়ে থাকে তা হলে তাকে এর জন্য দোষ দেয়া হবে না। কিন্তু তার উচিত ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা। কিন্তু চেষ্টার পরেও যদি নিজেকে পরিবর্তন না করতে পারে তা হলে তার দোষ নেই। কিন্তু যদি চেষ্টা না করে আর নিজের এই আচরণের উপরে সন্তুষ্ট থাকে তা হলে তাকে দোষ দেয়া হবে।†

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে তাদের মতো আচরণ করা পাপ। এই ধরনের কর্মের ফল ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এগুলো যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ। কারণ পুরুষ ও নারী উভয়ের সমাজে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তারা যদি একে অপরের অনুকরণ শুরু করে দেয় তা হলে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

সহবাস কিংবা প্রণয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীর পোশাক পরে নারীর মতো আচরণ করা শুধু পাপ নয় বরং তা মানহানিকরও বটে। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এক কথা। পুরুষের উচিত পুরুষের মতো আচরণ করা আর নারীর উচিত নারীর মতো। তা না হলে এর কুপ্রভাব শোবার ঘরের বাইরে দম্পতির স্বাভাবিক সম্পর্কের উপরে পড়বে।

* সুনানে আবু দাউদ ৪০৯৫

† ফাতহুল বারী শারহুসহিহ বুখারি ১০:৪০৯

ইউরোল্যাগনিয়া (Urolagnia)

এটা হলো এমন এক অস্বাভাবিক মানসিক বিকৃতি যেখানে কারো মূত্রত্যাগ দেখে যৌন উত্তেজনা অনুভব করা হয়। এমন 'যৌন' কর্মে প্রণয় হিসেবে সহবাসের আগে একজন সঙ্গী অন্যজনের দেহে মূত্রত্যাগ করে। ইংরেজিতে বলে গোল্ডেন শাওয়ার। কেউ কেউ তো আবার সঙ্গীর মূত্র পান পর্যন্ত করে ফেলে!

একজন সুস্থ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক মানুষ তো কখনো মূত্র কিংবা অন্য কোনো নোংরা বস্তু থেকে তৃপ্তি পাবার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এমন অসুস্থ বিকৃতি ইসলামে কখনো অনুমোদিত হতে পারে না। ইসলামের ভিত্তি তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা। হাদিস ও ফিকহের সকল গ্রন্থ অপবিত্র বস্তু থেকে বাঁচার নিয়মনীতিতে ঠাসা। তাহারা বা পবিত্রতা প্রায় সকল হাদিস ও ফিক্‌হ গ্রন্থের প্রথম আলোচনার বিষয়। পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক আর নামাজের চাবি। একজন মুমিন পবিত্র বস্তু ভালোবাসে আর নিজেও পবিত্র থাকে। আর সব সময় সে ময়লা ও অপবিত্র বস্তু এড়িয়ে চলে।

তাই প্রণয়ের অংশ হিসেবে একে অপরের গায়ে মূত্রত্যাগ করা নিঃসন্দেহে হারাম ও পাপের কাজ। এমনকি প্রশ্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকা কবরের আজাবেরও একটি কারণ।

একবার নবি ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন,

> *"ঐ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো কঠিন কাজের কারণে না। তাদের একজন পরনিন্দা করে বেরাত আর অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না।"*

এরপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দুখণ্ডে ভেঙে ফেললেন। তারপর সে দুখণ্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন আর বললেন,

> *"আশা করা যায়, এই দুটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের শাস্তি হালকা করা হবে"।**

পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচতে উপদেশ দিয়ে নবি ﷺ বলেছেন,

---

* সহিহ বুখারি ১৩১২

> *"প্রশ্রাবের ছিটেফোঁটা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কবরের শাস্তি সাধারণত এর কারণে হয়।"**

ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের আইনবিদগণের মতে, নোংরা জিনিস পরিহার করে চলা বাধ্যতামূলক। মূত্র যেহেতু নোংরা আবার অপবিত্র তাই এর থেকে বেঁচে চলা তো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেককে সকল প্রকার ময়লা বস্তু বিশেষত প্রশ্রাব নিজের শরীরে লাগা থেকে বেঁচে চলতে হবে।†

---

* সুনানে দারাকুতনি ১:১২৮

† হানাফি: তাহাবী 'আলা মারাকি ফালাহ ১৫২ ও ফাতওয়া হিন্দিয়া ১:৫০; মালেকি: হাশিয়া দাসুকি আলা শারহুল কবির ১:১১০; শাফেয়ি: মুগনি মুহতাজ ১:১২৭; হান্বালিঃ মুগনি ১:১৪১

অন্তরঙ্গ মুহূর্ত

দম্পতি প্রণয়ে যথেষ্ট সময় দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে তারপর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শুরু করবে। এ-সময়েও নিজেদের স্বার্থে কিছু দিক খেয়াল রাখা জরুরি।

গোপনীয়তা

যেকোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্ত এবং প্রণয়ের সময় সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। এমনকি ছোট বাচ্চার চোখের সামনেও পড়া যাবে না। ইবনুল হাজ্জ মালিকি 'মাদখাল' গ্রন্থে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় দুধের বাচ্চাকেও তাঁর ঘরে রাখতেন না। অনেক আলিম এরকম সময়ে ঘরে বিড়ালের উপস্থিতিও অপছন্দ করেছেন।*

দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ রাখতে হবে। বহুতল ভবন বা রাস্তার আশপাশের বাড়িঘর হলে জানালার পর্দা টেনে দিতে হবে। নইলে খুব বড় অন্যায় হবে। নিজের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত মানুষের দেখার সুযোগ হবে। যেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। অন্যের সামনে নিজের নগ্নতা সব সময় আড়াল রাখা অন্যতম ইসলামি দায়িত্ব। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বেলাতেও একই কথা।

কিছু মানুষ অন্যের সামনে তাদের দেহ আর যৌনাচরণ দেখিয়ে বেড়াতে পছন্দ করে। এরকম মানসিক ও যৌন বিকৃতি ইসলামে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দনীয়। এমন কোনো খোলা স্থানে অন্তরঙ্গ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যেখানে মানুষের চোখে পড়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রয়েছে। যেমন, বাগান, পার্ক, গাড়ির

---

* উসুল মু'আশারা যাওজিয়্যা ৬৭

ভেতর, সমুদ্র সৈকত, বারান্দা বা ব্যালকনি ইত্যাদি। জনসমুখে দৈহিক মিলন প্রায় সকল দেশের আইনেও এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

গোপনীয়তা রক্ষার আরেকটি বিষয় অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় নিচু স্বরে কথা বলা। খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘরের কথা বাইরে না যায়। ইমাম গাজ্জালি 'ইহ্ইয়া উলিমুদ্দিন' গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটিতে বলা আছে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় নবি ﷺ নিজের মাথা ঢেকে নিতেন, কণ্ঠস্বর নিচু করতেন। স্ত্রীকে বলতেন, 'শান্ত থাকো'। হাফিজ জইনুদ্দিন ইরাকি বলেছেন, হাদিসটি খতিব বাগদাদি উম্মু সালামা ؓ থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।*

কম কথা বলা, বেশি শব্দ না করা অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আদব। পাশের ঘরে বাবা-মা বা অন্য কেউ থাকলে এগুলো খেয়াল রাখা বেশি দরকার। কোনো কোনো দম্পতি এসব বিষয় আমলে নেয় না। এটা একদিকে যেমন পাপ, অন্যদিকে নিজেদের মর্যাদাহীনতা প্রকাশ করে। জোরে শব্দ করা চেষ্টার পরও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পাশের ঘরে মানুষজন থাকলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে না জড়ানোই ভালো। আলিমেরা অন্ধ লোকের সামনেও সহবাস হারাম বলেন। কারণ সে দেখতে না পেলেও শুনতে পায়।†

কারও দুই স্ত্রী থাকলে তিনজন মিলে অন্তরঙ্গ হওয়া হারাম। একজনের সামনে আরেকজন সাথে অন্তরঙ্গ হওয়াও হারাম। স্ত্রীদের সম্মতি থাকলেও না।

কারণ, একজন নারী কখনো আরেকজন নারীর আবরণীয় অঙ্গ দেখতে পারবে না। সতিন হলেও না। এক মুসলিম নারীর সামনে আরেক মুসলিম নারীর আবরণীয় অঙ্গ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।‡ এ-বিষয়ক হাদিস আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নবি ﷺ সতিন কিংবা সাধারণ নারীর মধ্যে পার্থক্য ছাড়া বলেছেন,

> *'এক নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না।'*§

অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দুজন মানুষের একান্ত অনুভূতি। তা শুধু তাদের দুজনের মাঝে থাকাই কাম্য। ইসলাম নিজেদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের খুঁটিনাটি অন্যদের সাথে আলাপ করতে নিষেধ করে। নবি ﷺ বলেছেন,

---

* ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইয়াইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৪
† রদ্দুল মুহতার ৩:২০৮, মুগনি ৮:১৩৫
‡ হিদায়া ৪:৪৬১
§ সুনানে তিরমিজি ২৭৯৩

> *'যে-লোক নিজের স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়, স্ত্রীও তার সাথে অন্তরঙ্গ হয়, তারপর লোকটা তার গোপন কথা জানিয়ে দেয়, বিচারদিনে আল্লাহর কাছে সে হবে নিকৃষ্ট লোক।'**

গোপনীয়তার বিবরণ কথায় প্রকাশ করাতে যদি আল্লাহর সামনে নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হতে হয়, তা হলে সামনাসামনি সে কাজ করা কতটা ঘৃণ্য হবে?

হানাফি ফিক্‌হের আকরগ্রন্থ 'ফাতওয়া হিন্দিয়া' বলছে,

> *'এক স্ত্রীর সামনে অন্য স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া ঘোরতর অপছন্দনীয় [মানে নিষিদ্ধ]। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে (অন্য স্ত্রীর সামনে) অন্তরঙ্গ হতে আদেশও করে, তারপরেও সে তা মানতে বাধ্য নয়। এর ফলে সে অবাধ্য স্ত্রী হবে না।'†*

হান্‌বালি মাজহাবের ইমাম ইবনু কুদামা 'মুগনি'তে লিখেছেন,

> *'যদি দু'জন স্ত্রী রাজি হয় যে তাদের স্বামী একজনের সাথে অন্যজনের উপস্থিতিতে অন্তরঙ্গ হবে, তবুও এটার অনুমতি ইসলামে দেয়া হবে না। কারণ এমন কর্ম অনৈতিক ও অদ্ভুত। আর তা আত্মসম্মানবোধও নষ্ট করে দেয়। তাই তাদের সম্মতি সত্ত্বেও এর অনুমতি নেই।'‡*

আর বাচ্চা যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হয় অথবা তার সামনে কি হচ্ছে তা একটু হলেও বোঝার সক্ষমতা লাভ করে তবে তার সামনে অন্তরঙ্গ হওয়া ঘোরতর অপছন্দনীয় আর পাপের কাজ হবে।

কিছু মুসলিম দম্পতি পরিবার কিংবা বাচ্চাদের সামনে নিজেদের অন্তরঙ্গতার ব্যাপারে খুব উদাসীন। প্রকাশ্যে প্রেম করার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান একদম স্পষ্ট। প্রকাশ্যে সকল প্রকার অন্তরঙ্গতা, চুম্বন, জড়িয়ে ধরা, সোহাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ—এমনকি তা ছোট বাচ্চদের সামনে হলেও।

মহান আল্লাহ বলেন,

> 'বিশ্বাসীরা, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা নাবালক, তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি নেয়: ফাজরের সালাতের আগে, দুপুরে

---

* সহিহ্ মুসলিম ১৪৩৭

† ফাতওয়া হিন্দিয়া ১:৩৪১

‡ মুগনি ৮:১৩৭, মুগনি মুহতাজ ৩:৩৩৪, শারহুল খুরশি মুখতাসারুল খালিল ৪:৬

যখন তোমরা [বিশ্রাম করতে] কাপড়চোপড় খুলে রাখো, ইবং ইশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়...।*

একই সুরার ২৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, কেউ যেন কারও ঘরে অনুমতি ছাড়া না ঢোকে। সেই আয়াতে বাচ্চা-কাচ্চা আর দাস-দাসীদের কথা বলা হয়নি। কিন্তু তিন সময়ে তাদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ইমাম ইবনু কাসির বলেন,

'দাস-দাসী আর বাচ্চাদেরকে বড়দের ঘরে তিন সময়ে প্রবেশ না করতে আদেশ করা হয়েছে। কারণে সে সময়ে হয়তো স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বা আবেগঘন সময় পার করছে।†

তাছাড়া ছোটদের এমনিতেও বড়দের ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হয়। নয়তো তারা স্বামী-স্ত্রীর গোপন কিছু দেখে ফেলতে পারে। তা হলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সামনে এহেন কর্ম সম্পাদন করা কতটা মর্যাদাহীন হতে পারে?

অনুমতি ছাড়া বাবা-মা'র ঘরে ঢোকা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তাবিয়ি মুসা বিন তালহা বলেন,

'বাবার সাথে মায়ের ঘরে ঢুকছিলাম। তার পিছু পিছু গেলাম। আমাকে দেখে তিনি বুকে ধাক্কা মারলেন। আমি পড়ে বসে গেলাম। তিনি বললেন, "অনুমতি ছাড়া ঢুকছ তুমি?"‡

সন্তানের সামনে অন্তরঙ্গ সময় কাটানো খুব অন্যায়। বাচ্চা তো এখনো ছোট, সে কিছু বুঝবে না—এমন চিন্তা করাটাও ভুল। বরং সন্তানের প্রতিপালনে এর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। কারণ প্রায় সকল ক্ষেত্রে নিজের বাবা-মাকে নকল করা বাচ্চাদের-সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে। খেলাচ্ছলে হলেও সম্ভাবনা আছে তারা অন্য বাচ্চাদের সাথে এমন কিছু নকল করে ফেলতে পারে। আর এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি তো পরিষ্কার।

---

* কুরআন ২৪:৫৮
† তাফসিরুল কুরআনুল আজিম ৩:৪০৪
‡ আদাবুল মুফরাদ ১০৬১

এছাড়া, প্রকাশ্যে এই জাতীয় কাজ অশালীন। ইসলাম তার অনুসারীদের মর্যাদাবান হতে শেখায়। অনৈতিক পরিবেশের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন কোনো কাজে জড়ানো থেকে তাদের নিষেধ করে। নবিজির বিনয় ও শালীনতাবোধের ব্যাপারে সাহাবা আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেছেন,

> *'নবি ﷺ পর্দার আড়ালের কুমারী মেয়ের চেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করলে আমরা তার চেহারা দেখে বুঝতে পারতাম।'**

বাচ্চাদের উপস্থিতিতে একে অপরকে চুম্বন, আলিঙ্গন, সোহাগ এবং ভালোবাসার মতো অন্তরঙ্গ কাজ এড়াতে হবে। আর বাচ্চা যদি বুঝের বয়সে পৌঁছায়, তার সামনে এগুলো করা অন্যায় হবে।

ছোট শিশু ঘুমিয়ে থাকলে তার উপস্থিতিতে সহবাস এড়িয়ে গেলে ভালো। আমাদের মনীষীরা দু'বছরের কম দুধের শিশুর উপস্থিতিতে যৌন ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে চলতেন। অতএব এরকম ছোট বাচ্চাদের উপস্থিতিতে অন্তরঙ্গতা অপছন্দনীয় কিন্তু হারাম নয়।

সম্প্রতি আমার কাছে একটি প্রশ্ন এসেছিল। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে বা ভিডিয়ো করে সেটা কেবল নিজেরা দেখতে পারবে কি না।

ছবি তোলা নিয়ে সমসাময়িক আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে সত্য। তবে বেশিরভাগ আলিমের মতে ছবি তোলা প্রাণি ও মানুষের চিত্র আঁকার নিয়মের মধ্যে পড়ে। বিশেরও বেশি নির্ভরযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে এ-ধরনের চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ। সেজন্য, নিজের সঙ্গীর নগ্ন ছবি তোলা, কিংবা অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ভিডিয়ো করে এরপর সেগুলো কেবল নিজে দেখাও অনুমোদিত না।

এরকম ছবি তুলে একজন মানুষ অন্যদের নিজের নগ্নতা দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে—যেটার কোনো অনুমতি নেই। এই ছবি বা ভিডিওগুলো কোনভাবে অন্য কারো হস্তগত থেকে পারে। তাছাড়া সে দম্পতির বাচ্চার হাতে এসব পড়লে কি অবস্থাটা হবে একবার চিন্তা করুন!

ফাইলগুলো যত সুরক্ষিত আর লুকানো থাকুক না কেন, হঠাৎ কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে তৃতীয় ব্যক্তির হাতে সেগুলো চলে যাবার সম্ভাবনা

---
* সহিহ মুসলিম ২৩২০

উড়িয়ে দেয়া যায় না। অনিষ্ট হবার আগে তা প্রতিরোধ করা ইসলামি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি।

তাছাড়া এই ধরনের অভ্যাস ইসলামি শালীনতার পরিপন্থি। যৌন সম্পর্কের সময় শুধু প্রয়োজনের তাগিদে দম্পতিদের একে অপরকে বিবস্ত্র দেখার অনুমতি দেয়া হয়। যদি এটাও এড়ানো যায় তা হলে আরও ভালো।

মোটকথা, পরে দেখার জন্য দম্পতি নিজেদের নগ্ন ছবি তুলতে পারবে না—ছবি তোলা নিয়ে মতভেদকে গ্রাহ্য করা হোক কি না হোক।

কুরআন ঢেকে রাখা

ঘরে কুরআন থাকলে, দেয়ালে কুরআনের আয়াত টাঙানো থাকলে, হাদিস-দুআর বই থাকলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় সেগুলো আদব। তবে সেজন্য বাড়তি কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কারণ, কাজগুলো না করলে পাপ হবে না।

ইমাম হাসকাফি 'আদ-দুররুল-মুখতার'-এ বলেছেন,

> *'কুরআন আছে এমন ঘরে সহবাস করাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তা না করা সহজ না।'*

এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইবনু আবিদিন মত দেন, সে অবস্থায় কুরআন ঢেকে রাখা উত্তম।*

দুআ পড়া

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের অন্যতম উদ্দেশ্য ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ সন্তান জন্ম দেয়া। তাই সহবাসের আগে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতে হবে। নবি ﷺ বলেন,

> *'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে এলে যেন বলে,*

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

* রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ৬:৪২৩

> *'আল্লাহর নামে। আল্লাহ, আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন। আমাদের আপনি যা দান করবেন তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখুন।*
>
> *'তা হলে এই মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোনো সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।'**

তাই সহবাসের আগে এই দুআ পড়া জরুরি দুটি কারণে। এক, নবি ﷺ আমাদের এটা পড়তে বলেছেন। দুই, এই দুআ না পড়লে সম্ভাব্য সন্তানকে শয়তান ক্ষতি করতে পারে।

কিবলার দিকে না ফেরা

সহবাসের আরেকটি আদব, এই সময়ে কিবলার দিকে মুখ করে সহবাস না করা। কারণ এসময় সাধারণত নগ্নতা প্রকাশ হয়। হানাফি মাজহাবের ইমাম ইবনু আবিদিন, শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম গাজ্জালি আর হান্‌বালি মাজহাবের ইমাম ইবনু কুদামা সকলে বলেন কিবলার দিকে ফিরে সহবাস করা অপছন্দনীয় [তবে, পাপ হবে না]।

ইমাম ইবনু কুদামা বলেন,

> *'কিবলার দিকে ফিরে সহবাস করা উচিত নয়, কারণ আমর ইবনু হাজ্‌ম এবং 'আতা দু'জনে তা অপছন্দ করতেন।'†*

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় কথা বলা

প্রণয়ের সময় কথা বলার অনুমোদন আছে। এতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সে সময় দু'জনে একে অপরকে প্রেমের কথা, একজন আরেকজনের প্রতি চাহিদার কথা বলে উত্তেজিত করবে এটা স্বাভাবিক, এবং উচিত। এমন সময় উত্তেজনাময় কথাবার্তা বলাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়।

---

* সহিহ বুখারি ১৪১, সহিহ মুসলিম ১৪৩৪

† মুগনি ৮:১৩৮, রদ্দুল মুহতার ১:৩৪১, ইথয়াফ সাদাত মুত্তাকিন শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৪

আর অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রবেশের সময় কথা বলার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, অতীতের বিদ্বানরা অতিরিক্ত কথা বলাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ,

- অন্তরঙ্গ মুহূর্ত হয় গোপনীয়তার ভিত্তিতে।
- নবি ﷺ সহবাসের সময় যথাযথ বিনয় অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত কথা বলা সে আচরণের পরিপন্থি।
- এটা টয়লেট বা বাথরুমে অবস্থানকালীন কথা বলার মতো। সে সময় কথা বলা অপছন্দনীয় কারণ তাতে নগ্নতার বিষয়টি প্রকাশ পায়।*

তবে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মুফতি মুহাম্মদ শফি বলেছেন, অন্তরঙ্গতার সময় অন্য কারো সাথে কথা বলা অপছন্দের কাজ। তবে নিজেদের মধ্যে কথা বলাতে কোনো সমস্যা নেই।†

বিভিন্ন ভঙ্গিতে অন্তরঙ্গতা

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় বিভিন্ন ভঙ্গি গ্রহণ করার সাধারণ অনুমতি ইসলাম দম্পতিকে দিয়েছে। তবে শর্ত হলো তা স্ত্রীর যোনিপথে হবে, পায়ুপথে না। একেক ভঙ্গি একেক দম্পতির জন্য তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। এটা যার যার নিজের ব্যাপার।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

> 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসলি জমিনের মতো। (সম্মতি নিয়ে) যেভাবে তোমাদের ইচ্ছে তাদের সঙ্গে মেলো। নিজেদের জন্য (ভালো কিছু) সামনে পাঠিয়ে রাখো। আল্লাহর (বিধি-বারণ) সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হও।'

এই আয়াতে আল্লাহ 'ফসলি জমিন' বলতে 'হার্‌স' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্ত্রীর সাথে ফসলি জমিনের উপমা দেয়ার কারণ, শুধু স্ত্রীর গর্ভে বীজ চাষ হবে। সে গর্ভবতী হবে। সে পথে গমন যেকোনো ভঙ্গিমায় করা যায়—সামনে থেকে, পেছন থেকে বা উপুড় হয়ে।‡

---

* রদ্দুল মুহতার ৬:৪১৮, মুগনি ৮:১৩৬

† ইমদাদ মুফতিন ১০৩২

‡ মিনহাজ শারহুসহিহ মুসলিম ১০৮৪

অনেক হাদিস এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানিয়েছে। তার কিছু এখানে বলছি।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ؓ বলেছেন, 'ইহুদিরা বলত, স্ত্রীর পেছন দিক থেকে যোনিপথে সহবাস করলে সে যদি গর্ভবতী হয় তা হলে সন্তান টেরা হবে। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত...।' *

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, 'একবার উমার ؓ নবিজির কাছে এসে বললেন, "আল্লাহর রসুল! আমার সর্বনাশ হয়েছে।"

'তিনি ﷺ বললেন, "কিসে তোমার সর্বনাশ করল?"

'"গত রাতে আমার বাহন উল্টে ব্যবহার করেছি।"

'এই আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নবি ﷺ আর কিছু বললেন না...। [আয়াত অবতীর্ণের পর] তিনি বললেন, "সামনে অথবা পেছন থেকে তার কাছে গমন করো। কিন্তু পায়ুপথ ও মাসিকের সময় বিরত থাকো।"' †

অন্য একবার আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ বলেছেন,

> *আনসারদের এই জনপদের লোকেরা মূর্তিপূজারী ছিল। তারা আহলুল-কিতাব ইহুদিদের সাথে বসবাস করত। জ্ঞানের দিক দিয়ে নিজেদের ওপর তারা ইহুদিদের মর্যাদা দিত। সুতরাং তারা নিজেদের কাজকর্মে ইহুদিদের অনুসারী ছিল। ইহুদিদের নিয়ম ছিল, তারা স্ত্রীদের কেবল চিৎ করে শুইয়ে অন্তরঙ্গ হতো। এতে নারীদের সতর বেশি ঢেকে থাকত। আনসারেরাও তাদের এই কাজে ইহুদিদের অনুসরণ করত। কিন্তু কুরাইশরা স্ত্রীদের বিবস্ত্র করে অন্তরঙ্গ হতো। সামনে থেকে, পেছন থেকে বা উপুড় করে তৃপ্তি নিত। একসময় মুহাজিরেরা মাদিনায় এলেন। তাদের একজন আনসারিদের একজনকে বিয়ে করলেন। স্ত্রীর সাথে তিনি কুরাইশদের মতো অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন। কিন্তু স্ত্রী না করে বললেন, 'আমরা শুধু একভাবেই অন্তরঙ্গ হই। হয় সেভাবে আসুন, নয় দূরে থাকুন।' বিষয়টা জানাজানি হলো। নবিজির কানেও পৌঁছাল। আল্লাহ তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়...। মানে সামনে, পেছনে বা উপুড় হয়ে। কিন্তু সেটা বাচ্চা প্রসবের জায়গা দিয়ে।'‡*

* সহিহ বুখারি ৪২৫৪, সহিহ মুসলিম ১৪৩৫, সুনানে তিরমিজি ২৯৭৮

† সুনানে তিরমিজি ২৯৮০, ইমাম নাসায়ীর ইশরাত নিসা ৯৪

‡ সুনানে আবু দাউদ ২১৫৭

উম্মু সালামা ﷺ বলেছেন, আয়াতটি ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন,

> *'মানে এক পথ দিয়ে।'*

এই আয়াত আর হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দম্পতি ইচ্ছেমত যেকোনো ভঙ্গিতে মিলিত হতে পারে। হাদিসে এই মিলন-ভঙ্গির বৈচিত্র্য বোঝায়, সীমাবদ্ধতা নয়। শর্ত সেটা শুধু বাচ্চা প্রসবের জায়গা দিয়ে হতে হবে। পায়ুপথে মিলন হারাম।

মিলনের সময় দম্পতি চাইলে তাদের ভঙ্গি বহুবার পরিবর্তন করতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া সহবাসের সময় আসনের মাঝে বৈচিত্র্যতা ধর্মীয় শালীনতার পরিপন্থি নয়। যেখানে স্বয়ং মহান আল্লাহ বিবাহিত দম্পতিকে কোনো বাধানিষেধ ছাড়া বিভিন্ন পন্থায় মিলনের অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে একে শালীনতার অভাব বলে ধারণা করা ভুল। অতএব, যুগলদের একারণে পাপ কিংবা অস্বস্তিবোধ করার প্রয়োজন নেই।

আকাশকুসুম চিন্তাভাবনা

বিবাহিত সঙ্গীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় অন্য কারো সাথে সহবাসের কথা চিন্তা করা হারাম। পাপের কাজ। নিজের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের চিন্তা ইচ্ছাকৃতভাবে লালন করা, সেটা নিয়ে আকাশকুসুম চিন্তা করা অন্তরের ব্যভিচার। মহান আল্লাহ বলেন,

"কান, চোখ, হৃদয়—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" †

নবি ﷺ বলেছেন,

> *'চোখের ব্যভিচার [কামনার দৃষ্টিতে] তাকানো। কানের ব্যভিচার [অননুমোদিত জিনিস] শোনা। জিহ্বার ব্যভিচার [অননুমোদিত] কথাবার্তা বলা। হাতের ব্যভিচার [নিষিদ্ধ বস্তু] ধরা। পায়ের ব্যভিচার [পাপের পথে] হেঁটে যাওয়া। অন্তরের ব্যভিচার কামনা। এরপর লজ্জাস্থান হয় তা সত্য করে বা বাতিল করে।'‡*

---

* সুনানে তিরমিজি ২৯৭৯

† কুরআন ১৭:৩৬

‡ সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, সহিহ মুসলিম ২৬৫৭

ইমাম নাওয়াউই এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কিছু কিছু মানুষ সত্যি সত্যি ব্যভিচার করে লজ্জাস্থান দিয়ে। আর অন্যেরা রূপক অর্থে ব্যভিচার করে নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকিয়ে, নিষিদ্ধ জিনিস শুনে, অনাত্মীয় বিপরীত লিঙ্গের কারও হাত আর শরীর ধরে, চুম্বন করে, যৌনপল্লিতে গিয়ে, বিপরীত লিঙ্গের অনাত্মীয়দের সাথে অনুমতিহীন কথাবার্তা বলে, কিংবা মনে মনে তার সাথে মিলন করে। *

সঙ্গীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় তার সাথে আরেকজনকে কল্পনা করাকে ইসলামি আইনবিদেরা স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেছেন। ইমাম ইবনু আবিদিন 'রাদ্দুল-মুহতার'-এ বলেছেন,

> *'লোকে স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় অন্য কোনো নারীর কথা চিন্তা করতে করতে তার সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের চিন্তাও করে ফেলে...'*

ইবনুল-হাজ্জ মালিকি বলেন,

> *'এটাও এক প্রকার ব্যভিচার হওয়ায় তা নিষিদ্ধ। আমাদের (মালিকি) আলিমেরা বলেন, 'কেউ যদি এক গ্লাস পানিকে মদ মনে করে পান করে তা হলে সে পানিও তার জন্য হারাম হয়ে যাবে।'*

আমাদের হানাফি মাজহাবের মূলনীতিও এটাকে নিষিদ্ধ করে। কারণ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় অন্য নারীর কথা চিন্তা করা মানে ইচ্ছে করে পাপ করার কথা ভাবা। তাই এটা সেই মদ ভেবে পানি পান করার উদাহরণের মতো হবে। তারপর আমি হানাফি আলিমের 'তাবয়িনুল-মাহারিম' গ্রন্থে দেখলাম, তিনি ইবনু হাজ্জ মালিকির মত উল্লেখ করে তার সাথে একমত হচ্ছেন। †

আর যদি নিজেদের মধ্যে অভিনয় বা ভান করার ব্যাপার হয় যেখানে তারা ডাক্তার, নার্স, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি সেজে তাদের মতো অভিনয় করে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করে তা হলে তিনিটি অবস্থার তৈরি হচ্ছে।

৩ এই ভান যদি তারা নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে মাথায় রেখে করে তা হলে তা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হবে।

---

* মিনহাজ শারহসহিহ মুসলিম ১৮৮০

† রদ্দুল মুহতার ৬:৩৭২

- যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মাথায় না রেখে ভান করে তখনও নিষিদ্ধ হবে। কারণ এক্ষেত্রে তারা অপরিচিত কোনো ডাক্তার বা নার্সের সাথে অন্তরঙ্গ হবার কথা ভাবছে।
- আর যদি এমন হয়, তারা নিজেরা কোনো চরিত্রের ভান করছে, অর্থাৎ যেন স্বামীটি ডাক্তার, তা হলে তা নিষিদ্ধ হবে না। কিন্তু এসব থেকে দূরে থাকা ভালো। কারণ এসব তাদের মনে এমন চিন্তার উদয় ঘটাতে পারে যে তার সঙ্গী অন্য কেউ। তা হলে তা অন্তরের ব্যভিচার হয়ে যাবে।

দম্পতিদের উচিত তাদের সঙ্গীদের সত্যিকার অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। নিজেদের মধ্যে অন্য কেউ সাজার প্রবণতা দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

পুলক

একজন আরেকজনের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আবশ্যিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এর ভিত্তিতে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় স্বামীর উচিত তার স্ত্রী চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সচেতন থাকা। কারণ নারীদের জৈবিক চাহিদা পূরণ হতে পুরুষদের চে সময় বেশি প্রায়োজন হয়।

স্ত্রীর চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর উচিত বীর্যপাত আটকে রাখার চেষ্টা করা। কিন্তু স্ত্রীর আগে যদি তার বীর্যপাত হয়ে যায় তা হলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসা যাবে না। বরং স্ত্রীর সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দাম্পত্য সুখের জন্য এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এতে সক্ষম না হলে স্ত্রীর মনে হতাশা ও স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ জন্ম নিতে পারে। যা পরে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি এমনকি কখনো কখনও তালাক পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

যে-স্বামী নিজের সন্তুষ্টির স্বার্থে স্ত্রীকে শুধু ভোগের বস্তু বানায়, সে স্বামী স্বার্থপর ছাড়া আর কিছু নয়। তার উচিত নিজের মধ্যে পরিবর্তন এনে স্ত্রীর জৈবিক চাহিদার প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত করা।

ইবনু কুদামা বলেন,

> *"মিলনের আগে স্ত্রীর সাথে প্রণয় করে তাকে উত্তেজিত করে তোলা স্বামীর জন্য মুস্তাহাব যেন স্ত্রী ততটুকু আনন্দ পায় যতটুকু স্বামী পাচ্ছে। আগেভাগে*

যদি তার বীর্যপাত হয়ে যায় তা হলে স্ত্রীর সন্তুষ্টি পুরো না করে বের হওয়া তার জন্য মাকরুহ। কারণ আনাস ইবনু মালিক বর্ণনা করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন, "স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় পুরুষ যেন তাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে। নিজের চাহিদা পূরণ করে সে যেন তাড়াহুড়ো না করে যতক্ষণ না স্ত্রী তার চাহিদা পূরণ করে নিচ্ছে"। আর স্ত্রীকে অতৃপ্ত রেখে তাড়াহুড়ো করা তার ক্ষতির কারণ হতে পারে।†*

ইমাম গাজ্জালি 'ইহ্ইয়া উলুমুদ্দিন' বইতে, এই বইয়ের ব্যাখ্যাকার, আল্লামা মুরতাদা জাবিদি 'ইহতাফুল-সাদাতুল-মুত্তাকিন' ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, পরিতৃপ্ত হবার পর স্বামীর উচিত স্ত্রীর তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কারণ, মাঝে মাঝে তার পুলকে পৌঁছাতে দেরি হতে পারে। এরকম অবস্থায় স্বামীর তাড়াহুড়ো করে উঠে যাওয়া স্ত্রীর ক্ষতির কারণ হতে পারে। এতে সে তার স্বামীকে অপছন্দ করাও শুরু করতে পারে। কিন্তু সে যদি বুঝতে পারে, তার স্ত্রীর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে গেছে তা হলে অপেক্ষা করার দরকার নেই।

তারা আরও বলেছেন, স্ত্রীর আগে স্বামীর তাড়াহুড়ো তার অন্তরে বিরাগ ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে। দুজনের একসাথে পুলকে পৌঁছা স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে সুখের অনুভূতি। কারণ যেহেতু স্বামী নিজে তার পুলকে পৌঁছাতে ব্যস্ত, তখন স্ত্রীও আর পুলকে পৌঁছাতে লজ্জা পায় না। কিন্তু এমন হওয়া আসলে বিরল। যদি স্ত্রী আগে পুলকে পৌঁছায় তা হলে সেটা তেমন কোনো সমস্যার নয়। কারণ বেশি হলে সে একটু অবসন্ন হয়ে পড়বে আর নিজের উপর স্বামীর ওজন একটু বেশি অনুভব করবে। কিন্তু এ-বিষয়ে ধৈর্য ধারণ তার জন্য অনেকটাই সহজ। অন্যদিকে স্বামী আগে তৃপ্ত হয়ে উঠে গেলে সেটা স্ত্রীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।‡

এসবের ভিত্তিতে বলা যায়, যুগলের উচিত একসাথে পুলক অর্জনের চেষ্টা করা। এটা তাদের জন্য সবচেয়ে সুখকর হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে স্বামী যেন বীর্যপাতের আগে স্ত্রীর তৃপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা করে। আর যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না হয় আর বীর্যপাত হয়ে যায় তা হলে সাথে সাথে উঠে পড়া যাবে না। স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

---

* মুসনাদে আবু ইয়ালা ৪২০১

† মুগনি ৮:১৩৬

‡ ইহতাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৬

কিছু কিছু পুরুষ অকাল বীর্যপাতের সমস্যায় ভোগেন। তাদের কেউ স্ত্রী গমন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার কেউ কেউ তারও আগে প্রণয়ের সময় বীর্যপাত করে ফেলেন। যেহেতু সকলে অন্তরঙ্গ সময় দীর্ঘায়িত করতে পছন্দ করেন তাই এরকম সমস্যা দাম্পত্য সুখে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বীর্যপাত বিলম্ব করতে স্বামীরা নিচের কাজগুলো করতে পারেন:

- প্রণয় চলাকালীন নিজের লজ্জাস্থানকে স্ত্রীর স্পর্শ থেকে দূরে রাখুন। লজ্জাস্থানে স্ত্রীর স্পর্শ যত কম হবে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা তত সহজ হবে।
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় নিজের মনযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করুন। এতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় যুগলের উচিত বেশি নড়াচড়া পরিহার করা। কারণ এতে স্বামীর বীর্যপাত তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।*
- আল্লামা মুরতাদা জাবিদি বলেছেন, অকাল বীর্যপাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী প্রতিকার হচ্ছে প্রণয়ের আগে মিলন না করা। তার উচিত স্ত্রীর সাথে আনন্দ করে, চুমু দিয়ে, আলিঙ্গন করে, স্তন মন্থন করে তাকে উত্তেজিত করা। যখন সে দেখবে স্ত্রীর মুখের রং বদল গেছে, চোখে কামনা স্পষ্ট, সে তৈরি, তখন মিলিত হবে।†

বীর্যপাতের সময়ে দুআ

এই দুআ পাঠ সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের চর্চা ছিল। তাই বীর্যপাতের সময় মনে মনে এটা পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে:

اَللهُمَّا لاَ تَجْعَلْ للشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا

"আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের রিজিকের অংশীদার করবেন না।"‡

শাইখ মুফতি তাকি উসমানি এই দুআটি উল্লেখ করে বলেছেন,

---

* উসুল মু'আশারা যাওজিয়্যা ৭১-৭২

† ইহতাফ সাদাত মুত্তাকিন বি শারহ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ৬:১৭৬

‡ মুসান্নাফে আবি শায়বা ৩:৪০২

"এই দুটো দুআ থেকে বোঝা যা, মানুষ যেন মহান আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক অন্তরে ধারণ করে। আর কখনো দুআ করতে দ্বিধা না করে। এমনকি তা নিজের শারীরিক কামনা মেটানোর সময় বা এমন কাজ করার সময় হলেও যা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা লাগে। এতে সেই লজ্জাজনক কর্মও ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।*

* রেডিয়েন্ট প্রেয়ারস, ৬৫

যৌনতার ভিন্ন ধরন

আগের অধ্যায়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের শুরু থেকে শেষ অবধি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কিছু অন্যরকম অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বা যৌন কর্মের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। কারণ এসব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ আমাদের জানা উচিত।

পায়ুগমন

আগে বলা হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রী অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় ইচ্ছেমত যেকোনো ভঙ্গি নিতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো সেগুলোর সব যোনিপথে হবে। পায়ুগমনের ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো সকলের ঐকমত্যে ইসলামি আইনে এটা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। বড় ধরনের পাপ। পায়ুগমনের ফলে আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিও হয় যা একেবারে সুস্পষ্ট।

এটা এমন এক জঘন্য আর অস্বাভাবিক কাজ যার কোনো স্থান মুসলিম জীবনে থাকতে পারে না। এটা তারা করে যাদের স্বভাব ও চরিত্র এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে তারা পবিত্র-অপবিত্র, ভালো-মন্দ, পরিষ্কার-নোংরা বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

এমন কর্ম শুধু পাপ আর ক্ষতিকর নয় বরং তা স্ত্রীর অধিকারও লঙ্ঘন করে। কারণ সে তার স্বামীর সাথে যোনিপথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত করে সন্তানসন্ততি জন্মদানের হকদার। মহান আল্লাহ বলেন,

> ‘(নারীদের) মাসিক সম্বন্ধে তারা জিজ্ঞেস করে। বলো, “বিষয়টি নারীদের জন্য যন্ত্রণার। (এসময়ে) তাদের (সাথে শারীরিকভাবে

অন্তরঙ্গ হওয়া) থেকে দূরে থাকবে। মাসিক শেষ হলে পবিত্র না-হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সহবাস করবে না। তারা পবিত্র হবার পর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক অন্তরঙ্গ হতে পারো। যারা সব সময় আল্লাহর দিকে অনুশোচনায় ফেরে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। যারা পবিত্র থাকে তাদেরও তিনি ভালোবাসেন।

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসলি জমিনের মতো। (সম্মতি নিয়ে) যেভাবে তোমাদের ইচ্ছে তাদের সঙ্গে মেলো। নিজেদের জন্য (ভালো কিছু) সামনে পাঠিয়ে রাখো। আল্লাহর (বিধি-বারণ) সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হও। মনে রাখবে তাঁর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হবেই তোমাদের। আর বিশ্বাসীদের দাও খোশখবরি।' *

এই আয়াতে মহান আল্লাহ মাসিকের সময় অন্তরঙ্গ মুহূর্ত নিষিদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন অপবিত্রতাকে। নারী যখন রক্ত থেকে পবিত্র হবে তখন শুধু মহান আল্লাহ স্বামীকে তার স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হবার অনুমতি দিয়েছেন, আর বলেছেন, "আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক"—অর্থাৎ যোনিপথে। যদি মাসিকের সময় অপবিত্রতার কারণে যোনিপথে অন্তরঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ হয়, তা হলে পায়ুপথে গমনের ক্ষেত্রে কী হবে যা সবসময় অপবিত্র থাকে?

আবার পরের আয়াতে 'হারস' শব্দটি উল্লেখ করে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। কারণ 'হারস' বা ফসলি জমি মানে, অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শুধু যোনিপথে হবার অনুমতি আছে। কারণ এটা একমাত্র পথ যেখানে বীজ অংকুরিত হতে পারে; পায়ুপথ নয়। কারণ পায়ুপথ হলো ময়লা আর অপবিত্রতার স্থান। †

নবি ﷺ নিজেও অনেক হাদিসে পায়ুপথে মিলিত হওয়াকে জোরালভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

> *'যে লোক কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোকের **মলদ্বারে** আসে আল্লাহ তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেনই না।'‡*

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলে গেছেন,

---

* কুরআন ২:২২২-২২৩

† আত তিব্বুন নাওয়াউই ১৮৭

‡ সুনানে তিরমিজি ১১৬৫

> *'যে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর পশ্চাদদেশে মিলন করে সে অভিশপ্ত।'**
>
> *'আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান (কথাটি তিনি তিনবার বললেন)। তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বারে আসবে না।'†*
>
> *'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে মেলে, আল্লাহ তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।' ‡*

'অভিশপ্ত' মানে আল্লাহর ঐশী দয়া থেকে দূরে। জঘন্য বিষয়। নবি ﷺ কিছু কিছু বিষয়ে অভিশাপ দিয়েছেন যেন আমরা সতর্ক হয়ে সেগুলো পরিহার করে চলি।

আরো বহু প্রমাণ আছে পায়ুগমন হারামের বিষয়ে; এমনকি তা নিজের স্ত্রীর সাথে হলেও। এছাড়া মলদ্বারে মিলন প্রচণ্ড ব্যথাসহ বহু রোগেরও কারণ। আর তা তো আজকের বিশৃঙ্খল সমাজে হারহামেশা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু, সাধারণ অবস্থায় মলদ্বারে মিলন ছাড়া তার আশপাশের অংশ ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলানো বা সেখানে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে মর্দন করতে সমস্যা নেই। অবশ্য সে স্থান যথেষ্ট পরিষ্কার থাকা চাই। তবে, এর আশপাশের পুরো অংশটি এড়িয়ে চলা ভালো।§

ওরাল সেক্স

বর্তমানে পর্নোগ্রাফির ছড়াছড়িতে ওরাল সেক্স মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার করেছে। বহু মুসলিম দম্পতি এটা করে থাকেন। তাই অনেকে এর ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী তা জানতে চান। দুঃখজনকভাবে অনেক আলিম এসব নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পেয়ে এড়িয়ে চলেন। অনেকে আবার এর আলোচনাকে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। মুসলিমের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো যেন ইসলামের শিক্ষার সাথে মেলে এজন্য এসবের আলোচনা করা জরুরি।

---

* সুনানে আবু দাউদ ২১৫৫

† সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২৪, মুসনাদে আহমাদ ও অন্য

‡ সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯২৩, মুসনাদে আহমাদ ও অন্য

§ মুগনি মুহতাজ ৩:১৮১, হাশিয়া দাসুকী 'আলা শারহুল কাবির ২:৩৪২, উসুলুল মু'আশারা যাওজিয়্যা পৃ. ৮২

মুখ বা জিহ্বা ব্যবহার করে কাউকে উদ্দীপিত করাকে ওরাল সেক্স বলা হয়। এটা লজ্জাস্থান চুম্বন থেকে শুরু করে, মুখে নেয়া, যৌন তরল গিলে ফেলা পর্যন্ত অনেক কিছু হতে পারে। ওরাল সেক্সের সময় কী করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে ইসলামি দিকনির্দেশনা কী হবে।

যদি স্বামীর লজ্জাস্থান মুখে নেয়ার ব্যাপারটা এমন হয় যে বীর্য অথবা বীর্যপাত-পূর্ব তরল স্ত্রী গিলে ফেলে, মুখে নেয়, তা হলে তা পাপের কাজ হবে। স্বামীও যদি স্ত্রীর জননরস মুখে নেয়, গিলে ফেলে সেটাও পাপের কাজ হবে। এমন হবার কোনো সম্ভাবনা থাকলে ওরাল সেক্স নিষেধ।

ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা ও অপবিত্র বস্তু গিলে ফেলা কিংবা মুখে নেয়ার অনুমোদন ইসলামে নেই। এসবের মধ্যে পড়ে পুরুষ ও মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে নির্গত সকল প্রকার তরল যেমন প্রশ্রাব, বীর্যপাত-পূর্বক তরল, বীর্য এবং মাঝে মাঝে প্রশ্রাবের আগে অথবা পরে বের হওয়া সাদা ও ঘোলা তরল। শাফিয়িদের মতো অনেক আলিম বীর্যকে নাপাক বা অপবিত্র মনে করেন না। কিন্তু তারপরেও তারা বলেন, তা গিলে ফেলা নিষিদ্ধ। অতএব, স্বামী কিংবা স্ত্রীর যেকোনো জননরস গেলা হারাম।

শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম নাওয়াউই 'আল-মাজমু'-তে লিখেছেন,

> *'সঠিক ও সুবিদিত মত হলো বীর্য গেলা নিষেধ কারণ এটি নোংরা [যদিও নাপাক নয়]। মহান আল্লাহ বলেন, "...এবং তিনি তাদের জন্য নোংরা জিনিস হারাম করেছেন।"'**

যদি যথেষ্ট সতর্কতার সাথে ওরাল সেক্স করা হয় যে কোনভাবে জননরস মুখের ভেতর যাবে না, যেমন লজ্জাস্থানে হাল্কা চুম্বন, তবে তার অনুমোদন আছে। কিন্তু তারপরও কাজটা অশোভন, অপছন্দের। যেহেতু দম্পত্তির শরীরের সকল স্থানে চুম্বন বৈধ, তাই একে এক প্রকার প্রণয়ও বলা চলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লজ্জাস্থানে ধার্মিকতার সাথে সামঞ্জস্য নয়।

হানাফি ফিক্বহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতওয়া হিন্দিয়া'তে উল্লেখ আছে,

* মাজমু' শারহ মুহাযযাব ২:৩৯৭

*স্বামী স্ত্রীর মুখে নিজের লজ্জাস্থান ঢোকালে এটাকে অপছন্দনীয় (মাকরুহ) বলা হয়। তবে অন্যেরা একে অপছন্দনীয় মনে করেন না।**

হানাফি ফিক্হের প্রধাণতম গ্রন্থের এই স্পষ্ট বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায়, স্ত্রীর মুখে লজ্জাস্থান রাখার বৈধতার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ আছে। কেউ একে অপছন্দ করেন আবার কেউ এর অনুমোদন দেন। কিন্তু দুপক্ষ শর্ত দেন, মুখের ভেতর কোনো জননরস যেতে পারবে না।

সাধারণ অবস্থায় এমন শর্ত মেনে চলা সহজ কাজ নয়। এই কারণে, এবং যেহেতু এটা মুসলিমের যথাযত আচরণের পরিপন্থি—তাই, সমসাময়িক আলিমেরা একে অপছন্দনীয় বলে থাকেন।

মুখ মানব শরীরের একটি সম্মানিত অঙ্গ। এর মাধ্যমে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, আল্লাহর নাম স্মরণ করি, নবিজির প্রতি সালাত ও সালাম পাঠাই। তাই এই একই মুখ দিয়ে লজ্জাস্থান উত্তেজিত করা অবমাননাকর।

এই বিষয়ে শেষ কথা, যদি কারো সঙ্গী তার কাছ থেকে ওরাল সেক্স দাবি করে তবে তা মানতে সে বাধ্য নয়—যত সতর্কতার সাথেই হোক না কেন। স্ত্রী শুধু স্বামীর সাথে মিলিত হতে বাধ্য। আর এদিকে স্ত্রীর পবিত্রতা ও চরিত্র রক্ষার জন্য স্বামীর জন্য তার সাথে যথেষ্ট সংখ্যক বার অন্তরঙ্গ হওয়া আবশ্যক।

ফোন সেক্স

ফোন সেক্স হলো দুজনের মধ্যে ফোনে ফোনে যৌন উত্তেজনকার কথাবার্তা। উদ্দেশ্য হলো যৌন উত্তেজিত হয়ে হস্তমৈথুন করা। দম্পতিদের মধ্যে ফোন সেক্সের ইসলামিক বিধান দুটো অবস্থার উপর নির্ভর করবে:

- ফোন সেক্সের উদ্দেশ্য যদি হয় সঙ্গীকে উত্তেজিত করে হস্তমৈথুন করানো, তবে তা অবৈধ হবে। হস্তমৈথুন হলো একটি নিষিদ্ধ কাজ যা বহু ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই ফোনে কথা বলার সময় নিজেকে নিজে হস্তমৈথুন করা বৈধ নয়। আবার একে সঙ্গীকে দিয়ে হস্তমৈথুনও বলা যায় না। কারণ তা হয় যখন যৌন

* ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৭২

তৃপ্তি সঙ্গীর শরীরের কোনো অঙ্গের মাধ্যমে ঘটে, আর ফোন সেক্সে সঙ্গীর শরীরের কোনো সংস্পর্শ হয় না।

৫ ফোন সেক্সের উদ্দেশ্য যদি হস্তমৈথুন না হয়, বরং শুধু একে অন্যের সাথে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয় তবে তা বৈধ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ কাছে থেকে হোক বা দূরে থেকে, উভয় অবস্থায় সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু তা যেন হস্তমৈথুন কিংবা অন্য কোনো নিষিদ্ধ উদ্দেশ্যে না হয়। কিন্তু যদি হস্তমৈথুন পরিহার করেও শুধু অন্তরঙ্গ বাক্যালাপের মাধ্যমে কেউ পুলক পেয়ে যায় তবে তাও ইসলামি আইনে নিষিদ্ধের আওতায় পড়ে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে প্রাথমিক উদ্দেশ্য যেন পুলক পাওয়া বা হস্তমৈথুন না হয়।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর

স্বামী-স্ত্রী মধ্যকার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শেষ হবার সাথে সাথে কিন্তু মিলন শেষ হয়ে যায় না। বরং এর পরও অনেক কিছু করার আছে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পরের সময়টা তার আগে করা আলিঙ্গন, প্রণয় এমনকি খোদ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কিছু আদবকেতা ও বিধান খেয়াল রাখতে হবে।

প্রেমাদর

পুলকের পরপর নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলা ঠিক নয়। বরং কিছুক্ষণ সে অবস্থায় থাকলে দুজনে—বিশেষ করে স্ত্রী—নিজের চাহিদা পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারবে। ইসলাম আমাদের সবসময় একে অন্যের প্রতি দয়াশীলতা, ভালোবাসা ও স্নেহের শিক্ষা দেয়। মিলন শেষ হবার সাথে সাথে স্বামীর নির্লিপ্ত ভাব স্ত্রীর মনে ভুল ধারণা জন্ম দিতে পারে। শুধু মিলনের প্রতি স্বামীর সকল আগ্রহ—নারীর নরম মন যেন এমন ভেবে না বসে তা খেয়াল রাখতে হবে। অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শেষ হলেও তা স্ত্রীর সাথে প্রেমময় ব্যবহার করতে হবে স্বামীকে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর পরিষ্কার কাপড় অথবা টিস্যু দিয়ে নিজেদের মুছে ফেলতে হবে। আগে আগে একটি আলাদা চাদর বিছিয়ে রাখা উচিত। তা হলে সেটা দিয়েও পরে মুছে নেয়া যায়।

ইমাম ইবনু কুদামা 'মুগনি'তে লেখেন,

'স্ত্রীর উচিত (মুস্তাহাব) তার সাথে এক টুকরো কাপড় রাখা, যেন সেটা দিয়ে তার স্বামী অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর নিজেকে মুছে নিতে পারে। কারণ আয়িশা ﷺ বলেছেন, 'একজন বিচক্ষণ স্ত্রী থেকে এটা কাম্য, সে নিজের সাথে এক টুকরো কাপড় রাখবে, যেন অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর স্বামী কিংবা সে নিজেকে মুছে নিতে পারে।'

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারপরও অনেক দম্পতি এটা নিয়ে হেলাফেলা করেন। তাদের বিছানার চাদর কিংবা কাপড় যে অপবিত্র হয়ে যেতে পারে এটা নিয়ে যেন তাদের কোনো বিকার নেই। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের আগে তাই বিছানায় আলাদা চাদর বিছিয়ে নিতে হবে। তা হলে সাথে সাথে ধোবার জন্য সরানো যাবে। কারণ কাপড়ে জননরস লাগলে সেটা অপবিত্র হয়ে যায়। ধুয়ে পরিষ্কার করে না নিলে সেটা পরে নামাজ আদায় হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন, বিছানার তোশকে জননরস লাগলে সেটাও বদলাতে হবে।

বীর্যপাত-পূর্ব তরল সকল চিরায়ত আলিমদের কাছে অপবিত্র। এটা হলো বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষ এবং মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বের হওয়া চটচটে স্বচ্ছ তরল পদার্থ যা সবেগে নির্গত হয় না। অনেক সময় পুরুষ এবং বিশেষ করে মহিলাদের নিজেদের অজান্তে এটা নির্গত হয়। এই অপবিত্রতা দূর করার জন্য শুধু উজু করা যথেষ্ট। কিন্তু কাপড়ে বা শরীরের কোনো স্থানে লাগলে সেটা আগে ধুয়ে নিতে হবে। ইমাম নাওয়াউইইর মতে পুরো মুসলিম উম্মাহ্ এর নাপাকির ব্যাপারে একমত।†‡

আর বীর্য হলো ঘন সাদা তরল যা সবেগে পুরুষদের লজ্জাস্থান থেকে বের হয়ে একে ছোট এবং নিস্তেজ করে দেয়। নারীদের ক্ষেত্রে এটা পাতলা হলদেটে

---

* মুগনি ৮:১৩৬

† দেখুন: হাশিয়া তাহতাউ 'আলা মারাকি ফালাহ পৃ:১০০, মাজমু শারহ মুহাযযাব ২:৩৯৫ এবং মুগনি ১:১৬২

‡ জননরস কাপড়ে বা বিছানার চাদরে লাগলে সেটা অপবিত্র হয় না বলেও মত আছে। নবি সা. কাপড়ের যে- জায়গায় জননরস লেগেছে, সেটা ধুয়ে নিয়ে সালাত পড়তেন মর্মে হাদিস আছে। এ- ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://islamqa.info/en/answers/2458/differences- between- semen- maniy- and- urethral- fluid- madhiy — সম্পাদক

তরল হয়ে থাকে। এই শুক্রাণুর মাধ্যমে সুমহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন:

> 'মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি এমনি দুনিয়াতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে? সে কি সামান্য বীর্যের এক ফোঁটা শুক্রাণু ছিল না? এরপর সেটা হয়ে উঠল এক পিণ্ড জমাট রক্ত—আল্লাহ যেটাকে ঠিকঠাকভাবে আদল দিলেন। সেখান থেকে সৃষ্টি করলেন পুরুষ আর নারী। (এমন যার ক্ষমতা) তিনি কি আবার এদের জীবন দিতে পারবেন না?' *

বীর্য নাপাক কি না এটা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফি এবং মালিকি মাজহাব অনুযায়ী বীর্য নাপাক। তাই এটা শরীর ও কাপড় থেকে পরিষ্কার করতে হবে। অন্যদিকে শাফিয়ি এবং হান্‌বালি মাজহাব অনুযায়ী বীর্য পাক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সকল মাজহাবের আলিমেরা একমত যে বীর্যপাত হলে পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়ের জন্য গোসল ফরজ। †

প্রশ্রাব

চিকিৎসকেরা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর প্রশ্রাব করতে উৎসাহ দেন। এতে লজ্জাস্থানের ভেতর কোনো বীর্য রয়ে থাকলে বের হয়ে যায়। ধোবার সময় প্রচণ্ড ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবেন না। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। ‡

ফরজ গোসল

বীর্যপাতের ফলে শারীরিক যে-অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় তাকে 'জানাবা' বলে। আর অপবিত্র ব্যক্তিকে বলে 'জুনুব'। জুনুবি ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত সালাত আদায়, কুরআন স্পর্শ অথবা তিলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশসহ অন্য ইবাদত করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

---

* কুরআন ৭৫:৩৬-৪০

† হানাফি মাজহাবের জন্য তাহতাউ 'আলা মারাকি ফালাহ পৃ:৯৬ এবং রাদ্দ মুহতার ১:৩১২-৩১৪; মালিকি মাজহাবের জন্য হাশিয়া দাসুকি 'আলাল-শারহ কাবির ১:৯২; শাফিয়ি মাজহাবের জন্য মাজমু শারহ মুহাযযাব ১:৩৯৫-৩৯৬; হান্‌বালি মাজহাবের জন্য মুগনি ১:১৯৭ এবং ১:৭৩৫

‡ ইহইয়া উলুমুদ্দিন ও এর ব্যাখ্যা ইতহাফ সাদাত মুত্তাকিন ৬:১৮৪, এবং আদাব-ই-মুবাশারাত পৃঃ ২৮

'...যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো তবে ভালোভাবে নিজেদের পবিত্র করো।'*

নবি ﷺ বলেছেন,

> *'প্রতিটি চুলের নিচে নাপাকি আছে। অতএব চুলগুলো ভালো করে ধোও। শরীর ভালো করে পরিষ্কার করো।'†*

এমনকি শুধু পুরুষের লজ্জাস্থান নারীর যোনিপথে প্রবেশ করলে বীর্যপাত না হলেও দুজনের গোসল ফরজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ অপবিত্রতা অর্জনের জন্য অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কিংবা বীর্যপাত দুটো একটা আরেকটা থেকে স্বাধীন বা পৃথক। মিলন ছাড়া যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হলে যেমন গোসল ফরজ হয়, তেমনি বীর্যপাত না হলেও শুধু মিলনের কারণে গোসল করতে হবে। নবি ﷺ বলেছেন,

> *'কোনো ব্যক্তি যখন স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝে বসে, তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে, তখন গোসল করা বাধ্যতামূলক।'*

বর্ণনাকারী মাতারের বর্ণনায় 'যদিও বীর্য বের না হয়'—এই কথাটি আছে।‡ এছাড়া নবি ﷺ বলেছেন,

> *'এক লজ্জাস্থান অপর লজ্জাস্থানে অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব।'§*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

> *'দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব।'¶*

ওপরের প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াউই লিখেছেন,

> *'গোসলের বাধ্যবাধকতা শুধু বীর্য নির্গত হবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নারীর লজ্জাস্থানের মধ্যে পুরুষের লজ্জাস্থান প্রবেশ করলে, উভয়ের গোসল ফরজ*

---

* কুরআন ৫:৬

† সুনানে তিরমিজি ১০৬, সুনানে আবু দাউদ ২৫২

‡ সহিহ বুখারি ২৮৭, সাহিহ মুসলিম ৩৪৮

§ সুনানে তিরমিজি ১০৯, মুসনাদ আহমাদ

¶ সুনানে ইবনু মাজাহ ৬১১, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা ১:১১২

হয়। এক সময় এই সম্বন্ধে সাহাবাদের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে গোসল ফরজ হওয়ার উপর ইজমা বা ঐকমত্য স্থাপন হয়ে গেছে।[*]

অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ছাড়া শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসলের অপরিহার্যতার জন্য এই হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। সাহাবা আলি ﷺ বলেন, 'আমি নবিজিকে [অন্য একজনের মাধ্যমে] বীর্যপূর্ব তরল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন,

> *"'বীর্যপুর্ব তরল বের হলে উজু করতে হবে। বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে।"'*[†]

মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে তাকেও ফরজ গোসল করতে হবে। সাহাবা আবু তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম ﷺ নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রসুল, সত্য বলতে আল্লাহ লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি ফরজ গোসল করতে হবে?

নবি ﷺ বললেন, 'হাঁ, যদি সে তরল দেখে।'[‡]

ইমাম ইবনু কুদামাহ বলেন,

> *'জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত যে অবস্থায় হোক না কেন, যৌন উত্তত্তেজনায় ও সজোরে বীর্য নির্গত হলে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যে গোসল প্রযোজ্য হয়, এটা আইনবিদগণের বক্তব্য। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, এই ব্যাপারে আমরা কোনো মতভেদ সম্পর্কে জানি না।'*

মোদ্দাকথা, অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে গোসল করবেন। এক্ষেত্রে বীর্য না বের হলেও গোসল করতে হবে। এমনকি ঘুমের মধ্যে অথবা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পূর্বে আলিঙ্গন বা প্রণয়ের সময় বীর্যপাত হলেও গোসল করতে হবে। এক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গে পানি পৌঁছায় এবং কোনো অংশ বাদ না যায়। ফরজ গোসলের নিয়ম না জেনে থাকলে তা হলে সঠিকভাবে শিখে নিতে হবে।

---

* মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম পৃ: ৪০০

† সুনানে আত-তিরমিজি ১১৪, সুনানে ইবনু মাজাহ ৫০৪

‡ সহিহ বুখারি ২৭৮

যদি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় বীর্য পুলক সহকারে আর সজোরে নির্গত হয়, তা হলে পরে গোসলের পর পুরুষাঙ্গ থেকে আবার বীর্য বের হলে গোসল করা জরুরি নয়। এটা হানাফি মাজহাবের শক্তিশালি মত এবং বাকি মাজহাবগুলোরও মত। যদিও পুলকের চূড়ান্ত মুহূর্তের এই শর্তটি শুধু হানাফি মাজহাবে আছে।

শাফিয়ি মাজহাব অনুযায়ী, যখন বীর্য বের হবে, গোসল ফরজ হয়ে যাবে। সেটা যে কারণেই হোক না কেন। এর অর্থ হলো, গোসলের পরেও যদি লজ্জাস্থান থেকে কিছু বীর্য নির্গত হয় তা হলে আবার গোসল করতে হবে।

অন্যদিকে, হানাফি মাজহাবের মত হলো, যদি প্রশ্রাব, ঘুম অথবা অনেক হাঁটাহাঁটির পর বীর্য নির্গত হয় তা হলে আবারো গোসলের প্রয়োজন নেই। যেহেতু এসবের মাধ্যমে বীর্যের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে বীর্য বের হওয়া থামিয়ে দেবে। তাই এসবের পর বীর্যপাত হলে একে তৃপ্তির ফল হিসেবে বলা যায় না। যদিও নতুন করে উজু করতে হবে। যেহেতু লজ্জাস্থান থেকে কিছু একটা বের হয়েছে। সালাতের পরপর যদি গোসল নষ্ট হয়ে যায় তবে সালাত সঠিক হয়েছে বলে ধরা হবে কারণ সেটা তো পবিত্র অবস্থায় পড়া হয়েছে।

অপরদিকে গোসলের পর একজন মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান দিয়ে তরল জাতীয় কিছু বের হতে দেখে তা হলে দুটো অবস্থা আছে। হয় সেটি তার নিজের জননরস অথবা তার স্বামীর। অবস্থা যেটাই হোক হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এক্ষেত্রেও তার গোসল হয়ে গেছে।

শাফিয়ি মাজহাব এর বক্তব্য হলো, অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় সে যদি পুলকে পৌঁছে থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে গোসলের পর বের হওয়া তরলটি তার নিজের। এক্ষেত্রে তাকে আবার গোসল করতে হবে। কিন্তু যদি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় সে পুলকে না পৌঁছায়, তা হলে গোসল করতে হবে না। কারণ তরলটি তার স্বামীর।*

এসবের কথা মাথায় রেখে সবার উচিত অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর গোসলের আগে প্রশ্রাব করে নেয়া। তা হলে এসব সমস্যা এড়ানো যাবে ইন শা আল্লাহ।

---

* হিদায়া ১:৩১, রদ্দুল মুহতার ১:১৫৯-১৬১, মুগনি মুহতাজ ১:১১৭-১১৮

অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর গোসল করে ফেলা ভালো। তাড়াতাড়ি গোসল করে ফেললে অপবিত্র অবস্থায় থাকার সীমাবদ্ধতা থেকে বাঁচা যায়। নবি ﷺ বলেছেন,

> *'যে ঘরে মূর্তি, কুকুর অথবা অপবিত্র ব্যক্তি রয়েছে সেখানে ফেরেশতারা ঢোকেন না।'**

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কারণে অপবিত্র হয়ে যে-লোক লম্বা সময় পার করেছে, এত লম্বা সময় যে ফরজ সালাতের সময় পার হয়ে গেছে, এই হাদিসে সেই লোকের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সে পাপী হবে। অন্যথায় অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পরপর গোসল না করে ঘুমালে তা অপছন্দনীয় নয়। তবে গোসল করলে ভালো। আয়িশা রাআ. বলেছেন,

> *'আল্লাহর রসুল অপবিত্র অবস্থায় কোনো পানি স্পর্শ না করেই ঘুমোতেন।'†*

সুনানুত-তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল-আহওয়াদি'র লেখক বলেছেন,

> *'এই হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, অপবিত্র ব্যক্তি উজু অথবা গোসল ছাড়া ঘুমোতে যেতে পারবে।'‡*

গুদায়িফ ইবনুল-হারিস বলেন, 'আমি আয়িশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আল্লাহর রসুলকে ফরজ গোসল রাতের শুরুতে করতে দেখেছেন না শেষভাগে?'

'আয়িশা ﷺ বললেন, "কখনো তিনি রাতের শুরুতে করতেন। কখনো শেষভাগে।"

'আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এই বিষয়টা তিনি সহজ করেছেন...।§

ইমাম নাওয়াউই বলেন,

> *'এসব হাদিসের উপসংহার হলো একজন জুনুব ব্যক্তি গোসলের আগে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, খানাপিনা ইত্যাদি করতে পারবে। এটাতে সকল আলিমগণ একমত*

---

* সুনানে আবু দাউদ ২২৯

† সুনানে আবু দাউদ ২৩০, সুনানে তিরমিজি১১৮, সুনানে ইবনু মাজাহ ৫৮১

‡ তুহফাত আহওদি শারহ জামি আত তিরমিজি ১:৩৯৭

§ সুনানে আবু দাউদ ২২৮

> *(ইজমা)। পানি স্পর্শ না করে ঘুমোতে যাবার হাদিস থেকে এটাও বুঝা যায়, নবি ﷺ এমন করেছেন ও এটার অনুমতি আছে। তিনি যদি পানি স্পর্শ করতেন তা হলে বোঝা যেত, পানি ব্যবহার জরুরি।**

গোসল ছাড়া ঘুমোতে চাইলে উজু করে নেয়া পছন্দনীয়। আয়িশা ؓ বলেছেন,

> *'আল্লাহর রসুল অপবিত্র অবস্থায় ঘুমোতে চাইলে লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের উজুর মতো উজু করতেন।'*†

উমার ইবনুল-খাত্তাব ؓ আল্লাহর রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কেউ জানাবা অবস্থায় ঘুমাতে পারবে?'

তিনি বললেন,

> *'পারবে। উজু করে জানাবা অবস্থায়ও ঘুমোতে পারবে।'*‡

আরেকবার তিনি আল্লাহর রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, কখনো রাতের বেলা তার গোসল ফরজ হলে কী করতে হবে?

নবি ﷺ বললেন,

> *'উজু করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে। তারপর ঘুমোবে।'*§

ঘুমানোর আগে উজু করা পছন্দনীয় মনে করেন বেশিরভাগ আলিম। অর্থাৎ কাজটি করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু না করলে পাপ হবে না। দাউদ জাহিরি এবং ইবনু হাবিব মালিকি-সহ অল্প কজন আলিম অবশ্য এতে মতভেদ করেছেন। ইমাম মালিকের মতও এটা।¶

ঘুমানোর আগে যদি উজু করা সম্ভব না-ও হয় তা হলে অন্তত লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে নেয়া ভালো। তবে না করলেও পাপ হবে না।

---

* মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম ৩৭২:৩৭৩
† সহিহ বুখারি ২৮৪, সহিহ মুসলিম ৩০৫
‡ সহিহ বুখারি ২৮৩, সহিহ মুসলিম ৩০৬, সুনানে তিরমিজি১২০
§ সহিহ বুখারি ২৮৬, সহিহ মুসলিম ৩০৬
¶ মিনহাজ শারহ সহিহ মুসলিম ৩৭২

তা হলে দেখা যাচ্ছে এখানে তিনটি অবস্থা আছে। সবচেয়ে উত্তম হলো জুনুব ব্যক্তি ঘুমানোর আগে গোসল করবে। এটা সম্ভব না হলে অঙ্গ পরিষ্কার করে উজু করবে। সেটাও না করতে পারলে অন্তত লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে ঘুমোবে। তবে এসবের কিছু করতে না পারলে কোনো পাপ হবে না।

পরপর একাধিক মিলন

পরপর একাধিকবার মিলিত হতে চাইলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে ইসলাম তাতে কোনো সমস্যা দেখে না। ইমাম ইবনুল-কায়্যিম জাওজিয়্যা 'আত-তিব্বুন-নাবাউই'তে বলেছেন, শুধু জৈবিক চাহিদার প্রয়োজন হলে যেন স্বামী-স্ত্রী অন্তরঙ্গ মুহূর্তে লিপ্ত হয় অন্যথায় না। এক্ষেত্রে স্বামীর লজ্জাস্থান স্বাভাবিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে, অন্য কিছু দেখে বা চিন্তা করার কারণে না। নিজের উপর জোর করে কামেচ্ছা প্রয়োগ করা ঠিক নয়।*

তাই যদি আন্তরিক জৈবিক চাহিদা জন্মায় তা হলে সেটা মেটাতে অসুবিধা নেই। নইলে শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য একজন আরেকজনের ইচ্ছা, চাহিদা, বাসনা, শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ রাখা জরুরি যেন জোরপূর্বক কিছু না হয়।

আলিমদের মধ্যে পুরোপুরি ইজমা প্রতিষ্ঠিত আছে যে পরপর দুবার মিলিত হলে দ্বিতীয়টির আগে ফরজ গোসল করা জরুরি না। নবিজি দ্বিতীয়বার মিলিত হবার আগে গোসল করতে পছন্দ করতেন। তবে না করারও প্রমাণ আছে। সাহাবা আনাস ﷺ বলেছেন,

> *'নবি ﷺ এক গোসলে তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন।'*†

তার মানে এক বা একাধিক স্ত্রীর সাথে ধারাবাহিকভাবে মিলিত হলে আলাদা আলাদা করে গোসল করার প্রয়োজন নেই। গোসল করে নিলে ভালো হয় যদিও। আবু রাফি ﷺ বলেছেন, 'নবি ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। এবং একবার একবার করে গোসল করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহর রসুল, আপনি শেষে একবার গোসল করলেই তো পারতেন?"

* আত-তিব্ব আন-নাবাবী ১৮১
† সহিহ মুসলিম ৩০৯, সুনানে তিরমিজি ১৪০, সুনানে আবু দাউদ ২২০

'তিনি বললেন,

> *"এটা বেশি পরিষ্কার, ভালো আর পবিত্র।"'**

দ্বিতীয়বার মিলনের আগে উজু করা মুস্তাহাব কিন্তু ওয়াজিব নয়। নবি ﷺ বলেন,

> *'তোমাদের কেউ একবার মিলিত হবার পর পুনরায় মিলিত হবার ইচ্ছা করলে সে যেন উজু করে নেয়।'†*

চার মাজহাবের বেশিরভাগ আলিমদের মতে এই উজু করার আদেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব নয়। সহিহ ইবনু খুজায়মাতেও এই হাদিসটি আছে। তাতে '...কারণ, এটি দ্বিতীয়বারের জন্য শক্তি যোগাবে...'—এই অংশ যোগ করা আছে।‡

মা আয়িশা রাআ. বলেছেন,

> *'নবি ﷺ অন্তরঙ্গ হতেন। এরপর আবার হতেন উজু না করেই...।'§*

কেউ যদি উজু করতে না পারে, অন্তত লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া উচিত। ইমাম নাওয়াউই বলেন,

> *'যদি কেউ একজন স্ত্রীর পরে অন্য স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হতে চায় তা হলে তাকে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হবে।'¶*

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা গোপন রাখা

সুমহান সুউচ্চ আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের আবরণ হিসেবে তুলনা করেছেন। সুমহান আল্লাহ বলেন,

> 'সিয়াম পালনের পর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বৈধ করা হলো। তারা তোমাদের (ভালোবাসা ও প্রশান্তির) চাদর, তোমরাও তাদের

---

* সুনানে আবু দাউদ ২২১, সুনানে ইবনু মাজাহ ৫৯০, মুসনাদ আহমাদ

† সুনানে আবু দাউদ ২২২, সহিহ মুসলিম ৩০৮, সুনানে তিরমিজি ১৪১

‡ সহিহ ইবনু খুযায়মা ২২১

§ শারহ মা'আনি আছার ৭৭৪

¶ মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম ৩৭২

(ভালোবাসা ও প্রশান্তির) চাদর।'*

কাপড় যদি ঠিকমত বড় না হয় তা হলে তা দিয়ে নিজেকে ঠিকঠাক ঢাকা যায় না। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের আবরণ কিংবা চাদর, তাই নিজেদের মধ্যকার গোপন কথা ও ঘটনাগুলো যদি কেউ অন্যের সামনে প্রকাশ করা দেয় তা হলে তারা একজন আরেকজনের চাদর হতে পারল না। বৈবাহিক সম্পর্ক বিশ্বাস আর গোপনীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজেদের বিষয় বাইরের পৃথিবী থেকে গোপন রাখা তাদের দায়িত্ব। আমরা আগে একটা হাদিস উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা স্বামীকে নবি ﷺ জঘন্য বলেছিলেন।†

এই সাবধানবাণী শুধু স্বামীর প্রতি না, বরং স্ত্রীদেরকেও দেয়া হয়েছে। শয়নকক্ষে যা ঘটে তা বাইরে নিয়ে আসা অনুমোদিত নয়। অন্তরঙ্গ বিষয়াদি গোপন। তাই এর গোপনীয়তা রক্ষা করা কর্তব্য। এগুলো অন্যের সাথে বলা মানে তাদের অন্তরে এসবের ভাব উদ্রেক করা। ফলে অন্তরের ব্যভিচার হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। নিজেদের এসব বিষয় প্রকাশ করা পারতপক্ষে অন্যের ক্ষতি করার শামিল।

আসমা বিনতু ইয়াজিদ রাআ. বলেছেন, 'আমরা কজন পুরুষ-নারী নবিজির সাথে বসে ছিলাম। আল্লাহর রসুল ﷺ বললেন, "নিজের স্ত্রীর সাথে কী হয়, সেটা কি কোনো পুরুষ বলে বেরাবে? বা নিজের স্বামীর সাথে কেউ কী করে সেটা কি কোনো নারী বলে বেরাবে?"

'কেউ কিছু বলছিল না। কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। আমি বললাম, "জি, আল্লাহর রসুল। পুরুষেরা এমনটা করে। নারীরাও করে।"

'তিনি বললেন, "এটা কোরো না। এর মানে যেন কোনো পুরুষ শয়তান নারী শয়তানের সাথে রাস্তায় মিলছে। আর লোকজন দেখছে।"'‡

সমাজে কিছু কিছু লোক বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দেয়। কোনো লোক নিজের যৌন ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করে।

---

* কুরআন, ২:১৮৭

† সহিহ মুসলিম ১৪৩৭

‡ তাবারানির মুজামুল কবির ২৪:১৬২-১৬৩। এরকম বর্ণনা সুনানে আবু দাউদ আর মুসনাদে আহমাদেও আছে

আবার কোনো মহিলা তার সাথে স্বামীর কী কী অন্তরঙ্গতা হয় তা বলে আনন্দ পায়। উপরের হাদিসগুলো তাদের এসব হীন কাজ থামাতে যথেষ্ট। তাদের বোঝা উচিত, বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এসবের উত্তর দিতে হবে।

এখানে মনে রাখতে হবে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু সাধারণ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কোনো সত্যিকারের প্রয়োজন পড়ে, যেমন কোনো ধর্মীয় সহায়তা, পরামর্শ, নির্যাতনের স্বীকার হলে কিংবা অভিযোগ দায়েরের সময়, তা হলে সূক্ষ্ম বিবরণ ছাড়া এসব বর্ণনা করাতে ক্ষতি নেই।*

* মিনহাজ শারহ সাহিহ মুসলিম, ১৪৩৭ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা

অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিধান ও আদব-কায়দার সারাংশ

এখানে পুরো বইতে আমরা যা যা আলোচনা করেছি তার সারাংশ উল্লেখ করা হবে। অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পছন্দনীয় (মুস্তাহাব), অপছন্দনীয় (মাকরুহ) আর নিষিদ্ধ (হারাম) কাজগুলো উল্লেখ করছি:

মুস্তাহাব কাজ

- অন্তরঙ্গতা শুরুর আগে বিশুদ্ধ ও সঠিক নিয়ত
- অন্তরঙ্গতায় সংযম
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তে নিরুদ্বেগ ও মানসিকভাবে প্রাশান্তি
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের জন্য মানসিক-শারীরিক প্রস্তুতি
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাজগোজ
- স্বামীর সামনে স্ত্রীর মেয়েলি আচরণ
- অন্তরঙ্গতা শুরুর আগে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সহৃদয় আচরণ, প্রীতিকর কথাবার্তা
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের আগে প্রণয়
- কুরআন ও অন্য ইসলামিক বইপত্র ঢাকা

- বিভিন্ন দুআ পাঠ
- স্ত্রীর পুলকের জন্য স্বামীর অপেক্ষা
- অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শেষ হবার পরও সঙ্গীর প্রতি প্রেম ও মনোযোগ
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের পর পরিষ্কার হওয়া
- ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কিংবা আবার অন্তরঙ্গ হবার আগে আগে ফরজ গোসল বা উজু করে নেয়া অথবা অন্ততপক্ষে লজ্জাস্থান ধোয়া

হারাম ও মাকরুহ কাজ

- কোনো বৈধ কারণ ছাড়া অন্তরঙ্গ মুহূর্তের প্রতি স্ত্রীর অস্বীকৃতি জানানো
- স্ত্রীকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা
- মাসিক ও প্রসব-পরবর্তী রক্তস্রাবের সময় মিলন
- ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর দুধপান [হানাফি মাজহাব অনুযায়ী]
- প্রণয়ে খাদ্য ব্যবহার [মাকরুহ]
- প্রণয়ের সময় সেক্সটয় ব্যবহার
- বাদ্যযন্ত্রের সাথে যৌন উত্তেজক নৃত্য
- উত্তেজনার জন্য পর্নোগ্রাফি দেখা
- বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা
- প্রশ্রাব ও নোংরা বস্তু থেকে যৌন আনন্দ লাভ
- প্রকাশ্যে প্রেম ও অন্তরঙ্গ হওয়া
- একজন আরেকজনের অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও তোলা
- অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় অন্য কাউকে নিয়ে যৌন চিন্তা
- পায়ুগমন
- ওরাল সেক্স [জননরস মুখে না গেলে মাকরুহ, আর মুখে গেলে হারাম]
- ফোন সেক্স করে হস্তমৈথুন
- নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ

বাসর রাতের আদব ও ফিক্‌হ

দম্পতির জন্য বাসর রাত (লাইলাতুল যুফাফ) সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। এই রাতে সঠিকভাবে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন না করতে পালে সঙ্গীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ কথায় আছে, প্রথম দেখায় যে-অনুভূতি হয়, সেটা মনে দাগ কেটে যায়।

দুজন নিজেদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে। কেউ জানে না ভবিষ্যতে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। তাই স্বাভাবিকভাবে তারা থাকবে বিচলিত, উদ্বিগ্ন ও কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একই সাথে একজন আরেকজনকে ভালোভাবে জানার জন্য তারা থাকবে উতলা। আনন্দের সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে তাদের যেন তর সইবে না আর।

আদর্শ পরিস্থিতিতে আগে কখনও ঘনিষ্ঠ না হবার কারণে তারা হবে একজন আরেকজনের কাছে প্রায় অপরিচিত। তাই অন্তরে লজ্জা ও অদ্ভুত অনুভূতি অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এই অবস্থায় যুগলের দুজনের জন্যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তারা একজন আরেকজনের জন্য ব্যাপারগুলো সহজ করবে। তাদের উচিত একে অপরের সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করা।

স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থায় স্ত্রী থাকবে একটু বেশি লাজুক ও ভীতু। তাই এখানে স্বামীর দায়িত্ব একটু বেশি। প্রথম রাতে তাকে সত্যিকার স্বামীর ভূমিকা পালন করতে হবে। বন্ধুত্বপূর্ণ ও অমায়িক আচরণ করে স্ত্রীর জড়তা কাটানোর চেষ্টা করা স্বামীর দায়িত্ব। হাল্কা কথাবার্তার মাধ্যমে নববধূকে ভদ্রতা ও স্নেহশীলতার পরিচয়ও তাকে দিতে হবে।

সালাম ও দুআ

বাসর রাতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সালাম দেবে। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর মাথার সামনের দিক চুল আলতো করে ধরে বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

> *'আল্লাহ, আমি আপনার কাছে তার কল্যাণ চাই। তাকে যে ভালোত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেটা চাই। আমি তার মাঝে থাকা অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তার মাঝে যে-অকল্যাণ রেখেছে, সেটা থেকেও।'**

যদিও এই দুআটা পুরুষদের উদ্দে বলা হয়েছে, একে নারীর উদ্দেশ্যেও ধরা যাবে। যেকোন দুআ যা নারীদের জন্য পড়া হয় তা উল্টো করে পুরুষদের জন্যেও পড়া যায়। অতএব, স্ত্রীও চাইলে স্বামীকে প্রথমবার দেখে এই দুআটি পড়তে পারবে। সেক্ষেত্রে দুআর মধ্যে সামান্য কিছু শাব্দিক পরিবর্তন আসবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ

অর্থ হবে একই। শুধু নারীর জায়গায় পুরুষ উদ্দেশ্য।†

এই দুআ পড়ার কারণ হলো নবিরা ছাড়া সব মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসা দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। আর সব মানুষের মন্দের প্রতি একরকম প্রবণতা আছে। তাই দম্পতিদের একজন আরেকজনের মধ্যকার কল্যাণ চেয়ে তাদের মধ্যকার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে দম্পতির কেউ একজন খারাপ। বরং এর অর্থ হলো তার মধ্যে খারাপের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

---

* সুনানে আবু দাউদ ২১৫৩, সুনানে ইবনু মাজাহ ১৯১৮ এবং অন্য, দুআর শব্দগুলো আবু দাউদের

† মুফতি তাকি উসমানি, রেডিয়েন্ট প্রেয়ার্স, পৃষ্ঠা ৬৪

সালাত

একদিন এক লোক আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদকে বললেন, 'আমি এক নারীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমি আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের ভয় করি।'

তিনি বললেন, 'তাকে ঘরে উঠিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন তুমি তার কাছে যাবে তখন তাকে তোমার পেছনে দুরাকআত সালাত আদায় করতে বলবে।' তারপর বলবে, 'আল্লাহ, আমার জন্য আমার পরিবারকে কল্যাণময় করুন। আমাকে আমার পরিবারের জন্য কল্যাণময় করুন। আল্লাহ, কল্যাণের সাথে আমাদের এক করুন। আলাদা করলেও কল্যাণে সাথে করুন।'' *

এভাবে নবদম্পতি উজু করে প্রথমে জামাআতে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। আর তাতে একইসাথে তাহাজ্জুদ, সালাতুশ-শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা আদায়ের সালাত) এবং সালাতুল-হাজতের (প্রয়োজন পূরণের সালাত) নিয়ত করবে। সালাত শেষে মহান আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও প্রশংসা করবে। নবিজির প্রতি দরুদ পড়বে। তারপর আল্লাহর কাছে বিয়ের মতো এত বড় অনুগ্রহ দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবে।

এরপর তারা আল্লাহর কাছে তাদের মিলনে কল্যাণ, সমৃদ্ধি, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সুসন্তান লাভের জন্য দুআ করবে। মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে উত্তম দুআ তো সেটা যা অন্তর থেকে আসে, আর সে দুআয় যেন প্রকাশ হয় নিজের নগ্যণতা, আর আল্লাহর প্রতি গোলামি।

খোশগল্প করা

দুআর পর নবদম্পতি খোশগল্পের মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হবে, চিনবে, বুঝবে। প্রথমে যদি ইসলাম পালন নিয়ে গল্প শুরু হয় তা হলে তো খুব ভালো। তারা ইসলামে বিয়ে ও সংসারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। নিজেদের কথা দিতে পারে, আজীবন তারা আল্লাহ ও রসুলকে মেনে চলবে। তারা চাইলে দুজনে মিলে কোনো ইসলামি বইও পড়তে পারে।

* মু'জামুল কাবির তাবারানি ৯:২০৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৬:৮৩

এসময় স্বামীর উচিত স্ত্রীকে নিজের চরিত্রের সুন্দর্য দেখিয়ে তার প্রতি যথেষ্ট আদর, সোহাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ করা। আর স্ত্রীরও উচিত নিজেকে স্বামীর প্রতি উজার করা দেয়া আর তার ভালোবাসার বিপরীতে নিজেরও ভালোবাসা প্রকাশ করা।

অন্তরঙ্গতা

বিয়ের প্রথম রাতে মিলন জরুরি নয় কিন্তু। স্ত্রীর কুমারীত্বের স্বাদ পেতে স্বামীর তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। তার উচিত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আগানো। যদি এতে কয়েক দিন লেগে যায়, লাগুক। তাদের পুরোটা জীবন পড়ে আছে অন্তরঙ্গ হবার জন্য। এত তাড়া কিসের?

বিয়ের প্রথম রাতের বেশিরভাগ সময় একে অপরকে চেনায় কাজে লাগানো উচিত। জানা উচিত জীবন সম্পর্কে অন্যের ধারণা কী। দাম্পত্য জীবন নিয়ে সে কী কী চিন্তা করে রেখেছে। কী কী উপায়ে ইসলামিকভাবে তাদের জীবন কাটানো যায় ইত্যাদি। কিন্তু যদি তারা চায় তবে অন্তরঙ্গ হওয়াও শুরু হতে পারে।

যদি অন্তরঙ্গতা মিলনের দিকে এগিয়ে যায় তবে স্বামীকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কুমারী মেয়েরা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় খুব উদ্বিগ্ন ও প্রচুর ব্যথা অনুভব করে। স্বামীকে এই ব্যাপারে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে।

জ্ঞানীরা বলেন, বিয়ের প্রথম রাতে সহবাস করতে না পারা স্বামীর জন্য কোনরকম দুর্বলতা বা পুরুষত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং প্রথম রাতে একটু লজ্জা পাওয়া, একটু উদ্বিগ্ন থাকা একেবারে স্বাভাবিক।

তারা অন্য সময় আবার চেষ্টা করতে পারে। মাঝে মাঝে তা হতে কয়েকদিন লেগে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয় মোটেই। নবদম্পতির উচিত এমন সংবেদনশীল ব্যাপারে একটু সহনশীল ও ধৈর্যশীল হওয়া। আর একজন আরেকজনের জন্য ব্যাপারটা সহজ করে দেয়া।*

আবার প্রথম রাতে স্বামীর জৈবিক চাহিদার প্রতি স্ত্রী পুরোপুরি সাড়া দেবে এমন আশা করাটাও বোকামি। নারীরা সহজাতভাবে পুরুষদের চে অনেক বেশি লাজুক। তাই স্বামীর আগমনে সে সাড়া কম দেবে এটা স্বাভাবিক। স্বামীর উচিত

---

* উসুল আলা মু'আশারা যাওজিয়্যা পৃ. ৬৯

এক ধাপ এক ধাপ করে করে আগানো। আর স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর প্রতি ধাপে ধাপে যতটুকু সম্ভব সাড়া দেয়া। ধীরে ধীরে তবে তা পূর্ণ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাবে।*

খারাপ সন্দেহ

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় যদি বোঝা যায়, স্ত্রী কুমারী নয় তা হলে কোনভাবে তার প্রতি খারাপ সন্দেহ করা যাবে না। ভিত্তিহীন সন্দেহ ও খারাপ ধারণা বড় অপরাধ। আর তা ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

'বিশ্বাসীরা, অতিরিক্ত ধারণা করা থামাও। কোনো কোনো ধারণা পাপ...।'†

কুমারী মেয়ের সতীচ্ছদ অনেকগুলো কারণে ফেটে যেতে পারে। যেমন, প্রচুর রক্তস্রাব, দীর্ঘ অসুস্থতা, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, বেশি লাফালাফি, অশ্বারোহণ, সাইকেল চালনাসহ অন্য খেলাধুলা ইত্যাদি। হানাফি মাজহাবে তো একটি মেয়েকে কুমারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় যদি সমাজের মানুষ তাকে কুমারী মনে করে—এমনকি সে যদি আগে ব্যভিচার করে থাকে, কিন্তু লোকে না জানে তবুও। কারণ, কুমারীত্ব ইসলামি সমাজে বিড়াট ওজন বহন করে। তাছাড়া কারো তওবাকৃত অতীত পাপের কারণে তার সম্মানহানি করা অন্যায়।‡

বিয়ের প্রথম রাত যদি আলোচিত বিধান ও নির্দেশিকার আলোকে কাটানো যায় তবে আশা করা যায় তা সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য নিখুঁত সূচনা হিসেবে কাজ করবে ইন শা আল্লাহ।

---

* প্রাগুক্ত

† কুরআন ৪৯:১২

‡ রদ্দুল মুহতার

শেষ কথা

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে কুরআন, হাদিস, অতীত মনীষী, সমসাময়িক বিদ্বানগণের বক্তব্যের আলোকে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিধি সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবজাত লজ্জাশীলতার দরুন এরকম বিষয় এত খোলাখুলিভাবে বলা সহজ কাজ নয়।

কিন্তু অতীত ইমাম ও বর্তমান আমলের বহু আলিমদের দেখেছি, তারা এই বিষয়ে আলোচনা তো করছেনই। এর সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। আমি এই কাজ শুরু করেছি দুটো কথা মাথায় রেখে: মহান আল্লাহর কথা, “নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্য প্রকাশ করতে সঙ্কোচবোধ করেন না।” আর তাবিয়ি মুজাহিদের বক্তব্য, “পবিত্র জ্ঞান কোন লাজুক বা অহঙ্কারী ব্যক্তি দিয়ে লাভ হয় না।” সামনে রেখে আমি এই কাজের আঞ্জাম দিতে চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিমেরা ইসলামিক দিকনির্দেশনা তালাশ করবে। আর এতে সে সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতার পরোয়া করবে না।

আমি আশা করছি আমার উদ্দেশ্য পূরণে আমি একটু হলেও সফল হয়েছি। বক্ষ্যমান বইটি বিবাহিত দম্পতিদের বহু উপকারে আসবে ইন শা আল্লাহ। আল্লাহর কাছে আমার ফরিয়াদ, তিনি যেন একে শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে কবুল করেন আর সকল ভুলত্রুটির জন্য আমাকে ক্ষমা করেন। আমিন ইয়া রব্বাল-আলামিন।

লেখক পরিচিতি

মুফতি মুহাম্মাদ আদম কাওসারি হলেন ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষিত আলিম যিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পড়াশোনা করেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্যের লেস্টারে। তার সুপ্রসিদ্ধ পিতা শাইখ মাওলানা আদমের দিকনির্দেশনায় তিনি ছোট বয়স থেকে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন এবং নয় বছর বয়সে কুরআনের হিফজ করে করে ফেলেন। প্রাথমিকভাবে তার ইলম অর্জন শুরু হয় যুক্তরাজ্যের বেরি প্রদেশের দারুল উলুমে আরবি ভাষা ও অন্য কিতাব শেখার মাধ্যমে। তখন তার শাইখদের মধ্যে ছিলেন শাইখ ইউসুফ মোতালা। এসময়ে তিনি হাদিসের প্রধাণ ছয় কিতাব সহ আরো অনেক গ্রন্থের ইজাজা গ্রহণ করেন।

দারুল উলুম থেকে পাস করার পর তিনি করাচি, পাকিস্তানে ভ্রমন করেন। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ আলিমেদ্বীন জাস্টিস (রিটায়ার্ড) মুফতি তাকি উসমানিসহ আরো অনেক আলিমের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তারপর সিরিয়ার দামেস্কে গিয়ে সেখানকার উলামাদের তত্ত্বাবধানে তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আরও বৃদ্ধি করেন। সেখানে তিনি শাইখ আবদুর রাজ্জাক হালাবী, শাইখ ড. আবদুল লতীফ ফারফুর হাসানীসহ আরো কিছু আলিম থেকে ইজাযা গ্রহণ করেন।

তার অন্য বইগুলো হলো: The Issue of Shares, Simplified Rules of Zakat, Birth Control & Abortion in Islam এবং Elucidation of Forty Hadiths on Marriage। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা কান্দালভির উজুব ই'ফা' লিহইয়া (The obligation of growing a beard) ও শাইখ খলিল আহমাদ সাহারানপুরীর

মাবাহিস ফি আকাইদ আহলুস সুন্নাহ (Discussions in the beliefs of the Ahl al-Sunna) - বই দুটো বিশ্লেষণ এবং পাদটীকাসহ আরবিতে প্রকাশ করেন।

তিনি দারুল ইফতা (www.daruliftaa.com) এবং সুন্নিপ্যাথ (www.sunnipath.com) ওয়েবসাইট দুটিতে ফিক্‌হ সম্পর্কিত বিস্তারিত এবং গবেষণাপ্রসূত বহু আর্টিকেল লিখে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের লেস্টারে বসবাসরত আছেন। এখানে তিনি জামিয়াহ উলুমুল কুরআন নামক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন। এক সাথে তিনি ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স (দারুল ইফতা)-তে লোকজনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানেও সাহায্য করছেন।

ইউটিউবে DarulIftaaUK নামক চ্যানেলে তার প্রচুর দারস সংরক্ষিত আছে।

অনুবাদকের পরিচিতি

আবরার নায়িমের জন্ম চট্টগ্রামে ১৯৯১ সালে। আর দশটা বাংলাদেশি ছেলেমেয়ের মতো সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এরপর হঠাৎ কী হলো—আল্লাহ ইসলামের দিশা দিলেন। আমূলে পালটে গেলে জীবন দর্শন। সেটা ২০১৩ সালের কথা। চলনে-বলনে এখনো সেই আগের আবরার রয়ে গেলেও, বিশ্বাস আর চর্চায় সম্পূর্ণ নতুন এক আবরার।

ঢাকার নটরডেম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ শেষ করেছে এই ২০১৯ সালে। বিয়েটাও হয় সেই বছর। সব ঠিকঠাক থাকলে এ-বছর ঘরে নতুন অতিথি আসবে ইনশা আল্লাহ।

আজকাল আবরারের সময় কাটে দেশি-বিদেশি ইসলামি বইপত্র পড়ে, লেকচার শুনে। পছন্দের বিষয় অনুবাদ করা।

স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পবিত্র একটি বিষয়—
সওয়াবের কারণ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার
অন্তিম পরিণয়। মানুষ তো শুধু দেহ না; মনও।
দেহ-মনের জৈবিক চাহিদা পূরণে ইসলামি বিধান
জানাবে এ-বইটি।